গীত-বিতান

প্রথম খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রকাশক—রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়।

গীত-বিতান
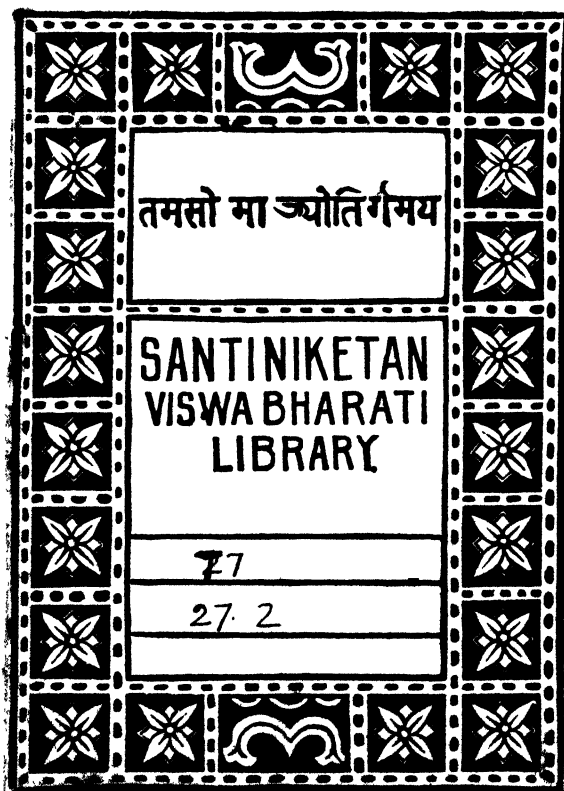
শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)।
রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

কালানুক্রমিক সূচীপত্র

ছবি ও গান [১২৯০ সাল।]

প্রকৃতির প্রতিশোধ [১২৯১ সাল।]

কড়ি ও কোমল [১২৯৩ সাল।]

মায়ার খেলা [১২৯৫ সাল।]

বিষয়		পত্রাঙ্ক

বিষয়		পত্রাঙ্ক
তুমি যেয়ো না এখনি	...	১১১
আকুল কেশে আসে, চায় ম্লান নয়নে	...	১১২
কী রাগিণী বাজালে হৃদয়ে, মোহন মনোমোহন	.	১১২
এখনো তা'রে চোখে দেখিনি	...	১১২
ওগো তোরা কে যাবি পারে	...	১১৩
তবে শেষ ক'রে দাও শেষ গান	..	১১৩
যাহা পাও তাই লও, হাসিমুখে ফিরে' যাও	..	১১৪
সখী, আমারি দুয়ারে কেন আসিল নিশিভোরে	.	১১৪
শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা	.	১১৪
তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চ'লে	..	১১৫
তোমরা সবাই ভালো	...	১১৫
মনে র'য়ে গেল মনের কথা	.	১১৬
দেখে যা দেখে যা দেখে যা লো তোরা	...	১১৬
মনে যে-আশা ল'য়ে এসেছি হ'লো না হ'লো না হে		১১৭
কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়		১১৭
ক্ষ্যাপা তুই আছিস্ আপন খেয়াল ধ'রে	..	১.৮
আজ তোমারে দেখ্‌তে এলেম অনেক দিনের পরে		১১৮
সারা বরষ দেখিনে মা, মা তুই আমার কেমন ধারা		১১৯
আমিই শুধু রইনু বাকি	...	১১৯
যেতে হবে আর দেরি নাই	...	১১৯
আমার যাবার সময় হ'লো আমায় কেন রাখিস্ ধ'রে		১২০
ফিরায়ো না মুখখানি, রাণী, ওগো রাণী	...	১২০
গহন ঘন বনে, পিয়াল তমাল সহকার ছায়ে	...	১২০
সাজাবো তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে	..	১২১
মন জানে মনোমোহন আইল	...	১২১
হিয়া কাঁপিছে সুখে কি দুখে সখী	..	১২১
সমুখেতে বহিছে তটিনী	...	১২১
গহন ঘন ছাইল, গগন ঘনাইয়া	...	১২২
যে-ফুল ঝরে সেই তো ঝরে ফুল তো থাকে ফুটিতে		১২২
অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া	.	১২৩
আয় তবে সহচরি, হাতে হাতে ধরি' ধরি'	...	১২৩
আগে চল্ আগে চল্, ভাই,	...	১২৪
তোমারি তরে মা, সঁপিনু দেহ	...	১২৫

বিষয়		পত্রাঙ্ক

বিষয়		পত্রাঙ্ক

বিষয়		পত্রাঙ্ক

৺মোহিত সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের ৮ম ভাগ "গান" বই হইতে [১৩১০ সাল]

চিরকুমার সভা [হিতবাদী-সংস্করণ গ্রন্থাবলী, ১৩১১ সাল]

খেয়া [১৩১৩ সাল]

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ [মজুমদার লাইব্রেরী সংস্করণ-গদ্যগ্রন্থাবলী, ১৩১৪ সাল]

শারদোৎসব [১৩১৫ সাল।]

(১৩১৫ সনে প্রকাশিত "গান" গ্রন্থ হইতে)

বিষয়		পত্রাঙ্ক
জগৎ জুড়ে' উদার সুরে	...	২৯৪
জননী, তোমার করুণ চরণখানি	...	২৯৫
জোনাকি, কী সুখে ঐ ডানা দুটি	...	২৯৫
তব অমল পরশ রস	...	২৯৬
তিমির দুয়ার খোলো এসো	...	২৯৬
তুমি কেমন ক'রে গান করো হে গুণী	..	২৯৬
তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে	...	২৯৭
তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে	...	২৯৭
দনে জনে আছি জড়ায়ে হায়	...	২৯৮
নব নব পল্লবরাজি	...	২৯৯
নয়ন মেলে দেখি আমায়	...	২৯৯
না ব'লে যেও না চ'লে	...	২৯৯
নিবিড় অন্তরতর বসন্ত এলো	...	৩০০
নিশিদিন ভরসা রাখিস্	...	৩০০
প্রচণ্ড গর্জ্জনে আসিল এ কী দুর্দ্দিন	...	৩০১
প্রভু, তোমা লাগি' আঁখি জাগে	...	৩০২
প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে	...	৩০৩
বল দাও মোরে বল দাও	..	৩০৩
বাংলার মাটি বাংলার জল	...	৩০৪
বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি	..	৩০৫
বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে	.	৩০৬
বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিলো	...	৩০৭
বিপদে মোরে রক্ষা করো	...	৩০৭
বিপুল তরঙ্গ রে, বিপুল তরঙ্গ রে	..	৩০৮
বীণা বাজাও হে মম অন্তরে	...	৩০৮
বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি	...	৩০৯
ভুবনেশ্বর হে	...	৩০৯
মম অঙ্গনে স্বামী আনন্দে হাসে	...	৩১০
মা কি তুই পরের দ্বারে	..	৩১১
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে	...	৩১১
মেঘের 'পরে মেঘ জ'মেছে	...	৩১২
মোরে বারে বারে ফিরালে	...	৩১২
যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু	...	৩১৩

প্রায়শ্চিত্ত [১৩১৬ সাল]

গীতাঞ্জলি [১৩১৭ সাল]

বিষয়		পত্রাঙ্ক

রাজা [১৩১৭ সাল]

বিষয়		পত্রাঙ্ক

অচলায়তন [১৩১৮ সাল]

উৎসর্গ [১৩২১ সাল]

বিষয় পত্রাঙ্ক

(১৩২০ সনের "গান" বই হইতে)

ধর্ম্ম-সঙ্গীত [১৩২০ সাল]

গীতি-মাল্য [১৩২১ সাল]

বিষয়		পত্রাঙ্ক

গীতালি [১৩২১ সাল]

ফাল্গুনী [১৩২২ সাল]

বলাকা [১৩২২ সাল]

গীতলিপি ২য় খণ্ড [১৩১৭ সাল]

বৈতালিক [১৩২৫ সাল]

গীত-বীথিকা [১৩২৬ সাল]

কাব্য-গীতি [১৩২৬ সাল]

অরূপরতন [১৩২৬ সাল]

ঋণশোধ [১৩২৮ সাল]

বিষয় পত্রাঙ্ক

নবগীতিকা ১ম ভাগ—[১৩২৯ সাল]

বিষয় পত্রাঙ্ক

নবগীতিকা—২য় ভাগ [১৩২৯ সাল]

বসন্ত [১৩৩০ সাল]

শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি,
ঘুম এখনো ভাঙিল না কি,
দেখো তোমারি দুয়ার-'পরে
সখী, এসেছে তোমারি রবি।
শুনি' প্রভাতের গাথা মোর
দেখো, ভেঙেছে ঘুমের ঘোর,
দেখো, জগত জেগেছে নয়ন মেলিয়া
নূতন জীবন লভি'।
তবে, তুমি কি রূপসী, জাগিবে নাকো
আমি-যে তোমারি কবি॥

শুন আমার কবিতা তবে,
আমি গাহিব নীরব রবে
ভবে নব জীবনের গান।
প্রভাত-নীরদ, প্রভাত-সমীর,
প্রভাত-বিহগ, প্রভাত-শিশির,
সমস্বরে তা'রা সকলে মিলিয়া
মিশাবে মধুর তান॥
তবে শিশিরে মু'খানি মাজি',
সখী, লোহিত বসনে সাজি',

দেখো বিমল সরসী-আরশির 'পরে
অপরূপ রূপরাশি।
তবে থেকে থেকে ধীরে নুইয়া পড়িয়া
নিজ মুখছায়া আধেক হেরিয়া,
ললিত অধরে উঠিবে ফুটিয়া
সরমের মৃদু হাসি।
শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি,
ঘুম এখনো ভাঙিল না কি,
সখী, গাহিছে তোমারি রবি
আজি তোমারি দুয়ারে আসি' ॥

বলি, ও আমার গোলাপ বালা,
তোলো মু'খানি, তোলো মু'খানি,
কুসুম-কুঞ্জ করো আলা ॥
বলি, কিসের সরম এত,
সখী, কিসের সরম এত,
সখী, পাতার মাঝারে লুকায়ে মু'খানি
কিসের সরম এত।
হেরো, ঘুমায়ে প'ড়েছে ধরা,
হেরো, ঘুমায় চন্দ্র তারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় দিক্-বালারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় জগত যত।
সখী, বলিতে মনের কথা,
বলো, এমন সময় কোথা,
প্রিয়ে, তোলো মু'খানি আছে গো আমার
প্রাণের কথা কত ॥

আমি এমন সুধীর স্বরে,
সখী, কহিব তোমার কানে,
প্রিয়ে, স্বপনের মতো সে-কথা আসিয়ে
পশিবে তোমার প্রাণে।
তবে, মু'খানি তুলিয়া চাও,
সুধীরে মু'খানি তুলিয়া চাও॥

আঁধার শাখা উজল করি'
শ্যামল পাতা ঘোম্‌টা পরি'
বিজন বনে মালতী-বালা
আছিস্‌ কেন ফুটিয়া।
শোনাতে তোরে মনের ব্যথা
শুনিতে তোর মনের কথা
পাগল হ'য়ে মধুপ কভু
আসে না হেথা ছুটিয়া॥
মলয় তব প্রণয়-আশে
ভ্রমে না হেথা আকুল শ্বাসে
পায় না চাঁদ দেখিতে তোর
সরমে-মাখা মু'খানি।
শিয়রে তোর বসিয়া থাকি'
মধুর স্বরে বনের পাখী
লভিয়া তোর সুরভি শ্বাস
যায় না তোরে বাখানি'॥

শুনহ শুনহ বালিকা,
রাখ কুসুম মালিকা
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখী, শ্যামচন্দ্র নাহি রে।
দুলই কুসুম মুঞ্জরী,
ভ্রমর ফিরই গুঞ্জরি',
অলস যমুন বহয়ি যায় ললিত গীত গাহি' রে।
শশী-সনাথ যামিনী,
বিরহ-বিধুর কামিনী,
কুসুমহার ভইল ভার হৃদয় তা'র দাহিছে,
অধর উঠই কাঁপিয়া,
সখী-করে কর আপিয়া,
কুঞ্জ-ভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাহিছে!
মৃদু সমীর সঞ্চলে
হরয়ি শিথিল অঞ্চলে,
চকিত-হৃদয় চঞ্চলে কানন-পথ চাহি' রে;
কুঞ্জপানে হেরিয়া,
অশ্রুবারি ডারিয়া
ভানু গায় শূন্য কুঞ্জ—শ্যামচন্দ্র নাহি রে॥

———

সজনি সজনি রাধিকা লো
দেখ অবহুঁ চাহিয়া,
অলস-গমন শ্যাম আওয়ে
মৃদুল গান গাহিয়া।
পিনহ ঝটিত কুসুম-হার,
নীল নিবিড় আঙিয়া,
পাটলরস-রাগরঙ্গে
করপদতল রাঙিয়া।

সহচরী সব নাচ নাচ,
মিলন গীত গাও রে,
চঞ্চল মঞ্জীর-মন্দ্রে
কুঞ্জ-গগন ছাও রে।
উজ্জ্বল কর মন্দিরতল
কনক দীপ জ্বালিয়া,
নির্ম্মল কর কুঞ্জ-বীথি
গন্ধ সলিল ঢালিয়া।
মল্লিকা চামেলি বেলি
সঞ্চয় কর বালিকা,
যূঁথি, জাতি, বকুল মুকুলে
গ্রন্থন কর মালিকা।
তৃষিত-নয়ন ভানুসিংহ
নিকুঞ্জ-পথ চাহিয়া,
অলস-গমন শ্যাম আওয়ে
মৃদুল গান গাহিয়া॥

গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে,
বিসরি' ত্রাস লোকলাজে,
সজনি, আও আও লো।
অঙ্গে চারু নীল বাস,
হৃদয়ে প্রণয়-কুসুমরাশ,
হরিণ-নেত্রে বিমল হাস,
কুঞ্জ-বনমে আও লো॥
ঢালে কুসুম সুরভ-ভার,
ঢালে বিহগ সুরব-সার,

ঢালে ইন্দু অমৃত-ধার,
বিমল রজত-ভাতি রে।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে,
বকুল যূথি জাতি রে॥
দেখ সজনি, শ্যামরায়,
নয়নে প্রেম উথল যায়,
মধুর বদন অমৃত-সদন,
চন্দ্রমায় নিন্দিছে;
আও আও সজনি-বৃন্দ,
হেরব সখী, শ্রীগোবিন্দ,
শ্যামকো পদারবিন্দ—
ভানুসিংহ বন্দিছে॥

আজু সখি, মুহু মুহু
গাহে পিক কুহু কুহু,
কুঞ্জবনে দুঁহু দুঁহু
দোঁহার পানে চায়।
যুবন-মদ-বিলসিত,
পুলকে হিয়া উলসিত,
অবশ তনু অলসিত
মূরছি' জনু যায়॥
আজু মধু-চাঁদনী
প্রাণ-উনমাদনী,
শিথিল সব বাঁধনী,
শিথিল ভই লাজ।

বচন মৃদু মরমর,
কাঁপে রিঝ থরথর,
শিহরে তনু জরজর,
কুসুম-বন-মাঝ ॥

মলয় মৃদু কলয়িছে,
চরণ নহি চলয়িছে,
বচন মুহু খলয়িছে,
অঞ্চল লুটায় ।

আধফুট শতদল,
বায়ুভরে টলমল,
আঁখি জনু ঢলঢল
চাহিতে নাহি চায় ॥

অলকে ফুল কাঁপয়ি,
কপোলে পড়ে ঝাঁপয়ি,
মধু অনলে তাপয়ি
খসয়ি পড়ে পায় ।

ঝরই শিরে ফুলদল,
যমুনা বহে কলকল,
হাসে শশি ঢলঢল
ভানু মরি' যায় ॥

মরণ রে,
তুঁহু মম শ্যাম সমান ।
মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজুট,
রক্ত কমলকর, রক্ত অধর-পুট,
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু-অমৃত করে দান ।
তুঁহু মম শ্যাম সমান ॥

আকুল রাধা, রিঝ অতি জরজর,
ঝরই নয়ন দউ অনুখন ঝরঝর,
তুঁহুঁ মম মাধব, তুঁহুঁ মম দোসর,
তুঁহুঁ মম তাপ ঘুচাও,
মরণ তু আওরে আও ॥
ভুজপাশে তব লহ সম্বোধয়ি,
আঁখিপাত মঝু দেহ তু রোধয়ি,
কোর উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি
নীদ ভরব সব দেহ।
তুঁহুঁ নহি বিসরবি, তুঁহুঁ নহি ছোড়বি,
রাধা-হৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি,
হিয়-হিয় রাখবি অনুদিন অনুখন,
অতুলন তোঁহার লেহ ॥
এক পলক তুঁহুঁ দূর ন যাওসি
বিজন নিকুঞ্জে বাঁশি বজাওসি
অনুখন ডাকসি অনুখন ডাকসি
রাধা রাধা রাধা!
দিবস ফুরাওল অবহুঁ ম যাওব
বিরহ-তাপ তব অবহুঁ ঘুচাওব
কুঞ্জ-বাট পর অবহুঁ ম ধাওব
সব কছু টুটইব বাধা ॥
গগন সঘন অব, তিমির-মগন ভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘরব,
শাল তাল তরু সভয়-তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর।
একলি যাওব তুঝ অভিসারে
তুঁহুঁ মম প্রিয়তম কি ফল বিচারে,

ভয়-বাধা সব অভয় মূর্ত্তি ধরি'
পন্থ দেখাওব মোর ॥
ভক্ত ভণে "অয়ি রাধা ছিয়ে ছিয়ে
চঞ্চল চিত্ত তোহারি,
জীবনবল্লভ মরণ অধিক সো
অব তুঁহু দেখ বিচারি' ॥"

সখি সে গেল কোথায়, তা'রে ডেকে নিয়ে আয়।
দাঁড়াবো ঘিরে তা'রে তরুতলায়।
আজি এ মধুর সাঁজে, কাননে ফুলের মাঝে
হেসে হেসে বেড়াবে সে দেখিব তায়।
আকাশে তারা ফুটেছে, দখিনে বাতাস ছুটেছে
পাখিটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে।
আয়লো আনন্দময়ী মধুর বসন্ত ল'য়ে
লাবণ্য ফুটাবি লো তরুতলায় ॥

মধুর মিলন।
হাসিতে মিলেছে হাসি নয়নে নয়ন ॥
মর-মর মৃদু বাণী মর-মর মরমে,
কপোলে মিলায় হাসি সুমধুর সরমে ;
নয়নে স্বপন ॥
তারাগুলি চেয়ে আছে, কুসুম গাছে গাছে,
বাতাস চুপি চুপি ফিরিছে কাছে কাছে।
মালাগুলি গেঁথে নিয়ে আড়ালে লুকায়ে,
সখীরা নেহারিব দোঁহার আনন,
হেসে আকুল হ'লো বকুল কানন—
(আ মরি মরি) ॥

নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়।
ধীরে ধীরে অতি ধীরে—অতি ধীরে গাও গো!
ঘুম-ঘোরময় গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো!
নিশার কুহক বলে নীরবতা-সিন্ধুতলে
মগ্ন হ'য়ে ঘুমাইছে বিশ্ব চরাচর;
প্রশান্ত সাগরে হেন, তরঙ্গ না তুলে যেন
অধীর-উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতের স্বর!
তটিনী কী শান্ত আছে! ঘুমাইয়া পড়িয়াছে
বাতাসের মৃদু হস্ত পরশে এমনি,
ভুলে যদি ঘুমে ঘুমে তটের চরণ চুমে
সে-চুম্বন ধ্বনি শুনে' চমকে আপনি!
তাই বলি অতি ধীরে—অতি ধীরে গাও গো!
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো॥

বল্, গোলাপ মোরে বল্,
তুই ফুটিবি সখী কবে?
ফুল ফুটেছে চারি পাশ,
চাঁদ হাসিছে সুধা-হাসি,
বায়ু ফেলিছে মৃদু শ্বাস,
পাখী গাইছে মধুরবে,
তুই ফুটিবি সখী কবে॥
প্রাতে পড়েছে শিশির-কণা,
সাঁঝে বহিছে দখিনা বায়,
কাছে ফুলবালা সারি সারি,
দূরে পাতার আড়ালে সাঁঝের তারা,
মু'খানি দেখিতে চায়।

বায়ু দূর হ'তে আসিয়াছে—
যত ভ্রমর ফিরিছে কাছে,
কচি কিশলয়গুলি
র'য়েছে নয়ন তুলি',
তুই ফুটিবি সখী কবে ॥

হায় রে সেই তো বসন্ত ফিরে এলো, হৃদয়ের বসন্ত ফুরায় ।
সব মরুময়, মলয়-অনিল এসে কেঁদে শেষে ফিরে চ'লে যায় ॥
কত শত ফুল ছিল হৃদয়ে, ঝ'রে গেল, আশালতা শুকালো,
পাখীগুলি দিকে দিকে চ'লে যায় ।
শুকানো পাতায় ঢাকা বসন্তের মৃত কায়,
প্রাণ করে হায় হায় ॥
ফুরাইল সকলি ।
প্রভাতের মৃদু হাসি, ফুলের রূপরাশি, ফিরিবে কি আর ?
কী বা জোছনা ফুটিত রে, কী বা যামিনী,
সকলি হারালো, সকলি গেল রে চলিয়া প্রাণ করে হায় হায় ॥

কেহ কারো মন বুঝে না, কাছে এসে স'রে যায়,
সোহাগের হাসিটি কেন চোখের জলে ম'রে যায় ॥
বাতাস যখন কেঁদে গেল, প্রাণ খুলে' ফুল ফুটিল না,
সাঁঝের বেলায় একাকিনী কেন রে ফুল ঝ'রে যায় ॥
মুখের পানে চেয়ে দেখো, আঁখিতে মিলাও আঁখি,
মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখোনা ঢাকি' ।
এ রজনী রহিবে না, আর কথা হইবে না,
প্রভাতে রহিবে শুধু হৃদয়ের হায় হায় ॥

গেল গো—
ফিরিল না, চাহিল না, পাষাণ সে,
কথাটিও কহিল না, চ'লে গেল গো!
না যদি থাকিতে চায়, যাক্ যেথা সাধ যায়,
একেলা আপন মনে দিন কি কাটিবে না?
তাই হোক্ হোক্ তবে,
আর তা'রে সাধিব না! চ'লে গেল গো॥

হ'লো না হ'লো না সই! (হায়)
মরমে মরমে লুকানো রহিল, বলা হ'লো না,
বলি বলি বলি তা'রে কত মনে করিনু
হ'লো না হ'লো না সই!
না কিছু কহিল, চাহিয়া রহিল,
গেল সে চলিয়া, আর সে ফিরিল না,
ফিরাব ফিরাব ব'লে কত মনে করিনু
হ'লো না হ'লো না সই!

ও কেন চুরি ক'রে চায়।
লুকোতে গিয়ে হাসি হেঁসে পলায়॥
বনপথে ফুলের মেলা, হেলে দুলে করে খেলা—
চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায়॥
কী যেন গানের মতো বেজেছে কানের কাছে,
যেন তা'র প্রাণের কথা আধেকখানি শোনা গেছে।
পথেতে যেতে চ'লে মালাটি গেছে ফেলে—
পরাণের আশাগুলি গাঁথা যেন তায়॥

দু-জনে দেখা হ'লো—মধু যামিনী রে।—
কেন কথা কহিল না—চলিয়া গেল ধীরে।
নিকুঞ্জে দখিনা বায়, করিছে হায় হায়—
লতা পাতা দুলে দুলে ডাকিছে ফিরে ফিরে॥
দু-জনের আঁখি-বারি গোপনে গেল ঝ'রে—
দু-জনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল ম'রে।
আর তো হ'লো না দেখা, জগতে দোঁহে একা,
চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনা-তীরে॥

——

বাল্মীকি-প্রতিভা

প্রথম দৃশ্য—অরণ্য—বনদেবীগণ

সিন্ধু—কাফি

সহে না সহে না কাঁদে পরাণ,
সাধের অরণ্য হ'লো শ্মশান।
দস্যুদলে আসি' শান্তি করে নাশ,
ত্রাসে সকল দিশ কম্পমান।
আকুল কানন, কাঁদে সমীরণ,
চকিত মৃগ, পাখী গাহে না গান।
শ্যামল তৃণদল, শোণিতে ভাসিল,
কাতর রোদন-রবে ফাটে পাষাণ।
দেবি দুর্গে, চাহো, ত্রাহি এ বনে,
রাখো অধিনী জনে, করো শান্তি দান।

[প্রস্থান

(প্রথম দস্যুর প্রবেশ)

মিশ্র—সিন্ধু

আঃ বেঁচেছি এখন,
শর্ম্মা ও দিকে আর নন ;
গোলেমালে ফাঁকতালে পালিয়েছি কেমন !
লাঠালাঠি কাটাকাটি, ভাব্‌তে লাগে দাঁত-কপাটি,
(তাই) মানটা রেখে প্রাণটা নিয়ে সট্‌কেছি কেমন !
আসুক্ তা'রা আসুক আগে, দুনোদুনি নেবো ভাগে,
তাত্তামিতে আমার কাছে দেখ্‌বো কে কেমন !
শুধু মুখের জোরে গলার চোটে, লুট-করা ধন নেবো লুটে
শুধু দুলিয়ে ভুঁড়ি বাজিয়ে তুড়ি ক'র্‌বো সরগরম।

(লুটের দ্রব্য লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ)

মিশ্র—ঝিঁঝিট

এনেছি মোরা এনেছি মোরা রাশি রাশি লুটের ভার।
ক'রেছি ছারখার।
কত গ্রাম পল্লী লুটে-পুটে ক'রেছি একাকার।

কাফি

১ম দস্যু।—আজকে তবে মিলে সবে ক'র্‌বো লুটের ভাগ,
এ সব আন্‌তে কত লণ্ডভণ্ড করনু যজ্ঞ যাগ।
২য় দস্যু।—কাজের বেলায় উনি কোথা-যে ভাগেন,
ভাগের বেলায় আসেন আগে (আরে দাদা)।
১ম।—এত বড়ো আস্পর্দ্ধা তোদের, মোরে নিয়ে এ কী
হাসি তামাসা!
এখনি মুণ্ড করিব খণ্ড খবর্‌দার রে খবর্‌দার।
২য়।—হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়ো, এ কী ব্যাপার!
আজি বুঝি বা বিশ্ব ক'র্‌বে নস্ত, এম্‌নি-যে আকার।
৩য়।—এম্‌নি যোদ্ধা উনি, পিঠেতেই দাগ,
তলোয়ারে মরিচা, মুখেতেই রাগ।—
১ম।—আর-যে এ সব সহে না প্রাণে,
নাহি কি তোদের প্রাণের মায়া?
দারুণ রাগে কাঁপিছে অঙ্গ,
কোথারে লাঠি কোথারে ঢাল?
সকলে।—হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়ো, এ কী ব্যাপার!
আজি বুঝি বা বিশ্ব ক'র্‌বে নস্ত, এম্‌নি-যে আকার।

(বাল্মীকির প্রবেশ)

খাম্বাজ

সকলে।—এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে।
না মানি বারণ, না মানি শাসন, না মানি কাহারে।

কে বা রাজা, কার রাজ্য, মোরা কী জানি?
প্রতি-জনেই রাজা মোরা, বনই রাজধানী।
রাজা প্রজা উঁচু নীচু কিছু না গণি!
ত্রিভুবন মাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়,
মাথার উপরে র'য়েছেন কালী, সমুখে র'য়েছে জয়।

পিলু

১ম দস্যু।—এখন ক'র্‌বো কী বল্?
সকলে।—(বাল্মীকির প্রতি) এখন ক'র্‌বো কী বল্?
১ম দস্যু।—হো রাজা, হাজির র'য়েছে দল।
সকলে।—বল্ রাজা, ক'র্‌বো কী বল্, এখন ক'র্‌বো কী বল্।
১ম দস্যু।—পেলে মুখেরি কথা, আনি যমেরি মাথা।
ক'রে দিই রসাতল।
সকলে।—ক'রে দিই রসাতল।
সকলে।—হো রাজা, হাজির র'য়েছে দল,
বল্ রাজা, ক'র্‌বো কী বল্, এখন ক'র্‌বো কী বল্।

ঝিঁঝিট

বাল্মীকি।—শোন্ তোরা তবে শোন্।
অমা-নিশা আজিকে, পূজা দেবো কালীকে,
ত্বরা করি' যা তবে, সবে মিলি' যা তোরা,
বলি নিয়ে আয়।

[বাল্মীকির প্রস্থান

রাগিণী বেলাবতী

সকলে।—ত্রিভুবন মাঝে, আমরা সকলে, কাহারে না করি ভয়,
মাথার উপরে র'য়েছেন কালী, সমুখে র'য়েছে জয়।
তবে আয় সবে আয়, তবে আয় সবে আয়,
তবে ঢাল্ সুরা, ঢাল্ সুরা, ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্।
দয়া মায়া কোন্ ছার, ছারখার হোক্।
কেবা কাঁদে কার তরে, হাঃ হাঃ হাঃ!

তবে আন্ তলোয়ার, আন্ আন্ তলোয়ার,
তবে আন্ বরষা, আন্ আন্ দেখি ঢাল।

১ম দস্যু।—আগে পেটে কিছু ঢাল্, পরে পিঠে নিবি ঢাল,
হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ,
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ।

ঝংলা—তৃপালি

সকলে।—(উঠিয়া) কালী কালী কালী বলো রে আজ,
বলো হো, হো, হো, বলো হো, হো, হো, বলো হো।
নামের জোরে সাধিব কাজ,
বলো হো, হো, বলো হো, বলো হো।
ঐ ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গ মাঝারে,
ঐ লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি' শ্যামারে,
ঐ লট্ট পট্ট কেশ, অট্ট অট্ট হাসে রে;
হাহা হাহাহা হাহাহা।
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়, জয়, জয়,
জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়,
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়,
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়।

(গমনোদ্যম ও একটি বালিকার প্রবেশ)

মিশ্র—মল্লার

বালিকা।—ঐ মেঘ করে বুঝি গগনে।
আঁধার ছাইল, রজনী আইল,
ঘরে ফিরে যাবো কেমনে!
চরণ অবশ হায়, শ্রান্ত ক্লান্ত কায়
সারা দিবস বন ভ্রমণে।
ঘরে ফিরে যাবো কেমনে?

দেশ

বালিকা।—এ কী এ ঘোর বন!—এনু কোথায়?
পথ-যে জানি না, মোরে দেখায়ে দে না।
কী করি এ আঁধার রাতে?
কী হবে মোর হায়?
ঘন ঘোর মেঘ ছেয়েছে গগনে,
চকিতে চপলা চমকে সঘনে,
একেলা বালিকা
তরাসে কাঁপে কায়।

পিলু

১ম দস্যু।—(বালিকার প্রতি)—
পথ ভুলেছিস্ সত্যি বটে? সিধে রাস্তা দেখ্‌তে চাস্?
এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেবো, সুখে থাক্‌বি বারো মাস।
সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ।
২য়।—(প্রথমের প্রতি) কেমন হে ভাই?
কেমন সে ঠাঁই?
১ম।—মন্দ নহে বড়ো,
এক দিন না একদিন সবাই সেথায় হবো জড়ো।
সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ।
২য়।—আয় সাথে আয়, রাস্তা তোরে দেখিয়ে দিইগে তবে,
আর তাহ'লে রাস্তা ভুলে ঘুরতে নাহি হবে।
সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ।

[সকলের প্রস্থান

(বনদেবীগণের প্রবেশ)

মিশ্র—ঝিঁঝিট

মরি ও কাহার বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে যায়?
আহা ঐ করুণ চোখে ও কাহার পানে চায়?

বাঁধা কঠিন পাশে, অঙ্গ কাঁপে ত্রাসে,
আঁখি-জলে ভাসে, এ কী দশা হায়!
এ বনে কে আছে, যাবো কার কাছে,
কে ওরে বাঁচায়?

দ্বিতীয় দৃশ্য—অরণ্যে কালী-প্রতিমা।—বাল্মীকি স্তবে আসীন

বাগেশ্রী

রাঙাপদ-পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা।
আজি এ ঘোর নিশীথে পূজিব তোমারে তারা।
সুরনর থরহর—ব্রহ্মাণ্ড বিপ্লব করো,
রণরঙ্গে মাতো মা গো, ঘোরা উন্মাদিনী পারা।
ঝলসিয়ে দিশি দিশি, ঘুরাও তড়িৎ অসি,
ছুটাও শোণিত-স্রোত, ভাসাও বিপুল ধরা।
উর কালী কপালিনী, মহাকাল-সীমন্তিনী,
লহো জবা-পুষ্পাঞ্জলি মহাদেবী পরাৎপরা।

(বালিকারে লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ)

কাফি

দস্যুগণ।—দেখো, হো ঠাকুর, বলি এনেছি মোরা।
বড়ো সরেস, পেয়েছি বলি সরেস,
এমন সরেস মছ্‌লি রাজা, জালে না পড়ে ধরা।
দেরি কেন ঠাকুর, সেরে ফেলো ত্বরা।

কানাড়া

বাল্মীকি।—নিয়ে আয় কৃপাণ, রয়েছে তৃষিতা শ্যামা মা,
শোণিত পিয়াও, যা ত্বরায়।
লোল জিহ্বা লকলকে, তড়িৎ খেলে চোখে,
করিয়ে খণ্ড দিক্‌দিগন্ত, ঘোর দন্ত ভায়।

ঝিঁঝিট

বালিকা।—কী দোষে বাঁধিলে আমায়, আনিলে কোথায়?
পথহারা একাকিনী বনে অসহায়,—
রাখো রাখো রাখো, বাঁচাও আমায়।
দয়া করো অনাথারে, কে আমার আছে,
বন্ধনে কাতর তনু মরি-যে ব্যথায়।

বনদেবী।—(নেপথ্যে) দয়া করো অনাথারে, দয়া করো গো,
বন্ধনে কাতর তনু জর্জর ব্যথায়।

সিন্ধু—ভৈরবী

বাল্মীকি।—এ কেমন হ'লো মন আমার?
কী ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে যে পারিনে।
পাষাণ হৃদয়ও গলিল কেন রে,
কেন আজি আঁখিজল দেখা দিল নয়নে?
কী মায়া এ জানে গো,
পাষাণের বাঁধ এ-যে টুটিল!
সব ভেসে গেল গো—সব ভেসে গেল গো—
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে।

পরজ

১ম দস্যু।—আরে, কী এত ভাবনা, কিছু তো বুঝি না।
২য় দস্যু।—সময় ব'হে যায়-যে।
৩য় দস্যু।—কখন্ এনেছি মোরা এখনো তো হ'লো না।
৪র্থ দস্যু।—এ কেমন রীতি তব, বাহ্‌রে!
বাল্মীকি।—না না হবে না, এ বলি হবে না,
অন্য বলির তরে, যা রে যা।
১ম দস্যু।—অন্য বলি এ রাতে কোথা মোরা পাবো?
২য় দস্যু।—এ কেমন কথা কও, বাহ্‌রে!

দেওগিরি

বাল্মীকি।—শোন্ তোরা শোন্ এ আদেশ,
কৃপাণ খর্পর ফেলে দে, দে।
বাঁধন করো ছিন্ন,
মুক্ত করো এখনি রে।

(যথাদিষ্ট কৃত)

তৃতীয় দৃশ্য—অরণ্য—বাল্মীকি

খাম্বাজ

বাল্মীকি।—ব্যাকুল হ'য়ে বনে বনে,
ভ্রমি একেলা শূন্য মনে।
কে পূরাবে মোর কাতর প্রাণ,
জুড়াবে হিয়া সুধা বরিষণে?

[প্রস্থান

(দস্যুগণ বালিকাকে পুনর্ব্বার ধরিয়া আনিয়া)

মিশ্র—বাগেশ্রী

ছাড়বো না ভাই, ছাড়বো না ভাই,
এমন শিকার ছাড়বো না।
হাতের কাছে অমি এলো, অমি যাবে—
অমি যেতে দেবে কে রে!
রাজাটা খেপেছে রে, তা'র কথা আর মান্‌বো না।
আজ রাতে ধূম হবে ভারি,
নিয়ে আয় কারণ-বারি,
জেলে দে মশালগুলো, মনের মতন পূজো দেবো—
নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে—রাজাটা খেপেছে রে,
তা'র কথা আর মান্‌বো না।

প্রথম দস্যু।—

কানাড়া

রাজা মহারাজা কে জানে, আমিই রাজাধিরাজ।
তুমি উজীর, কোতোয়াল তুমি,
ঐ ছোঁড়াগুলো বর্কন্দাজ।
যত সব কুঁড়ে আছে ঠাঁই জুড়ে,
কাজের বেলায় বুদ্ধি যায় উড়ে।
পা ধোবার জল নিয়ে আয় ঝট্,
কর্ তোরা সব যে যার কাজ।

দ্বিতীয় দস্যু।—

খাম্বাজ

আছে তোমার বিদ্যে সাধ্যি জানা।
রাজত্ব করা এ কি তামাসা পেয়েছো?
প্রথম।—জানিস্ না কেটা আমি!
দ্বিতীয়।—ঢের্ ঢের্ জানি—ঢের্ ঢের্ জানি—
প্রথম।—হাসিস্‌নে হাসিস্‌নে মিছে যা যা—
সব আপন কাজে যা যা,
যা আপন কাজে।
দ্বিতীয়।—খুব তোমার লম্বা চৌড়া কথা!
নিতান্ত দেখি তোমায় কৃতান্ত ডেকেছে।

মিশ্র—সিন্ধু

তৃতীয়।—আঃ, কাজ কি গোলমালে,
না হয় রাজাই সাজালে।
মর্‌বার বেলায় মর্‌বে ওটাই, থাক্‌বো ফাঁক্‌তালে।
প্রথম।—রাম রাম হরি হরি, ওরা থাক্‌তে আমি মরি!
তেমন তেমন দেখ্‌লে বাবা ঢুক্‌বো আড়ালে।

সকলে।—ওরে চল্ তবে শীগগিরি,

আনি পূজোর সামিগ্‌গিরি।

কথায় কথায় রাত পোহালো, এমনি কাজের ছিরি!

[প্রস্থান

গারা ভৈরবী

বালিকা।—হা কী দশা হ'লো আমার?

কোথা গো মা করুণাময়ী, অরণ্যে প্রাণ যায় গো।

মুহূর্ত্তের তরে মা গো, দেখা দাও আমারে,

জনমের মতো বিদায়।

(পূজার উপকরণ লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ ও কালী-প্রতিমা ঘিরিয়া নৃত্য)।

ভাটিয়ারি

এত রঙ্গ শিখেছো কোথা মুণ্ডমালিনী?

তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে চমকে ধরণী।

ক্ষান্ত দে মা, শান্ত হ' মা, সন্তানের মিনতি।

রাঙা নয়ন দেখে নয়ন মুদি ও মা ত্রিনয়নী।

(বাল্মীকির প্রবেশ)

বেহাগ

বাল্মীকি।—অহো আস্পর্দ্ধা এ কী তোদের নরাধম?

তোদের কারেও চাহিনে আর, আর আর না রে—

দূর্ দূর্ দূর্, আমারে আর ছুঁস্‌নে।

এ সব কাজ আর না, এ পাপ আর না,

আর না আর না, ত্রাহি, সব ছাড়িনু।

প্রথম।—দীন হীন এ অধম আমি কিছুই জানিনা রাজা,

এরাই তো যত বাধালে জঞ্জাল,

এত ক'রে বোঝাই বোঝে না।

কী করি, দেখো বিচারি'।

দ্বিতীয়।—বাঃ—এও তো বড়ো মজা, বাহবা!

যত কুয়ের গোড়া ওই তো, আরে বল্ না রে।

প্রথম।—দূর্ দূর্ দূর্ নির্লজ্জ, আর বকিস্‌নে।

বাল্মীকি।—তফাতে সব স'রে যা। এ পাপ আর না,

আর না আর না, ত্রাহি, সব ছাড়িনু।

[দস্যুগণের প্রস্থান

ভৈরবী

বাল্মীকি।—আয় মা আমার সাথে, কোনো ভয় নাহি আর।

কত দুঃখ পেলি বনে আহা মা আমার।

নয়নে ঝরিছে বারি, এ কি মা সহিতে পারি?

কোমল কাতর তনু কাঁপিতেছে বার বার।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য—বনদেবীগণের প্রবেশ

মল্লার

রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে বরষে;

গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরুলতা,

ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে।

দিশি দিশি সচকিত দামিনী চমকিত,

চমকি' উঠিছে হরিণী তরাসে।

[প্রস্থান

(বাল্মীকির প্রবেশ)

বেহাগ

কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই—

কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে?

যাই দেখি শিকারেতে, রহিব আমোদে মেতে,

ভুলি সব জ্বালা বনে বনে ছুটিয়ে—

কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে?

আপনা ভুলিতে চাই, ভুলিব কেমনে,
কেমনে যাবে বেদনা ?
ধরি' ধনু আনি' বাণ, গাহিব ব্যাধের গান,
দলবল ল'য়ে মাতিব—
কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে ?

(শৃঙ্গধ্বনিপূর্ব্বক দস্যুগণের আহ্বান)

দস্যুগণের প্রবেশ

সুরট

দস্যু।—কেন রাজা ডাকিস্ কেন এসেছি সবে।
বুঝি আবার শ্যামা মায়ের পূজো হবে।
বাল্মীকি।—শিকারে হবে যেতে, আয় রে সাথে।
প্রথম।—ওরে, রাজা কী ব'ল্‌ছে শোন্।
সকলে।—শিকারে চল্ তবে।
সবারে আন্ ডেকে যত দল বল সবে।

[বাল্মীকির প্রস্থান

ইমন কল্যাণ

এই বেলা সবে মিলে চলহো, চলহো,
ছুটে আয়, শিকারে কে রে যাবি আয়,
এমন রজনী ব'হে যায় যে !
ধনুর্ব্বাণ বল্লম ল'য়ে হাতে, আয় আয় আয় আয়।
বাজা শিঙা ঘন ঘন, শব্দে কাঁপিবে বন,
আকাশ ফেটে যাবে, চমকিবে পশু পাখী সবে,
ছুটে যাবে কাননে কাননে, চারিদিকে ঘিরে
যাবো পিছে পিছে, হো হো হো হো।

(বাল্মীকির প্রবেশ)

বাহার

বাল্মীকি।—গহনে গহনে যা রে তোরা, নিশি ব'হে যায়-যে!
তন্ন তন্ন করি' অরণ্য, করী, বরাহ খোঁজ গে,
এই বেলা যা রে।
নিশাচর পশু সবে, এখনি বাহির হবে,
ধনুর্ব্বাণ নে রে হাতে, চল্ ত্বরা চল্
জ্বালায়ে মশাল আলো, এই বেলা আয় রে।

[প্রস্থান

অহং

প্রথম।—চল্ চল্ ভাই, ত্বরা ক'রে মোরা আগে যাই।
দ্বিতীয়।—প্রাণপণ খোঁজ এ বন সে-বন;
চল্ মোরা ক জন ও দিকে যাই।
প্রথম।—না না ভাই, কাজ নাই,
হোথা কিছু নাই, কিছু নাই
ওই ঝোপে যদি কিছু পাই।
দ্বিতীয়।—বরা' বরা'—
প্রথম।—আরে দাঁড়া দাঁড়া, অত ব্যস্ত হ'লে ফস্কাবে শিকার,
চুপি চুপি আয়, চুপি চুপি আয়, অশথ তলায়,
এবার ঠিক ঠাক্ হ'য়ে সব থাক্,
সাবধান ধর্ বাণ, সাবধান ছাড়্ বাণ,
গেল গেল, ঐ ঐ পালায় পালায়, চল্ চল্।
ছোট্ রে পিছে আয় রে ত্বরা যাই।

(বনদেবীগণের প্রবেশ)

মিশ্র—মল্লার

কে এলো আজি এ ঘোর নিশীথে
সাধের কাননে শান্তি নাশিতে।

মত্ত করী যত পদ্মবন দলে,
বিমল সরোবর মথিয়া ;
ঘুমন্ত বিহগে কেন বধে রে,
সঘনে খর শর সন্ধিয়া।
তরাসে চমকিয়ে হরিণ হরিণী
স্খলিত চরণে ছুটিছে ;
স্খলিত চরণে ছুটিছে কাননে,
করুণ নয়নে চাহিছে—
আকুল সরসী, সারস সারসী
শর-বনে পশি' কাঁদিছে।
তিমির দিক্ ভরি' ঘোর যামিনী
বিপদ ঘন ছায়া ছাইয়া—
কি জানি কী হবে আজি এ নিশীথে,
তরাসে প্রাণ ওঠে কাঁপিয়া।

(প্রথম দস্যুর প্রবেশ)

দেশ

প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি রে ক'র্‌বি এখন কী,
ওরে বরা, ক'র্‌বি এখন কী!
বাবা রে, আমি চুপ্ ক'রে এই কচুবনে লুকিয়ে থাকি।
এই মরদের মুরদ-খানা, দেখেও কি রে ভড়্‌কালি না,
বাহবা সাবাস্ তোরে, সাবাস্ রে তোর ভরসা দেখি।

(খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আর এক জন দস্যুর প্রবেশ)

গৌরী

অন্য দস্যু।—ব'ল্‌বো কী আর ব'ল্‌বো খুড়ো—উঁ উঁ—
আমার যা হ'য়েছে, বলি কার কাছে—
একটা বুনো ছাগল তেড়ে এসে মেরেছে ঢুঁ।

প্রথম।—তখন-যে ভারি ছিল জারিজুরি,
এখন কেন ক'র্‌ছো বাপু, উ উ উ—
কোন্‌খানে লেগেছে বাবা, দিই একটু ফুঁ।

(দস্যুগণের প্রবেশ)

শঙ্করা

দস্যুগণ।—সর্দার মশায়, দেরি না সয়,
তোমার আশায় সবাই ব'সে।
শিকারেতে হবে যেতে,
মিহি কোমর বাঁধো ক'সে;
বন-বাদাড় সব ঘেঁটে ঘুঁটে,
আমরা মরি খেটে খুটে,
তুমি কেবল লুটে পুটে
পেট পোরাবে ঠেসে ঠুসে!

প্রথম।—কাজ কি খেয়ে তোফা আছি,
আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি,
শিকার ক'র্‌তে যায় কে ম'র্‌তে,
ঢুসিয়ে দেবে বরা' মোষে।
ঢুঁ খেয়ে তো পেট ভরে না—
সাধের পেট্‌টি যাবে ফেঁসে।

(হাসিতে হাসিতে প্রস্থান ও শিকারের
পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুনঃ প্রবেশ)

বাল্মীকির দ্রুত প্রবেশ

বাহার

বাল্মীকি।—রাখ্‌ রাখ্‌ ফেল্‌ ধনু ছাড়িস্‌নে বাণ;
হরিণ-শাবক দুটি, প্রাণ-ভয়ে ধায় ছুটি'
চাহিতেছে ফিরে ফিরে করুণ নয়ান।

কোনো দোষ করেনি তো সুকুমার কলেবর,
কেমনে কোমল দেহে বিঁধিবি কঠিন শর ;
থাক্ থাক্ ওরে থাক্ এ দারুণ খেলা রাখ্,
আজ হ'তে বিসর্জ্জিনু এ ছার ধনুক বাণ।

[প্রস্থান

(দস্যুগণের প্রবেশ)

নটনারায়ণ

দস্যুগণ।—আর না আর না, এখানে আর না।
আয় রে সকলে চলিয়া যাই।
ধনুক বাণ ফেলেছে রাজা,
এখানে কেমনে থাকিব ভাই,
চল্ চল্ চল্ এখনি যাই।

(বাল্মীকির প্রবেশ)

দস্যুগণ।—তোর দশা, রাজা, ভালো তো নয়।
রক্তপাতে পাস্ রে ভয়,
লাজে মোরা ম'রে যাই।
পাখীটি মারিলে কাঁদিয়া খুন,
না জানি কে তোরে করিল গুণ,
হেন কভু দেখি নাই।

[দস্যুগণের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

হাম্বীর

বাল্মীকি।—জীবনের কিছু হ'লো না হায়—
হ'লো না গো হ'লো না হায়, হায়।
গহনে গহনে কত আর ভ্রমিব, নিরাশার এ আঁধারে ;
শূন্য হৃদয় আর বহিতে-যে পারি না,
পারি না গো পারি না আর।

কী ল'য়ে এখন ধরিব জীবন দিবস রজনী চলিয়া যায়—
দিবস রজনী চলিয়া যায়—
কত কী করিব বলি' কত উঠে বাসনা,
কী করিব জানি না গো।
সহচর ছিল যারা, ত্যেজিয়া গেল তা'রা, ধনুর্ব্বাণ ত্যেজেছি,
কোনো আর নাহি কাজ—
কী করি কী করি বলি' হাহা করি' ভ্রমি গো—
কী করিব জানি না-যে।

(ব্যাধগণের প্রবেশ)

মিশ্র—পূরবী

প্রথম।—দেখ্ দেখ্, দুটো পাখী ব'সেছে গাছে।
দ্বিতীয়।—আয় দেখি চুপি চুপি আয় রে কাছে।
প্রথম।—আরে ঝট্ ক'রে এইবারে ছেড়ে দে রে বাণ।
দ্বিতীয়।—রোস্ রোস্ আগে আমি করি রে সন্ধান।

সিন্ধু—ভৈরবী

বাল্মীকি।—থাম্ থাম্ ; কী করিবি বধি' পাখীটির প্রাণ ;
দুটিতে র'য়েছে সুখে, মনের উল্লাসে গাহিছে গান।
১ম ব্যাধ।—রাখো মিছে ও সব কথা,
কাছে মোদের এসো নাকো হেথা,
চাইনে ও সব শাস্তর কথা, সময় ব'হে যায়-যে।
বাল্মীকি।—শোনো শোনো মিছে রোষ ক'রো না ;
ব্যাধ।—থামো থামো ঠাকুর, এই ছাড়ি বাণ।

(একটি ক্রৌঞ্চকে বধ)

বাল্মীকি।—মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং ॥

বাহার

কী বলিনু আমি !—এ কী সুললিত বাণী রে !

কিছু না জানি কেমনে-যে আমি, প্রকাশিনু দেবভাষা,

এমন কথা কেমনে শিখিনু রে !

পুলকে পূরিল মনপ্রাণ, মধু বরষিল শ্রবণে,

এ কী !—হৃদয়ে এ কী এ দেখি !—

ঘোর অন্ধকার মাঝে, এ কী জ্যোতি ভায়,

অবাক্ !—করুণা এ কার !

(সরস্বতীর আবির্ভাব)

ভূপালী

বাল্মীকি ।—এ কী এ, এ কী এ, স্থির চপলা !

কিরণে কিরণে হ'লো সব দিক্ উজলা ।

কী প্রতিমা দেখি এ,

জোছনা মাখিয়ে,

কে রেখে:ছ আঁকিয়ে,

আ মরি কমল-পুতলা !

[ব্যাধগণের প্রস্থান

(বনদেবীগণের প্রবেশ)

বনদেবী ।—নমি নমি ভারতী, তব কমল-চরণে

পুণ্য হ'লো বনভূমি, ধন্য হ'লো প্রাণ ।

বাল্মীকি ।—পূর্ণ হ'লো বাসনা, দেবী কমলাসনা,

ধন্য হ'লো দস্যুপতি, গলিল পাষাণ ।

বনদেবী ।—কঠিন ধরাভূমি এ, কমলালয়া তুমি-যে,

হৃদয়-কমলে চরণ-কমল করো দান ।

বাল্মীকি ।—তব কমল-পরিমলে, রাখো হৃদি ভরিয়ে,

চির-দিবস করিব তব চরণ-সুধা পান ।

[দেবীগণের অন্তর্দ্ধান

(বাল্মীকি,—কালী-প্রতিমার প্রতি)

রামপ্রসাদী সুর

শ্যামা, এবার ছেড়ে চ'লেছি মা,
পাষাণের মেয়ে পাষাণী, না বুঝে মা ব'লেছি মা।
এত দিন কী ছল ক'রে তুই, পাষাণ ক'রে রেখেছিলি,
(আজ) আপন মায়ের দেখা পেয়ে, নয়ন-জলে গ'লেছি মা!
কালো দেখে ভুলিনে আর, আলো দেখে ভুলেছে মন,
আমায় তুমি ছ'লেছিলে, (এবার) আমি তোমায় ছ'লেছি মা,
মায়ার মায়া কাটিয়ে এবার, মায়ের কোলে চ'লেছি মা।

ষষ্ঠ দৃশ্য

টোড়ী

বাল্মীকি।—কোথা লুকাইলে?
সব আশা নিভিল, দশদিশি অন্ধকার,
সবে গেছে চ'লে ত্যেজিয়ে আমারে,
তুমিও কি তেয়াগিলে?

(লক্ষ্মীর আবির্ভাব)

সিন্ধু

লক্ষ্মী।—কেন গো আপন মনে, ভ্রমিছ বনে বনে, সলিল দু-নয়নে
কিসের দুখে?
কমলা দিতেছি আসি, রতন রাশি রাশি, ফুটুক্ তবে হাসি
মলিন মুখে।
কমলা যারে চায়, বলো সে কী না পায়, দুখের এ ধরায়
থাকে সে সুখে,
ত্যজিয়া কমলাসনে, এসেছি ঘোর বনে, আমারে শুভ-ক্ষণে
হেরো গো চোখে।

টোড়ী

বাল্মীকি।—কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা,
তুমি তো নহো সে-দেবী, কমলাসনা—
কোরো না আমারে ছলনা।
কী এনেছো ধন মান, তাহা-যে চাহে না প্রাণ;
দেবী গো, চাহি না চাহি না, মণিময় ধূলিরাশি চাহি না,
তাহা ল'য়ে সুখী যারা হয় হোক্—হয় হোক্—
আমি দেবী, সে-সুখ চাহি না।
যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এ বনে এসো না এসো না,
এসো না এ দীনজন-কুটীরে।
যে-বীণা শুনেছি কানে, মন প্রাণ আছে ভোর,
আর কিছু চাহি না চাহি না।

[লক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধান, বাল্মীকির প্রস্থান

(বনদেবীগণের প্রবেশ)

ভৈরোঁ

বাণী বীণাপাণি, করুণাময়ী;
অন্ধজনে নয়ন দিয়ে, অন্ধকারে ফেলিলে,
দরশ দিয়ে লুকালে কোথা দেবী অয়ি।
স্বপন-সম মিলাবে যদি, কেন গো দিলে চেতনা,
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে, চির মরম-বেদনা,
তোমারে চাহি' ফিরিছে, হেরো, কাননে কাননে ওই।

[বনদেবীগণের প্রস্থান

(বাল্মীকির প্রবেশ। সরস্বতীর আবির্ভাব)

বাহার

বাল্মীকি।—এই-যে হেরি গো দেবী আমারি ;
সব কবিতাময় জগত চরাচর,
সব শোভাময় নেহারি।
ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনক-রবি উদিছে,
ছন্দে জগ-মণ্ডল চলিছে ;
জলন্ত কবিতা তারকা সবে।
এ কবিতার মাঝারে তুমি কে গো দেবী,
আলোকে আলো আঁধারি' ?
আজি মলয় আকুল, বনে বনে এ কী গীত গাহিছে ?
ফুল কহিছে প্রাণের কাহিনী ;
নব রাগ রাগিণী উছাসিছে,
এ আনন্দে আজ গীত গাহে মোর হৃদয় সব অবারি'।
তুমিই কি দেবী ভারতী, কৃপাগুণে অন্ধ আঁখি ফুটালে,
উষা আনিলে প্রাণের আঁধারে,
প্রকৃতির রাগিণী শিখাইলে।
তুমি ধন্য গো,
রবো চিরকাল চরণ ধরি' তোমারি !
সরস্বতী।—দীন হীন বালিকার সাজে,
এনেছিনু ঘোর বনমাঝে,
গলাতে পাষাণ তোর মন—
কেন বৎস, শোন্, তাহা শোন্।
আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান,
তোর গানে গ'লে যাবে সহস্র পাষাণ-প্রাণ।
যে-রাগিণী শুনে তোর গ'লেছে কঠোর মন,
সে-রাগিণী তোর কণ্ঠে বাজিবে রে অনুক্ষণ।

অধীর হইয়া সিন্ধু কাঁদিবে চরণ-তলে,
চারিদিকে দিক্‌-বধূ আকুল নয়ন-জলে।
মাথার উপরে তোর কাঁদিবে সহস্র তারা,
অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অশ্রুর ধারা।
যে-করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়,
শত-স্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগতময়।
যেথায় হিমাদ্রি আছে, সেথা তোর নাম র'বে,
যেথায় জাহ্নবী বহে, তোর কাব্য-স্রোত ব'বে।
সে-জাহ্নবী বহিবেক অযুত হৃদয় দিয়া
শ্মশান পবিত্র করি' মরুভূমি উর্ব্বরিয়া।
মোর পদ্মাসন-তলে রহিবে আসন তোর,
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর।
বসি' তোর পদতলে কবি বালকেরা যত,
শুনি' তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত।
এই নে আমার বীণা, দিনু তোরে উপহার,
যে-গান গাহিতে সাধ, ধ্বনিবে ইহার তার।

(বাল্মীকি-প্রতিভা সমাপ্ত)

আমার প্রাণের 'পরে চ'লে গেল কে,
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো !
সে-যে ছুঁয়ে গেল নুয়ে গেল রে
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত ॥
সে চ'লে গেল, ব'লে গেল না,
সে কোথায় গেল, ফিরে এলো না,
সে যেতে যেতে চেয়ে গেল,
কী যেন গেয়ে গেল,
তাই আপন মনে ব'সে আছি
কুসুম-বনেতে ॥
সে ঢেউয়ের মতো ভেসে গেছে,
চাঁদের আলোর দেশে গেছে,
যেখান দিয়ে হেসে গেছে,
হাসি তা'র রেখে গেছে রে,
মনে হ'লো আঁখির কোণে,
আমায় যেন ডেকে গেছে সে।
আমি কোথায় যাবো, কোথায় যাবো,
ভাব্‌তেছি তাই একলা ব'সে ॥
সে চাঁদের চোখে বুলিয়ে গেল
ঘুমের ঘোর।
সে প্রাণের কোথা ছুলিয়ে গেল
ফুলের ডোর।
সে কুসুম-বনের উপর দিয়ে
কী কথা-যে ব'লে গেল,

ফুলের গন্ধ পাগল হ'য়ে
সঙ্গে তারি চ'লে গেল।
হৃদয় আমার আকুল হ'লো,
নয়ন আমার মুদে এলো,
কোথা দিয়ে কোথায় গেল সে॥

ওই জানালার কাছে ব'সে আছে
করতলে রাখি' মাথা।
তা'র কোলে ফুল প'ড়ে র'য়েছে
সে-যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা।
শুধু ঝুরু ঝুরু বায়ু ব'হে যায়,
তা'র কানে কানে কী-যে ক'হে যায়,
তাই আধ' শুয়ে আধ' বসিয়ে
সে-যে ভাবিতেছে কত কথা॥
চোখের উপর মেঘ ভেসে যায়,
উড়ে উড়ে যায় পাখী,
সারাদিন ধ'রে বকুলের ফুল
ঝ'রে পড়ে থাকি' থাকি'।
মধুর আলস, মধুর আবেশ,
মধুর মুখের হাসিটি,
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে
বাজিছে মধুর বাঁশিটি॥

হেদে গো নন্দরাণী,
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও।
আমরা রাখাল-বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও ॥
হেরো গো প্রভাত হ'লো, সূর্যি ওঠে,
ফুল ফুটেছে বনে,
আমরা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাবো
আজ ক'রেছি মনে।
ওগো পীত-ধড়া পরিয়ে তা'রে
কোলে নিয়ে আয়।
তা'র হাতে দিয়ো মোহন বেণু,
নূপুর দিয়ো পায় ॥
রোদের বেলায় গাছের তলায়,
নাচ্‌বো মোরা সবাই মিলে।
বাজ্‌বে নূপুর রুণুঝুনু,
বাজ্‌বে বাঁশি মধুর বোলে।
বনফুলে গাঁথ্‌বো মালা
পরিয়ে দিব শ্যামের গলে ॥

বুঝি বেলা ব'য়ে যায়,
কাননে আয়, তোরা আয় ॥
আলোতে ফুল উঠ্‌লো ফুটে, ছায়ায় ঝ'রে প'ড়ে যায় ॥
সাধ ছিল রে পরিয়ে দেবো, মনের মতো মালা গেঁথে,
কই-সে হ'লো মালা গাঁথা, কই-সে এলো হায়।
যমুনায় ঢেউ যাচ্ছে ব'য়ে, বেলা চ'লে যায় ॥

বনে এমন ফুল ফুটেছে,
মান ক'রে থাকা আজ কি সাজে ?
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চলো চলো কুঞ্জ মাঝে ॥
আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু
মুহুর্মুহু,
আজ কাননে ঐ বাঁশি বাজে।
মান ক'রে থাকা আজ কি সাজে ॥
আজ মধুরে মিশাবি মধু,
পরাণ-বঁধু
চাঁদের আলোয় ঐ বিরাজে।
মান ক'রে থাকা আজ কি সাজে ॥

মরি লো মরি,
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে।
ভেবেছিলেম ঘরে রবো কোথাও যাবো না,
ঐ-যে বাহিরে বাজিল বাঁশি বলো কী করি ॥
শুনেছি কোন্ কুঞ্জবনে যমুনা-তীরে,
সাঁঝের বেলা বাজে বাঁশি ধীর সমীরে,
ওগো তোরা জানিস্ যদি পথ ব'লে দে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে ॥
দেখিগে তা'র মুখের হাসি,
তা'রে ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
তা'রে ব'লে আসি, তোমার বাঁশি
আমার প্রাণে বেজেছে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে ॥

যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে।
বিভূতি-ভূষিত শুভ্র-দেহ
নাচিছ দিক্-বসনে॥
মহা আনন্দে পুলক কায়,
গঙ্গা উথলি' উছলি' যায়,
ভালে শিশু-শশী হাসিয়া চায়,
জটাজূট ছায় গগনে॥

মেঘেরা চ'লে চ'লে যায়,
চাঁদেরে ডাকে "আয় আয়"
ঘুমঘোরে বলে চাঁদ, কোথায়—কোথায়!
না জানি কোথা চলিয়াছে,
কী জানি কী-যে সেথা আছে,
আকাশের মাঝে চাঁদ চারিদিকে চায়।
সুদূরে—অতি—অতি দূরে,
বুঝিরে কোন সুরপুরে
তারাগুলি ঘিরে ব'সে বাঁশরি বাজায়।
মেঘেরা তাই হেসে হেসে
আকাশে চলে ভেসে ভেসে,
লুকিয়ে চাঁদের হাসি চুরি ক'রে যায়।

বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই?
বিহরিছে সমীরণ, কুহরিছে পিকগণ,
মথুরার উপবন কুসুমে সাজিল ওই।
বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই॥

বিকচ বকুলফুল দেখে-যে হ'তেছে ভুল,
কোথাকার অলিকুল গুঞ্জরে কোথায়।
এ নহে কি বৃন্দাবন ? কোথা সেই চন্দ্রানন,
ওই কি নূপুর-ধ্বনি বন-পথে শুনা যায় ?
একা আছি বনে বসি', পীত-ধড়া পড়ে খসি',
সোঙরি' সে মুখ-শশী পরাণ মজিল, সই।
বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই॥

একবার রাধে রাধে, ডাক্ বাঁশি মনোসাধে,
আজি এ মধুর চাঁদে মধুর যামিনী ভায়।
কোথা সে বিধুরা বালা, মলিন মালতী-মালা,
হৃদয়ে বিরহ-জ্বালা এ নিশি পোহায়, হায়।
কবি-যে হ'লো আকুল, এ কি রে বিধির ভুল ?
মথুরায় কেন ফুল ফুটেছে আজি লো সই !
বাঁশরি বাজাতে গিয়ে বাঁশরি বাজিল কই॥

কখন্ বসন্ত গেল, এবার হ'লো না গান।
কখন্ বকুল-মূল ছেয়েছিলো ঝরা ফুল,
কখন্ যে ফুল-ফোটা হ'য়ে গেল অবসান।
কখন্ বসন্ত গেল, এবার হ'লো না গান॥

এবার বসন্তে কি রে যূঁথীগুলি জাগেনি রে,
অলিকুল গুঞ্জরিয়া করেনি কি মধুপান।
এবার কি সমীরণ জাগায়নি ফুলবন,
সাড়া দিয়ে গেল না তো, চ'লে গেল ম্রিয়মাণ ;
কখন্ বসন্ত গেল, এবার হ'লো না গান॥

যতগুলি পাখী ছিল গেয়ে বুঝি চ'লে গেল,
সমীরণে মিলে গেল বনের বিলাপ-তান।
ভেঙেছে ফুলের মেলা, চ'লে গেছে হাসি খেলা,
এতক্ষণে সন্ধ্যাবেলা জাগিয়া চাহিল প্রাণ।
কখন্ বসন্ত গেল, এবার হ'লো না গান॥

বসন্তের শেষ রাতে এসেছি-যে শূন্য হাতে,
এবার গাঁথিনি মালা, কী তোমারে করি দান।
কাঁদিছে নীরব বাঁশি, অধরে মিলায় হাসি,
তোমার নয়নে ভাসে ছলছল অভিমান।
এবার বসন্ত গেল, হ'লো না হ'লো না গান॥

ওগো শোনো কে বাজায়।
বন-ফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায়॥
অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি
চুরি করে হাসিখানি,
বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায়।
ওগো শোনো কে বাজায়॥
কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি বাঁশির মাঝে গুঞ্জরে,
বকুলগুলি আকুল হ'য়ে বাঁশির গানে মুঞ্জরে।
যমুনারি কলতান
কানে আসে, কাঁদে প্রাণ,
আকাশে ঐ মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায়।
ওগো শোনো কে বাজায়॥

আমি নিশি-নিশি কত রচিব শয়ন—
আকুল নয়ন রে।
কত নিতি নিতি বনে, করিব যতনে
কুসুম চয়ন রে॥
কত শারদ-যামিনী হইবে বিফল,
বসন্ত যাবে চলিয়া।
কত উদিবে তপন, আশার স্বপন
প্রভাতে যাইবে ছলিয়া॥
এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া,
মরিব কাঁদিয়া রে।
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব
সাধিয়া সাধিয়া রে।
আমি কার পথ চাহি' এ জনম বাহি,
কার দরশন যাচি রে?
যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া,
তাই আমি ব'সে আছি রে॥
তাই মালাটি গাঁথিয়া প'রেছি মাথায়,
নীলবাসে তনু ঢাকিয়া,
তাই বিজন আলয়ে প্রদীপ জ্বালায়ে
একেলা র'য়েছি জাগিয়া।
ওগো তাই কত নিশি চাঁদ উঠে হাসি',
তাই কেঁদে যায় প্রভাতে।
ওগো তাই ফুল-বনে মধু সমীরণে
ফুটে ফুল কত শোভাতে॥
ওই বাঁশি-স্বর তা'র, আসে বারবার,
সে-ই শুধু কেন আসে না।
এই হৃদয়-আসন শূন্য-যে থাকে,
কেঁদে মরে শুধু বাসনা।

মিছে পরশিয়া কায় বায়ু ব'হে যায়
বহে যমুনার লহরী,
কেন কুহু কুহু পিক কুহরিয়া উঠে
যামিনী-যে উঠে শিহরি' ॥
ওগো যদি নিশিশেষে আসে হেসে হেসে
মোর হাসি আর র'বে কি ?
এই জাগরণে ক্ষীণ বদন মলিন
আমারে হেরিয়া ক'বে কী।
আমি সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা
প্রভাতে চরণে ঝরিব,
ওগো আছে সুশীতল যমুনার জল,
দেখে তা'রে আমি মরিব ॥

ওগো এত প্রেম-আশা, প্রাণের তিয়াষা
কেমনে আছে সে পাসরি'।
তবে, সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী,
সেথা কি বাজে না বাঁশরি ॥
সখী, হেথা সমীরণ লুঠে ফুলবন,
সেথা কি পবন বহে না ?
সে-যে তা'র কথা মোরে কহে অনুক্ষণ,
মোর কথা তা'রে কহে না ॥
যদি আমারে আজি সে ভুলিবে সজনী,
আমারে ভুলালে কেন সে।
ওগো এ চির জীবন করিব রোদন,
এই ছিল তা'র মানসে।

যবে কুসুম-শয়নে নয়নে নয়নে
কেটেছিলো সুখ-রাত্তি রে,
তবে কে জানিত তা'র বিরহ আমার
হবে জীবনের সাথী রে ॥
যদি মনে নাহি রাখে, সুখে যদি থাকে
তোরা একবার দেখে আয়,
এই নয়নের তৃষা পরাণের আশা
চরণের তলে রেখে আয়।
আর নিয়ে যা' রাধার বিরহের ভার,
কত আর ঢেকে রাখি বল্।
আর পারিস্ যদি তো আনিস্ হরিয়ে
এক ফোঁটা তা'র আঁখি-জল ॥
না না এত প্রেম সখী, ভুলিতে যে পারে,
তা'রে আর কেহ সেধো না।
আমি কথা নাহি কবো, দুখ ল'য়ে রবো,
মনে মনে সবো বেদনা।
ওগো মিছে, মিছে সখী, মিছে এই প্রেম,
মিছে পরাণের বাসনা।
ওগো সুখ-দিন হায়, যবে চ'লে যায়,
আর ফিরে আর আসে না ॥

হেলাফেলা সারাবেলা এ কী খেলা আপন মনে।
এই বাতাসে ফুলের বাসে মুখখানি কার পড়ে মনে ॥
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি'
কে জানে গো কাহার হাসি,
দুটি ফোঁটা নয়ন-সলিল রেখে যায় এই নয়ন-কোণে।

কোন্ ছায়াতে কোন্ উদাসী
দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয় কার মনের বেদন কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে।
সারা দিন গাঁথি গান,
কারে চাহে গাহে প্রাণ,
তরুতলের ছায়ার মতন ব'সে আছি ফুলবনে ॥

আজি শরত তপনে, প্রভাত স্বপনে,
কী জানি পরাণ কী-যে চায়।
ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে,
বিহগ বিহগী কী-যে গায় ॥
আজি মধুর বাতাসে, হৃদয় উদাসে,
রহে না আবাসে মন হায়;
কোন্ কুসুমের আশে, কোন্ ফুল-বাসে,
সুনীল আকাশে মন ধায় ॥
আজি কে যেন গো নাই, এ প্রভাতে তাই
জীবন বিফল হয় গো;
তাই চারিদিকে চায়, মন কেঁদে গায়,
"এ নহে, এ নহে, নয় গো।"
কোন্ স্বপনের দেশে, আছে এলোকেশে,
কোন্ ছায়াময়ী অমরায়।
আজি কোন্ উপবনে, বিরহ-বেদনে
আমারি কারণে কেঁদে যায় ॥
আমি যদি গাঁথি গান, অথির পরাণ,
সে-গান শুনাবো কারে আর!
আমি যদি গাঁথি মালা ল'য়ে ফুল-ডালা,
কাহারে পরাবো ফুল-হার!

আমি আমার এ প্রাণ, যদি করি দান,
দিব প্রাণ তবে কার পায়!
সদা ভয় হয় মনে, পাছে অযতনে,
মনে মনে কেহ ব্যথা পায়॥

তুমি কোন্ কাননের ফুল,
তুমি কোন্ গগনের তারা।
তোমায় কোথায় দেখেছি
যেন কোন্ স্বপনের পারা॥
কবে তুমি গেয়েছিলে,
আঁখির পানে চেয়েছিলে,
ভুলে গিয়েছি।
শুধু মনের মধ্যে জেগে আছে
ঐ নয়নের তারা॥
তুমি কথা কোয়ো না,
তুমি চেয়ে চ'লে যাও।
এই চাঁদের আলোতে
তুমি হেসে গ'লে যাও।
আমি ঘুমের ঘোরে চাঁদের পানে
চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে,
তোমার আঁখির মতন দুটি তারা
ঢালুক কিরণ-ধারা॥

ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে
আমার ঘরে কেহ নাই-যে।
তা'রে মনে পড়ে যারে চাই-যে॥
তা'র আকুল পরাণ, বিরহের গান,
বাঁশি বুঝি গেল জানায়ে।
আমি আমার কথা তা'রে জানাবো কী ক'রে,
প্রাণ কাঁদে মোর তাই-যে॥
কুসুমের মালা গাঁথা হ'লো না,
ধূলিতে প'ড়ে শুকায় রে,
নিশি হয় ভোর, রজনীর চাঁদ
মলিন মুখ লুকায় রে।
সারা বিভাবরী কার পূজা করি
যৌবন-ডালা সাজায়ে,
বাঁশি-স্বরে হায় প্রাণ নিয়ে যায়,
আমি কেন থাকি হায় রে॥

মায়ার খেলা

প্রথম দৃশ্য—কানন—মায়াকুমারীগণ

পিলু—একতালা

সকলে। (মোরা) জলে স্থলে কত ছলে মায়াজাল গাঁথি।

প্রথমা। (মোরা) স্বপন রচনা করি অলস নয়ন ভরি'।

দ্বিতীয়া। গোপনে হৃদয়ে পশি' কুহক-আসন পাতি।

তৃতীয়া। (মোরা) মদির-তরঙ্গ তুলি বসন্ত-সমীরে।

প্রথমা। দুরাশা জাগায়, প্রাণে প্রাণে, আধ-তানে, ভাঙা গানে,
ভ্রমর গুঞ্জরাকুল বকুলের পাঁতি।

সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।

দ্বিতীয়া। নরনারী-হিয়া মোরা বাঁধি মায়াপাশে।

তৃতীয়া। কত ভুল করে তা'রা, কত কাঁদে হাসে।

প্রথমা। মায়া ক'রে ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে,
আনি মান অভিমান;

দ্বিতীয়া। বিরহী স্বপনে পায় মিলনের সাথী;

সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।

প্রথমা। চল, সখী, চল।
কুহক-স্বপন-খেলা খেলাবে চল।

দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। নবীন হৃদয়ে রচি' নব প্রেম-ছল,
প্রমোদে কাটাবো নব বসন্তের রাতি।

সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৃহ

গমনোন্মুখ অমর। শান্তার প্রবেশ

ইমন কল্যাণ—একতালা

শান্তা। পথহারা তুমি পথিক যেন গো সুখের কাননে,
ওগো যাও, কোথা যাও ?
সুখে ঢল ঢল বিবশ বিভল পাগল নয়নে,
তুমি চাও, কারে চাও ?
কোথা গেছে তব উদাস হৃদয়,
কোথা প'ড়ে আছে ধরণী ?
মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গো
মায়াপুরী পানে ধাও ?
কোন্ মায়াপুরী পানে ধাও ?

মিশ্র বাহার—কাওয়ালি

অমর। জীবনে আজ কি প্রথম এলো বসন্ত ?
নবীন বাসনা-ভরে হৃদয় কেমন করে,
নবীন জীবনে হ'লো জীবন্ত।
সুখ-ভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়,
কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে ;
তাহারে খুঁজিব দিক্-দিগন্ত।

মায়াকুমারীগণের প্রবেশ

কাফি—খেমটা

সকলে। কাছে আছে দেখিতে না পাও।
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও ?

মিশ্র বাহার—কাওয়ালি

অমর। (শান্তার প্রতি) যেমন দখিনে বায়ু ছুটেছে;
কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে।
তেমনি আমিও সখী যাবো,
না জানি কোথায় দেখা পাবো।
কার সুধাস্বর মাঝে, জগতের গীত বাজে,
প্রভাত জাগিছে কার নয়নে!
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত,
তাহারে খুঁজিব দিক্-দিগন্ত।

[প্রস্থান

কাফি—খেমটা

মায়াকুমারীগণ। মনের মতো কারে খুঁজে মরো,
সে কি আছে ভুবনে,
সে তো র'য়েছে মনে।
ওগো, মনের মতো সেই তো হবে,
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও।

মিশ্র কানাড়া—কাওয়ালি

শান্তা। (নেপথ্যে চাহিয়া)
আমার পরাণ যাহা চায়,
তুমি তাই, তুমি তাই গো।
তোমা ছাড়া আর এ জগতে
মোর, কেহ নাই কিছু নাই গো।
তুমি সুখ যদি নাহি পাও,
যাও, সুখের সন্ধানে যাও,
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে,
আর কিছু নাহি চাই গো।
আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন,
তোমাতে করিব বাস,

দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী,
দীর্ঘ বরষ-মাস।
যদি আর কারে ভালোবাসো
যদি আর ফিরে নাহি আসো,
তবে, তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও,
আমি যত দুখ পাই গো।

কাফি—খেম্‌টা

মায়াকুমারীগণ। (নেপথ্যে চাহিয়া)
কাছে আছে দেখিতে না পাও!
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও?
প্রথমা। মনের মতো কারে খুঁজে মরো?
দ্বিতীয়া। সে কি আছে ভুবনে?
সে-যে র'য়েছে মনে।
তৃতীয়া। ওগো মনের মতো সেই তো হবে,
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও।
প্রথমা। তোমার আপনার যে-জন, দেখিলে না তারে?
দ্বিতীয়া। তুমি যাবে কার দ্বারে?
তৃতীয়া। যারে চাবে তা'রে পাবে না,
যে-মন তোমার আছে, যাবে তা-ও।

তৃতীয় দৃশ্য—কানন—প্রমদার সখীগণ

বেহাগ—খেম্‌টা

প্রথমা। সখী, সে গেল কোথায়?
তা'রে ডেকে নিয়ে আয়।
সকলে। দাঁড়াবো ঘিরে তা'রে তরুতলায়।
প্রথমা। আজি এ মধুর সাঁঝে, কাননে ফুলের মাঝে,
হেসে হেসে বেড়াবে সে দেখিব তায়।

দ্বিতীয়া। আকাশে তা'রা ফুটেছে, দখিনে বাতাস ছুটেছে,
পাখীটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে।

প্রথমা। আয় লো আনন্দময়ী, মধুর বসন্ত ল'য়ে,

সকলে। লাবণ্য ফুটাবি লো তরুতলায়।

প্রমদার প্রবেশ

দেশ—কাওয়ালি

প্রমদা। দে লো সখী, দে পরাইয়ে গলে,
সাধের বকুলফুল-হার ;—
আধফুট জুঁইগুলি, যতনে আনিয়া তুলি'
গাঁথি' গাঁথি' সাজায়ে দে মোরে
কবরী ভরিয়ে ফুলভার।
তুলে দে লো চঞ্চল কুন্তল
কপোলে পড়িছে বারেবার।

প্রথমা। আজি এত শোভা কেন? আনন্দে বিবশা যেন;

দ্বিতীয়া। বিম্বাধরে হাসি নাহি ধরে।
লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে।

প্রথমা। সখী, তোরা দেখে যা, দেখে যা,
তরুণ তনু, এত রূপরাশি
বহিতে পারে না বুঝি আর।

মিশ্র ভূপালি—একতাল।

তৃতীয়া। সখী, ব'হে গেল বেলা, শুধু হাসি খেলা,
এ কি আর ভালো লাগে!
আকুল তিয়াষ, প্রেমের পিয়াস,
প্রাণে কেন নাহি জাগে?
কবে আর হবে থাকিতে জীবন
আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন,
মধুর হুতাশে মধুর দহন,
নিতি-নব অনুরাগে।

তরল কোমল নয়নের জল,
নয়নে উঠিবে ভাসি'।
সে বিষাদ-নীরে, নিবে যাবে ধীরে,
প্রখর চপল হাসি।
উদাস নিশ্বাস আকুলি' উঠিবে,
আশা নিরাশায় পরাণ টুটিবে,
মরমের আলো কপোলে ফুটিবে,
সরম-অরুণ-রাগে।

খাম্বাজ—একতালা

প্রমদা। ওলো রেখে দে, সখী, রেখে দে,
মিছে কথা ভালোবাসা ;
সুখের বেদনা, সোহাগ যাতনা,
বুঝিতে পারি না ভাষা।
ফুলের বাঁধন সাধের কাঁদন,
পরাণ সঁপিতে প্রাণের সাধন,
লহো লহো ব'লে পরে আরাধন,
পরের চরণে আশা।
তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া,
বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া
পরের মুখের হাসির লাগিয়া
অশ্রু-সাগরে ভাসা ;
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া
জীবনের সুখ নাশা।

ঝিলফ—ঝাঁপতাল

মায়াকুমারীগণ। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে, কে জানে।
গরব সব হায় কখন্ টুটে যায়,
সলিল ব'হে যায় নয়নে।

কুমারের প্রবেশ

ছায়ানট—ঝাঁপতাল

কুমার। (প্রমদার প্রতি) যেও না, যেও না ফিরে ;
দাঁড়াও, বারেক দাঁড়াও হৃদয়-আসনে।
চঞ্চল সমীর-সম ফিরিছ কেন,
কুসুমে কুসুমে, কাননে কাননে।
তোমায় ধরিতে চাহি, ধরিতে পারিনে,
তুমি গঠিত যেন স্বপনে,—
এসো হে, তোমারে বারেক দেখি ভরিয়ে আঁখি,
ধরিয়ে রাখি যতনে!
প্রাণের মাঝে তোমারে ঢাকিব,
ফুলের পাশে বাঁধিয়ে রাখিব,
তুমি দিবস নিশি রহিবে মিশি'
কোমল প্রেম-শয়নে।

বসন্তবাহার—কাওয়ালি

প্রমদা। কে ডাকে? আমি কভু ফিরে নাহি চাই।
কত ফুল ফুটে উঠে, কত ফুল যায় টুটে',
আমি শুধু ব'হে-চ'লে যাই।
পরশ পুলক-রস-ভরা রেখে যাই, নাহি দিই ধরা।
উড়ে আসে ফুলবাস, লতাপাতা ফেলে শ্বাস,
বনে বনে উঠে হা-হুতাশ,
চকিতে শুনিতে শুধু পাই,
চ'লে যাই।
আমি কভু ফিরে নাহি চাই।

অশোকের প্রবেশ

পিলু—খেমটা

অশোক। এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি,
যারে ভালোবেসেছি।

ফুল-দলে ঢাকি' মন যাবো রাখি' চরণে,
পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাজে,
রেখো রেখো চরণ হৃদি-মাঝে,
না হয় দ'লে যাবে, প্রাণ ব্যথা পাবে,
আমি তো ভেসেছি, অকূলে ভেসেছি।

বেহাগ—খেম্‌টা

প্রমদা। ওকে বল, সখী বল, কেন মিছে করে ছল,
মিছে হাসি কেন, সখী, মিছে আঁখিজল।
জানিনে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সারা,
কে জানে কোথায় সুধা, কোথা হলাহল।

সখীগণ। কাঁদিতে জানে না এরা, কাঁদাইতে জানে কল,
মুখের বচন শুনে মিছে কী হইবে ফল!
প্রেম নিয়ে শুধু খেলা, প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা,
ফিরে যাই এই বেলা, চল, সখী, চল।

[প্রস্থান

ঝিলফ—রূপক

মায়াকুমারীগণ। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।
কে কোথা ধরা পড়ে, কে জানে!
গরব সব হায় কখন টুটে যায়,
সলিল ব'হে যায় নয়নে।
এ সুখ-ধরণীতে, কেবলি চাহো নিতে,
জানো না হবে দিতে আপনা,
সুখের ছায়া ফেলি' কখন্ যাবে চলি'
বরিবে সাধ করি' বেদনা।
কখন্ বাজে বাঁশি, গরব যায় ভাসি'
পরাণ পড়ে আসি' বাঁধনে।

চতুর্থ দৃশ্য

কানন

অমর, কুমার ও অশোক

বেলাবলী—ঢিমে তেতালা

অমর। মিছে ঘুরি এ জগতে কিসের পাকে,
মনের বাসনা যত মনেই থাকে।
বুঝিয়াছি এ নিখিলে, চাহিলে কিছু না মিলে,
এরা, চাহিলে আপন মন গোপনে রাখে।
এত লোক আছে, কেহ কাছে না ডাকে।

জয়জয়ন্তী-ঝাঁপতাল

অশোক। তা'রে দেখাতে পারিনে কেন প্রাণ? (খুলে' গো)
কেন বুঝাতে পারিনে হৃদয়-বেদনা?
কেমনে সে হেসে চ'লে যায়, কোন্ প্রাণে ফিরেও না চায়,
এত সাধ এত প্রেম করে অপমান।
এত ব্যথা-ভরা ভালোবাসা, কেহ দেখে না,
প্রাণে গোপনে রহিল।
এ প্রেম কুসুম যদি হ'তো, প্রাণ হ'তে ছিঁড়ে লইতাম,
তা'র চরণে করিতাম দান;
বুঝি সে তুলে নিত না, শুকাত অনাদরে,
তবু তা'র সংশয় হ'তো অবসান।

ভৈরবী—রূপক

কুমার। সখা, আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি,
পরের মন নিয়ে কী হবে।
আপন মন যদি বুঝিতে নারি,
পরের মন বুঝে কে কবে।
অমর। অবোধ মন ল'য়ে ফিরি ভবে,
বাসনা কাঁদে প্রাণে হাহা-রবে।

এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেলো,
কেন গো নিতে চাও মন তবে ?
স্বপন-সম সব জানিয়ো মনে,
তোমার কেহ নাই এ ত্রিভুবনে ;
যে-জন ফিরিতেছে আপন আশে,
তুমি ফিরিছ কেন তাহার পাশে ?
নয়ন মেলি' শুধু দেখে যাও,
হৃদয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও।

কুমার। তোমারে মুখ তুলে চাহে না যে,
থাক্ সে আপনার গরবে।

মল্লার—রূপক

অশোক। আমি, জেনে শুনে বিষ ক'রেছি পান।
প্রাণের আশা ছেড়ে স'পেছি প্রাণ।
যতই দেখি তা'রে ততই দহি,
আপন মনোজ্বালা নীরবে সহি,
তবু পারিনে দূরে যেতে, মরিতে আসি,
লই গো বুক পেতে অনল-বাণ।
যতই হাসি দিয়ে দহন করে,
ততই বাড়ে তৃষা প্রেমের তরে,
প্রেম-অমৃত-ধারা যতই যাচি,
ততই করে প্রাণে অশনি দান।

কাফি—কাওয়ালি

অমর। ভালোবেসে যদি সুখ নাহি
তবে কেন,
তবে কেন মিছে ভালোবাসা !

অশোক। মন দিয়ে মন পেতে চাহি।

অমর ও কুমার। ওগো কেন,

ওগো কেন মিছে এ দুরাশা ?

অশোক। হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা,

নয়নে সাজায়ে মায়া-মরীচিকা,

শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে।

অমর ও কুমার। ওগো কেন,

ওগো কেন মিছে এ পিপাসা ?

অমর। আপনি যে আছে আপনার কাছে,

নিখিল জগতে কী অভাব আছে !

আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ,

কোকিল-কূজিত কুঞ্জ।

অশোক। বিশ্বচরাচর লুপ্ত হ'য়ে যায়,

এ কী ঘোর প্রেম অন্ধ রাহু প্রায়,

জীবন যৌবন গ্রাসে।

অমর ও কুমার। তবে কেন,

তবে কেন মিছে এ কুয়াশা !

বেহাগড়া—ঝাঁপতাল

মায়াকুমারীগণ। দেখো চেয়ে, দেখো ঐ কে আসিছে ;

চাঁদের আলোতে কার হাসি হাসিছে।

হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে দাও, প্রাণের মাঝারে তুলিয়ে লও,

ফুল-গন্ধ সাথে তা'র সুবাস ভাসিছে।

(প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ)

মিশ্র ঝিঁঝিট—খেম্‌টা

প্রমদা। সুখে আছি, সুখে আছি (সখা, আপন মনে)।

প্রমদা ও সখীগণ। কিছু চেয়ো না, দূরে যেয়ো না,

শুধু চেয়ে দেখো, শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি।

প্রমদা। সখা, নয়নে শুধু জানাবে প্রেম, নীরবে দিবে প্রাণ
রচিয়া ললিত মধুর বাণী আড়ালে গাবে গান।
গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া রেখে যাবে মালাগাছি।
প্রমদা ও সখীগণ। মন চেয়ো না, শুধু চেয়ে থাকো,
শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি।
প্রমদা। মধুর জীবন, মধুর রজনী, মধুর মলয় বায়;
এই মাধুরী-ধারা বহিছে আপনি, কেহ কিছু নাহি চায়।
আমি আপনার মাঝে আপনি হারা, আপন সৌরভে সারা,
যেন আপনার মন, আপনার প্রাণ, আপনারে সঁপিয়াছি।

মূলতান—একতালা

অশোক। ভালোবেসে দুখ সে-ও সুখ, সুখ নাহি আপনাতে।
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, সখা, ভুলিনে ছলনাতে।
কুমার। মন দাও, দাও, দাও, সখী, দাও পরের হাতে।
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলিনে ছলনাতে।
অশোক। সুখের শিশির নিমেষে শুকায়, সুখ চেয়ে দুখ ভালো;
আনো, সজল বিমল প্রেম ছলছল নলিন-নয়ন-পাতে।
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলিনে ছলনাতে।
কুমার। রবির কিরণে ফুটিয়া নলিনী আপনি টুটিয়া যায়,
সুখ পায় তায় সে?
চির-কলিকা জনম, কে করে বহন চির-শিশির রাতে?
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলিনে ছলনাতে।

হাম্বীর—কাওয়ালি

অমর। ওই কে গো হেসে চায়, চায় প্রাণের পানে;
গোপনে হৃদয়-তলে কী জানি কিসের ছলে
আলোক হানে।
এ প্রাণ নূতন ক'রে কে যেন দেখালে মোরে,
বাজিল মরম-বীণা নূতন তানে।

এ পুলক কোথা ছিল, প্রাণ ভরি' বিকশিল,
তৃষা-ভরা তৃষা-হরা এ অমৃত কোথা ছিল।
কোন্ চাঁদ হেসে চাহে, কোন্ পাখী গান গাহে,
কোন্ সমীরণ বহে লতা-বিতানে।

মিশ্র রামকেলি—তাল ফেরতা

প্রমদা। দূরে দাঁড়ায়ে আছে,
কেন আসে না কাছে?
যা, তোরা যা সখী, যা শুধাগে,
ঐ আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে।
সখীগণ। ছি, ওলো ছি, হ'লো কী, ওলো সখী।
প্রথমা। লাজ-বাঁধ কে ভাঙিল, এত দিনে সরম টুটিল।
তৃতীয়া। কেমনে যাবো, কী শুধাবো?
প্রথমা। লাজে মরি, কী মনে করে পাছে।
প্রমদা। যা, তোরা যা সখী, যা শুধাগে।
ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে।

কালাংড়া—খেম্‌টা

মায়াকুমারীগণ। প্রেম-পাশে ধরা প'ড়েছে দু-জনে,
দেখো দেখো সখী চাহিয়া;
দুটি ফুল খ'সে ভেসে গেল ওই,
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া।

মিশ্র সুরট—একতালা

সখীগণ। (অমরের প্রতি) ওগো, দেখি, আঁখি তুলে চাও,
তোমার চোখে কেন ঘুম-ঘোর?
অমর। আমি কী যেন ক'রেছি পান,
কোন্ মদিরা রস-ভোর।
আমার চোখে তাই ঘুমঘোর।

সখীগণ। ছি, ছি, ছি।

অমর। সখী, ক্ষতি কী?

(এ ভবে) কেহ জ্ঞানী অতি, কেহ ভোলা মন,

কেহ সচেতন, কেহ অচেতন,

কাহারো নয়নে হাসির কিরণ,

কাহারো নয়নে লোর;

আমার চোখে শুধু ঘুম-ঘোর।

সখীগণ। সখা, কেন গো অচলপ্রায়

হেথা, দাঁড়ায়ে তরুছায়?

অমর। অবশ হৃদয়ভারে, চরণ

চলিতে নাহি চায়,

তাই দাঁড়ায়ে তরুছায়।

সখীগণ। ছি, ছি, ছি।

অমর। সখী, ক্ষতি কী?

(এ ভবে) কেহ প'ড়ে থাকে, কেহ চ'লে যায়,

কেহ বা আলসে চলিতে না চায়,

কেহ বা আপনি স্বাধীন, কাহারো

চরণে প'ড়েছে ডোর।

কাহারো নয়নে লেগেছে ঘোর।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি

সখীগণ। ওকে বোঝা গেল না—চ'লে আয়, চ'লে আয়।

ও কী কথা-যে বলে সখী, কী চোখে-যে চায়।

চ'লে আয়, চ'লে আয়।

লাজ টুটে শেষে মরি লাজে,

মিছে কাজে,

ধরা দিবে না যে, বলো কে পারে তায়।

আপনি সে জানে তা'র মন কোথায়।

চ'লে আয়, চ'লে আয়। [প্রস্থান

কালাংড়া—খেমটা

মায়াকুমারীগণ। প্রেম-পাশে ধরা প'ড়েছে দু-জনে,
দেখো দেখো সখী চাহিয়া।
দুটি ফুল খ'সে ভেসে গেল ওই,
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া।
চাঁদিনী যামিনী, মধু সমীরণ,
আধ ঘুম-ঘোর, আধ জাগরণ,
চোখোচোখী হ'তে ঘটালে প্রমাদ,
কুহু স্বরে পিক গাহিয়া,
দেখো দেখো সখী চাহিয়া।

পঞ্চম দৃশ্য

কানন

মিশ্র সিন্ধু—একতালা

অমর। দিবস রজনী, আমি যেন কার
আশায় আশায় থাকি ;
(তাই) চমকিত মন, চকিত শ্রবণ,
তৃষিত আকুল আঁখি।
চঞ্চল হ'য়ে ঘুরিয়ে বেড়াই,
সদা মনে হয় যদি দেখা পাই,
"কে আসিছে" ব'লে চমকিয়ে চাই,
কাননে ডাকিলে পাখী।

জাগরণে তা'রে না দেখিতে পাই,
থাকি স্বপনের আশে ;
ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয়,
বাঁধিব স্বপন-পাশে।
এত ভালোবাসি, এত যারে চাই,
মনে হয় না তো সে-যে কাছে নাই,
যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে
তাহারে আনিবে ডাকি'।

প্রমদা, সখীগণ, অশোক ও কুমারের প্রবেশ

বাহার—ফেরতা

কুমার। সখী, সাধ ক'রে যাহা দেবে তাই লইব।
সখীগণ। আহা মরি মরি, সাধের ভিখারী,
তুমি মনে মনে চাহো প্রাণ মন।
কুমার। দাও যদি ফুল, শিরে তুলে রাখিব।
সখীগণ। দেয় যদি কাঁটা !
কুমার। তাও সহিব।
সখীগণ। আহা মরি মরি, সাধের ভিখারী,
তুমি মনে মনে চাহো প্রাণ মন।
কুমার। যদি একবার চাও সখী, মধুর নয়ানে।
ওই আঁখি-সুধা-পানে,
চিরজীবন মাতি' রহিব।
সখীগণ। যদি কঠিন কটাক্ষ মিলে !
কুমার। তাও হৃদয়ে বিঁধায়ে চিরজীবন বহিব।
সখীগণ। আহা মরি মরি, সাধের ভিখারী,
তুমি মনে মনে চাহো প্রাণ মন।

মিশ্র সিন্ধু—একতালা

প্রমদা। আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল,
শুধাইল না কেহ।

সে তো এলো না, যারে সঁপিলাম
এই প্রাণ মন দেহ।
সে কি মোর তরে পথ চাহে,
সে কি বিরহ-গীত গাহে,
যার বাঁশরী-ধ্বনি শুনিয়ে
আমি ত্যজিলাম গেহ!

সিন্ধু—কাওয়ালি

মায়াকুমারীগণ। নিমেষের তরে সরমে বাধিল,
মরমের কথা হ'লো না;
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরম-বেদনা।

পিলু—আড়খেম্‌টা

অশোক। (প্রমদার প্রতি)
ওগো সখী, দেখি দেখি, মন কোথা আছে।
সখীগণ। কত কাতর হৃদয় ঘুরে ঘুরে, হেরো কারে যাচে।
অশোক। কী মধু কী সুধা কী সৌরভ,
কী রূপ রেখেছো লুকায়ে!
সখীগণ। কোন্ প্রভাতে কোন্ রবির আলোকে
দিবে খুলিয়ে কাহার কাছে!
অশোক। সে যদি না আসে এ জীবনে,
এ কাননে পথ না পায়!
সখীগণ। যারা এসেছে তা'রা বসন্ত ফুরালে
নিরাশ প্রাণে ফেরে পাছে।

সরফর্দা—কাওয়ালি

প্রমদা। এ তো খেলা নয়, খেলা নয়;
এ-যে হৃদয়-দহন জ্বালা, সখী,

এ-যে প্রাণভরা ব্যাকুলতা,
গোপন মর্ম্মের ব্যথা,
এ যে, কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ ঢালা'।
কে যেন সতত মোরে
ডাকিয়ে আকুল করে ;
যাই যাই করে প্রাণ, যেতে পারিনে।
যে-কথা বলিতে চাহি,
তা বুঝি বলিতে নাহি,
কোথায় নামায়ে রাখি, সখী, এ প্রেমের ডালা ?
যতনে গাঁথিয়ে শেষে, পরাতে পারিনে মালা।

মিশ্র দেশ—খেম্‌টা

প্রথমা সখী। সে-জন কে, সখী, বোঝা গেছে,
আমাদের সখী যারে মনপ্রাণ স'পেছে।
দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। ও সে কে, কে, কে ?
প্রথমা। ওই যে তরুতলে, বিনোদ মালা গলে,
না জানি কোন্ ছলে ব'সে র'য়েছে।
দ্বিতীয়া। সখী, কী হবে—
ও কি কাছে আসিবে কভু, কথা ক'বে ?
তৃতীয়া। ও কি প্রেম জানে, ও কি বাঁধন মানে ?
ও কী মায়াগুণে মন ল'য়েছে ?
দ্বিতীয়া। বিভল আঁখি তুলে আঁখি পানে চায়,
যেন কী পথ ভুলে এলো কোথায়। (ও গো)
তৃতীয়া। যেন কী গানের স্বরে, শ্রবণ আছে ভ'রে
যেন কোন্ চাঁদের আলোয় মগ্ন হ'য়েছে।

মিশ্র ভৈরবী—একতালা

অমর। ওই মধুর মুখ জাগে মনে,
ভুলিব না এ জীবনে,
কি স্বপনে কি জাগরণে।

তুমি জানো, বা, না জানো,
মনে সদা যেন মধুর বাঁশরি বাজে—
হৃদয়ে সদা আছ ব'লে।
আমি প্রকাশিতে পারিনে,
শুধু চাহি কাতর নয়নে।

মিশ্র ভৈরোঁ—কাওয়ালি

সখীগণ। তা'রে কেমনে ধরিবে সখী, যদি ধরা দিলে ?
প্রথমা। তা'রে কেমনে কাঁদাবে, যদি আপনি কাঁদিলে ?
দ্বিতীয়া। যদি মন পেতে চাও, মন রাখো গোপনে ;
তৃতীয়া। কে তা'রে বাঁধিবে, তুমি আপনায় বাঁধিলে ?
সকলে। কাছে আসিলে তো কেহ কাছে রহে না।
কথা কহিলে তো কেহ কথা কহে না !
প্রথমা। হাতে পেলে ভূমি-তলে ফেলে চ'লে যায়,
দ্বিতীয়া। হাসিয়ে ফিরায় মুখ কাঁদিয়ে সাধিলে।

মিশ্র কানাড়া—ঢিমে তেতালা

অমর। (নিকটে আসিয়া প্রমদার প্রতি)
সকল হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি যারে,
সে কি ফিরাতে পারে, সখী ?
সংসার-বাহিরে থাকি
জানিনে কী ঘটে সংসারে ;
কে জানে, হেথায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায়,
তা'রে পায় কি না পায়, (জানিনে)
ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি গো,
অজানা হৃদয়-দ্বারে ;

তোমার সকলি ভালোবাসি,
ওই রূপরাশি,
ওই খেলা, ওই গান, ওই মধু হাসি।
ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারি
কোথায় তোমার সীমা ভুবন-মাঝারে!

কেদারা—খেম্‌টা

সখীগণ। তুমি কে গো, সখীরে কেন জানাও বাসনা?
দ্বিতীয়া। কে জানিতে চায়, তুমি ভালোবাসো কি ভালোবাসো না?
প্রথমা। হাসে চন্দ্র, হাসে সন্ধ্যা, ফুল্ল কুঞ্জকানন,
হাসে হৃদয়-বসন্তে বিকচ যৌবন
তুমি কেন ফেলো শ্বাস, তুমি কেন হাসো না?
সকলে। এসেছো কি ভেঙে দিতে খেলা,
সখীতে সখীতে এই হৃদয়ের মেলা?
দ্বিতীয়া। আপন দুঃখ আপন ছায়া ল'য়ে যাও।
প্রথমা। জীবনের আনন্দ-পথ, ছেড়ে দাঁড়াও।
তৃতীয়া। দূর হ'তে করো পূজা হৃদয়-কমল-আসনা।

বেহাগ—কাওয়ালি

অমর। তবে সুখে থাকো, সুখে থাকো, আমি য'াই—যাই;
প্রমদা। সখী, ওরে ডাকো, মিছে খেলায় কাজ নাই।
সখীগণ। অধীরা হ'য়ো না, সখী,
আশ মেটালে ফেরে না কেহ,
আশ রাখিলে ফেরে।
অমর। ছিলাম একেলা সেই আপন ভুবনে,
এসেছি এ কোথায়।
হেথাকার পথ জানিনে; ফিরে যাই।
যদি সেই বিরাম ভবন ফিরে পাই।

[প্রস্থান

প্রমদা। সখী, ওরে ডাকো ফিরে ;
মিছে খেলা মিছে হেলা কাজ নাই।
সখীগণ। অধীরা হ'য়ো না সখী,
আশ মেটালে ফেরে না কেহ,
আশ রাখিলে ফেরে।

[প্রস্থান

সিন্ধু—কাওয়ালি

মায়াকুমারীগণ। নিমেষের তরে সরমে বাধিল,
মরমের কথা হ'লো না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরম-বেদনা।
চোখে চোখে সদা রাখিবারে সাধ,
পলক পড়িল, ঘটিল বিষাদ,
মেলিতে নয়ন, মিলালো স্বপন,
এমনি প্রেমের ছলনা।

ষষ্ঠ দৃশ্য

গৃহ

শান্তা। অমরের প্রবেশ

কাফি—কাওয়ালি

অমর। সেই শান্তি-ভবন ভুবন কোথা গেল !
সেই রবি শশী তারা, সেই শোক-শান্ত সন্ধ্যা-সমীরণ,
সেই শোভা, সেই ছায়া, সেই স্বপন !
সেই আপন হৃদয়ে আপন বিরাম কোথা গেল,
গৃহ-হারা হৃদয় লবে কাহার শরণ !

(শান্তার প্রতি) এসেছি ফিরিয়ে, জেনেছি তোমারে,
এনেছি হৃদয় তব পায়—
শীতল স্নেহ-সুধা করো দান ;
দাও প্রেম, দাও শান্তি, দাও নূতন জীবন।

আলাইয়া—আড়খেমটা

মায়াকুমারীগণ। কাছে ছিলে দূরে গেলে, দূর হ'তে এসো কাছে।
ভুবন ভ্রমিলে তুমি, সে এখনো ব'সে আছে।
ছিল না প্রেমের আলো, চিনিতে পারিনি ভালো,
এখন বিরহানলে প্রেমানল জ্বলিয়াছে।

কুকুভ—কাওয়ালি

শান্তা। দেখো, ভুল ক'রে ভালোবেসো না ;
আমি ভালোবাসি ব'লে কাছে এসো না।
তুমি যাহে সুখী হও তাই করো সখা,
আমি সুখী হবো ব'লে যেন হেসো না।
আপন বিরহ ল'য়ে আছি আমি ভালো,
কী হবে চির-আঁধারে নিমেষের আলো !
আশা ছেড়ে ভেসে যাই, যা হবার হবে তাই,
আমার অদৃষ্ট-স্রোতে তুমি ভেঁসো না।

ললিত বসন্ত—কাওয়ালি

অমর। ভুল করেছিনু ভুল ভেঙেছে।
এবার জেগেছি, জেনেছি,
এবার আর ভুল নয়—ভুল নয়।
ফিরেছি মায়ার পিছে পিছে,
জেনেছি স্বপন সব মিছে,

বিঁধেছে বাসনা-কাঁটা প্রাণে,
এ তো ফুল নয়—ফুল নয়।
পাই যদি ভালোবাসা হেলা করিব না,
খেলা করিব না ল'য়ে মন ;
ওই প্রেমময় প্রাণে, লইব আশ্রয় সখী,
অতল সাগর এ সংসার,
এ তো কূল নয়—কূল নয়।

প্রমদার সখীগণের প্রবেশ

মিশ্র দেশ—খেমটা

সখীগণ। (দূর হইতে) অলি বার বার ফিরে যায়,
অলি বার বার ফিরে আসে ;
তবে তো ফুল বিকাশে।
প্রথমা। কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না, মরে লাজে মরে ত্রাসে।
ভুলি' মান অপমান দাও মন প্রাণ, নিশি দিন রহো পাশে।
দ্বিতীয়া। ওগো আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও,
হৃদয়-রতন-আশে।
সকলে। ফিরে এসো, ফিরে এসো, বন-মোদিত ফুলবাসে ;
আজি বিরহ-রজনী, ফুল্ল কুসুম, শিশির-সলিলে ভাসে।

পূরবী—কাওয়ালি

অমর। ঐ, কে আমায় ফিরে ডাকে !
ফিরে যে এসেছে তা'রে কে মনে রাখে !

কানাড়া—ষৎ

মায়াকুমারীগণ। বিদায় ক'রেছো যারে নয়ন-জলে,
এখন ফিরাবে তা'রে কিসের ছলে ?

আজি মধু সমীরণে, নিশীথে কুসুম-বনে,
তা'রে কি পড়েছে মনে বকুল-তলে ?
এখন ফিরাবে আর কিসের ছলে ?

পূরবী—কাওয়ালি

অমর। আমি চ'লে এনু ব'লে কার বাজে ব্যথা ?
কাহার মনের কথা মনেই থাকে ?
আমি শুধু বুঝি সখী, সরল ভাষা,
সরল হৃদয় আর সরল ভালোবাসা ;
তোমাদের কত আছে, কত মন প্রাণ,
আমার হৃদয় নিয়ে ফেলো না বিপাকে।

কানাড়া—যৎ

মায়াকুমারীগণ। সে-দিনও তো মধুনিশি, প্রাণে গিয়েছিলো মিশি',
মুকুলিত দশদিশি কুসুম-দলে .
দুটো সোহাগের বাণী, যদি হ'তো কানাকানি
যদি ঐ মালাখানি পরাতে গলে।
এখন ফিরাবে তা'রে কিসের ছলে ?

ভূপালি—কাওয়ালি

শান্তা। (অমরের প্রতি)
না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে ?
ওগো কে আছে চাহিয়া শূন্য পথ-পানে,
কাহার জীবনে নাহি সুখ, কাহার পরাণ জ্বলে ?
পড়োনি কাহার নয়নের ভাষা,
বোঝোনি কাহার মরমের আশা,
দেখোনি ফিরে,
কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছো দ'লে ?

বেহাগ—আড়াঠেকা

অমর। আমি কারেও বুঝিনে শুধু বুঝেছি তোমারে ;
তোমাতে পেয়েছি আলো সংশয়-আঁধারে।
ফিরিয়াছি এ ভুবন, পাইনি তো কারো মন,
গিয়েছি তোমারি শুধু মনের মাঝারে।
এ সংসারে কে ফিরাবে, কে লইবে ডাকি',
আজিও বুঝিতে নারি, ভয়ে ভয়ে থাকি।
কেবল তোমারে জানি, বুঝেছি তোমার বাণী,
তোমাতে পেয়েছি কূল অকূল পাথারে।

[প্রস্থান

বিভাস—আড়াঠেকা

সখীগণ। প্রভাত হইল নিশি কানন ঘুরে',
বিরহ-বিধুর হিয়া মরিল ঝুরে' ;
ম্লান শশী অস্ত গেল, ম্লান হাসি মিলাইল,
কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ কাতর সুরে।

প্রমদার প্রবেশ

প্রমদা। চল্ সখী, চল্ তবে ঘরেতে ফিরে,
যাক ভেসে ম্লান আঁখি নয়ন-নীরে ;
যাক্ ফেটে শূন্য প্রাণ, হোক আশা অবসান,
হৃদয় যাহারে ডাকে থাক্ সে দূরে।

[প্রস্থান

কানাড়া—খং

মায়াকুমারীগণ। মধু-নিশি পূর্ণিমার, ফিরে আসে বার বার,
সে-জন ফেরে না আর, যে গেছে চ'লে।

ছিল তিথি অনুকূল, শুধু নিমেষের ভুল,
চিরদিন তৃষাকুল পরাণ জ্বলে।
এখন ফিরাবে তা'রে কিসের ছলে?

সপ্তম দৃশ্য

কানন

অমর, শান্তা, অন্যান্য পুরনারী ও পৌরজন

মিশ্র বসন্ত—রূপক

স্ত্রীগণ। এসো এসো বসন্ত, ধরাতলে।
আনো কুহুতান, প্রেমগান,
আনো গন্ধ-মদভরে অলস সমীরণ;
আনো নবযৌবন-হিল্লোল, নব প্রাণ।
প্রফুল্ল নবীন বাসনা ধরাতলে।

পুরুষগণ। এসো থরথর কম্পিত, মর্ম্মর-মুখরিত,
নব-পল্লব-পুলকিত
ফুল-আকুল মালতী-বল্লী-বিতানে,
সুখছায়ে মধুবায়ে, এসো, এসো।
এসো অরুণ-চরণ কমল-বরণ তরুণ উষার কোলে।
এসো জ্যোৎস্না-বিবশ-নিশীথে,
কল-কল্লোল তটিনী-তীরে,
সুখসুপ্ত সরসী-নীরে, এসো, এসো।

স্ত্রীগণ। এসো যৌবন-কাতর হৃদয়ে,
এসো মিলন-সুখালস নয়নে,

এসো মধুর, সরম মাঝারে,
দাও বাহুতে বাহু বাঁধি',
নবীন কুসুম পাশে রচি' দাও নবীন মিলন বাঁধন।

সাহানা—ষৎ

অমর। (শান্তার প্রতি) মধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে
মধুর মলয়-সমীরে মধুর মিলন রটাতে ;
কুহক লেখনী ছুটায়ে, কুসুম তুলিছে ফুটায়ে,
লিখিছে প্রণয়-কাহিনী বিবিধ বরণ-ছটাতে।
পুরাণো প্রাচীন ধরণী, হ'য়েছে শ্যামলবরণী,
যৌবন-স্রোত ছুটিছে কালের শাসন টুটাতে ;
পুরাণো বিরহ হানিছে, নবীন মিলন আনিছে,
নবীন বসন্ত আইল নবীন জীবন ফুটাতে।

মিশ্র মূলতান—কাওয়ালি

স্ত্রীগণ। আজি আঁখি জুড়ালো হেরিয়ে,
মনোমোহন মিলন-মাধুরী যুগল মূরতি।
পুরুষগণ। ফুলগন্ধে আকুল করে, বাজে বাঁশরি উদাস স্বরে,
নিকুঞ্জ প্লাবিত চন্দ্রকরে ;—
স্ত্রীগণ। তারি মাঝে মনোমোহন মিলনমাধুরী যুগল-মূরতি ;
আনো আনো ফুলমালা, দাও দোঁহে বাঁধিয়ে।
পুরুষগণ। হৃদয়ে পশিবে ফুলপাশ, অক্ষয় হবে প্রেম-বন্ধন,
স্ত্রীগণ। চিরদিন হেরিব হে—
মনোমোহন মিলন-মাধুরী যুগল-মূরতি।

প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ

বেহাগ—কাওয়ালি

অমর। এ কি স্বপ্ন, এ কি মায়া,
এ কি প্রমদা, এ কি প্রমদার ছায়া !

শান্তা। (প্রমদার প্রতি) আহা কে গো তুমি মলিন বয়নে,
আধ-নিমীলিত নলিন-নয়নে,
যেন আপনারি হৃদয়-শয়নে
আপনি র'য়েছো লীন।

পুরুষগণ। তোমা-তরে সবে র'য়েছে চাহিয়া,
তোমা লাগি' পিক উঠিছে গাহিয়া,
ভিখারী সমীর কানন বাহিয়া
ফিরিতেছে সারাদিন।

অমর। এ কি স্বপ্ন, এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা, এ কি প্রমদার ছায়া!

শান্তা। যেন শরতের মেঘখানি ভেসে,
চাঁদের সভাতে দাঁড়ায়েছো এসে,
এখনি মিলাবে ম্লান হাসি হেসে,
কাঁদিয়া পড়িবে ঝরি'।

পুরুষগণ। জাগিছে পূর্ণিমা পূর্ণ নীলাম্বরে,
কাননে চামেলি ফুটে থরে থরে,
হাসিটি কখন্ ফুটিবে অধরে
র'য়েছি তিয়াষ ধরি'।

অমর। এ কি স্বপ্ন, এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা, এ কি প্রমদার ছায়া!

মিশ্র—ঝিঁঝিট

সখীগণ। আহা, আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে,
এত বাঁশি বাজে, এত পাখী গায়,
সখীর হৃদয় কুসুম-কোমল—
কার অনাদরে আজি ঝ'রে যায়।

কেন কাছে আসো, কেন মিছে হাসো,
কাছে যে আসিত সে তো আসিতে না চায়।
সুখে আছে যারা, সুখে থাক্ তা'রা,
সুখের বসন্ত সুখে হোক্ সারা,
দুখিনী নারীর নয়নের নীর,
সুখী জনে যেন দেখিতে না পায়।
তা'রা দেখেও দেখে না, তা'রা বুঝেও বুঝে না,
তা'রা ফিরেও না চায়।

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল

শান্তা। আমি তো বুঝেছি সব, যে বোঝে না বোঝে,
গোপনে হৃদয় দুটি কে কাহারে খোঁজে;
আপনি বিরহ গড়ি', আপনি র'য়েছো পড়ি',
বাসনা কাঁদিছে বসি' হৃদয়-সরোজে;
আমি কেন মাঝে থেকে, দু-জনেরে রাখি ঢেকে,
এমন ভ্রমের তলে কেন থাকি ম'জে।

গৌড় সারং—ষৎ

অশোক। (প্রমদার প্রতি) এত দিন বুঝি নাই, বুঝেছি ধীরে,
ভালো যারে বাসো তা'রে আনিব ফিরে'।
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধা, দেখিতে না পায় আঁধা,
নয়ন র'য়েছে ঢাকা নয়ন-নীরে।

সোহিনী—খেম্‌টা

শান্তা ও স্ত্রীগণ। চাঁদ, হাসো, হাসো।
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে।
পুরুষ। কত দুখে কত দূরে, আঁধার সাগর ঘুরে',
সোনার তরণী দুটি তীরে এসেছে।

মিলন দেখিবে ব'লে ফিরে বায়ু কুতুহলে,
চারিধারে ফুলগুলি ঘিরে এসেছে।

সকলে। চাঁদ, হাসো, হাসো।
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে।

ভৈরবী—আড়াঠেকা

প্রমদা। আর কেন, আর কেন,
দলিত কুসুমে বহে বসন্ত সমীরণ।
ফুরায়ে গিয়াছে বেলা, এখন্ এ মিছে খেলা,
নিশান্তে মলিন দীপ কেন জ্বলে অকারণ!

সখীগণ। অশ্রু যবে ফুরায়েছে তখন্ মুছাতে এলে,
অশ্রু-ভরা হাসি-ভরা নবীন নয়ন ফেলে।

প্রমদা। এই লও, এই ধরো, এ মালা তোমরা পরো,
এ খেলা তোমরা খেলো, সুখে থাকো অনুক্ষণ।

মিশ্রখট—ঝাঁপতাল

অমর। এ ভাঙা সুখের মাঝে নয়ন-জলে,
এ মলিন মালা কে লইবে!
ম্লান আলো ম্লান আশা হৃদয়-তলে,
এ চির-বিষাদ কে বহিবে!
সুখনিশি অবসান, গেছে হাসি গেছে গান,
এখন এ ভাঙা প্রাণ লইয়া গলে
নীরব নিরাশা কে সহিবে!

রামকেলি—কাওয়ালি

শান্তা। যদি কেহ নাহি চায় আমি লইব,
তোমার সকল দুখ আমি সহিব।

আমার হৃদয় মন, সব দিব বিসর্জ্জন,
তোমার হৃদয়-ভার আমি বহিব।
ভুল-ভাঙা দিবালোকে, চাহিব তোমার চোখে,
প্রশান্ত সুখের কথা আমি কহিব।

[সকলের প্রস্থান

টোড়ি—ঝাঁপতাল

মায়াকুমারীগণ। দুখের মিলন টুটিবার নয় ;
নাহি আর ভয় নাহি সংশয়।
নয়ন-সলিলে যে-হাসি ফুটে গো,
রয়, তাহা রয়, চিরদিন রয়।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

প্রমদা। কেন এলি রে, ভালোবাসিলি, ভালোবাসা পেলিনে ;
কেন সংসারেতে উঁকি মেরে চ'লে গেলিনে।
সখীগণ। সংসার কঠিন বড়ো কারেও সে ডাকে না,
কারেও সে ধ'রে রাখে না।
যে থাকে সে থাকে, আর যে যায় সে যায়,
কারো তরেঁ ফিরেও না চায়।
প্রমদা। হায় হায়, এ সংসারে যদি না পূরিল
আজন্মের প্রাণের বাসনা,
চ'লে যাও ম্লান মুখে, ধীরে ধীরে ফিরে যাও,
থেকে যেতে কেহ বলিবে না।
তোমার ব্যথা, তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে,
আর তো কেহ অশ্রু ফেলিবে না।

[প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ

মিশ্র বিভাস—একতালা

সকলে। এরা, সুখের লাগি' চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,
প্রথমা। শুধু সুখ চ'লে যায়।
দ্বিতীয়া। এমনি মায়ার ছলনা।
তৃতীয়া। এরা ভুলে যায়, কারে ছেড়ে কারে চায়;
সকলে। তাই কেঁদে কাটে নিশি, তাই দহে প্রাণ,
তাই মান অভিমান,
প্রথমা। তাই এত হায় হায়।
দ্বিতীয়া। প্রেমে সুখ দুখ ভুলে তবে সুখ পায়।
সকলে। সখী, চলো, গেল নিশি, স্বপন ফুরালো,
মিছে আর কেন বলো।
প্রথমা। শশী ঘুমের কুহক নিয়ে গেল অস্তাচল,
সকলে। সখী, চলো।
প্রথমা। প্রেমের কাহিনী গান, হ'য়ে গেল অবসান;
দ্বিতীয়া। এখন্ কেহ হাসে, কেহ ব'সে ফেলে অশ্রুজল।

মায়ার খেলা সমাপ্ত

এমন দিনে তা'রে বলা যায়,
এমন ঘন-ঘোর বরিষায় ;
এমন মেঘস্বরে, বাদল ঝরঝরে,
তপন-হীন ঘন তমসায় ॥

সে-কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জ্জন চারিধার ;
দু-জনে মুখোমুখী, গভীর দুখে দুখী ;
আকাশে জল ঝরে অনিবার ।
জগতে কেহ যেন নাহি আর ॥

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব ;
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব,
আঁধারে মিশে গেছে আর সব ॥

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার,
নামাতে পারি যদি মনোভার ?
শ্রাবণ-বরিষণে, একদা গৃহকোণে,
দু-কথা বলি যদি কাছে তা'র,
তাহাতে আসে যাবে কী বা কার ॥

আছে তো তা'র পরে বারোমাস,
উঠিবে কত কথা কত হাস ।
আসিবে কত লোক কত না দুখ শোক
সে-কথা কোন্‌খানে পাবে নাশ ।
জগৎ চ'লে যাবে বারোমাস ॥

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
যে-কথা এ জীবনে, রহিয়া গেল মনে,
সে-কথা আজি যেন বলা যায়—
এমন ঘন-ঘোর বরিষায়॥

ঐ আঁখি রে।
ফিরে ফিরে চেয়ো না চেয়ো না, ফিরে যাও;
কী আর রেখেছো বাকি রে॥
মরমে কেটেছো সিঁধ, নয়নের কেড়েছো নিদ্,
কী সুখে পরাণ আর রাখি রে॥

যদি আসে তবে কেন যেতে চায়।
দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায়॥
চেয়ে থাকে ফুল, হৃদয় আকুল,
বায়ু বলে এসে, ভেসে যাই।
ধ'রে রাখো, ধ'রে রাখো,
সুখ-পাখী ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায়॥
পথিকের বেশে সুখনিশি এসে,
বলে হেসে হেসে, মিশে যাই।
জেগে থাকো, জেগে থাকো,
বরষের সাধ নিমেষে মিলায়॥

এরা, পরকে আপন করে, আপনারে পর,
বাহিরে বাঁশির রবে ছেড়ে যায় ঘর।
ভালোবাসে সুখেদুখে
ব্যথা সহে হাসি মুখে,
মরণেরে করে চিরজীবন-নির্ভর।

বাজিবে সখী, বাঁশি বাজিবে;
হৃদয়-রাজ হৃদে রাজিবে॥
বচন রাশি রাশি কোথা-যে যাবে ভাসি',
অধরে লাজ-হাসি সাজিবে॥
নয়নে আঁখিজল, করিবে ছলছল,
সুখ-বেদনা মনে বাজিবে।
মরমে মুরছিয়া মিলাতে চা'বে হিয়া
সেই চরণ-যুগ রাজীবে॥

ঐ বুঝি বাঁশি বাজে,
বনমাঝে, কি মনমাঝে॥
বসন্ত-বায় বহিছে কোথায়,
কোথায় ফুটেছে ফুল,
বলো গো সজনী, এ সুখ-রজনী
কোন্‌খানে উদিয়াছে,—
বনমাঝে, কি মনমাঝে॥
যাবো কি যাবো না, মিছে এ ভাবনা,
মিছে মরি লোকলাজে।

কে জানে কোথা সে বিরহ-হুতাশে
ফিরে অভিসার-সাজে,—
বনমাঝে, কি মনমাঝে ॥

যমের হুয়োর খোলা পেয়ে,
ছুটেছে সব ছেলে মেয়ে।
হরিবোল্ হরিবোল্ ॥
রাজ্য জুড়ে মস্ত খেলা,
মরণ-বাঁচন-অবহেলা,
ও ভাই, সবাই মিলে প্রাণটা দিলে,
সুখ আছে কি মরার চেয়ে।
হরিবোল্ হরিবোল্ ॥
বেজেছে ঢোল বেজেছে ঢাক্,
ঘরে ঘরে প'ড়েছে ডাক্,
এখন কাজকর্ম্ম চুলোতে যাক্,
কেজো লোক সব আয় রে ধেয়ে।
হরিবোল্ হরিবোল্ ॥
রাজা প্রজা হবে জড়ো,
থাক্‌বে না আর ছোটো বড়ো,
একই স্রোতের মুখে ভাস্‌বে সুখে,
বৈতরণীর নদী বেয়ে।
হরিবোল্ হরিবোল্ ॥

আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি,
তুমি অবসর মতো বাসিয়ো।
আমি নিশিদিন হেথায় ব'সে আছি,
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো ॥
আমি সারানিশি তোমা লাগিয়া
রবো বিরহ-শয়নে জাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
এসে মুখপানে চেয়ে হাসিয়ো।
তুমি চিরদিন মধু-পবনে,
চির বিকশিত বন-ভবনে,
যেয়ো মনোমতো পথ ধরিয়া
তুমি নিজ সুখ-স্রোতে ভাসিয়ো।
যদি তা'র মাঝে পড়ি আসিয়া,
তবে আমিও চলিব ভাসিয়া,
যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কী,
মোর স্মৃতি মন হ'তে নাশিয়ো ॥

বঁধু, তোমায় ক'রবো রাজা তরুতলে।
বন-ফুলের বিনোদ-মালা দেবো গলে ॥
সিংহাসনে বসাইতে
হৃদয়খানি দেবো পেতে,
অভিষেক ক'রবো তোমায় আঁখিজলে ॥

আমি একলা চ'লেছি এ ভবে,
আমায় পথের সন্ধান কে ক'বে।

ভয় নেই, ভয় নেই,
যাও আপন মনেই,
যেমন   একলা মধুপ ধেয়ে যায়
কেবল ফুলের সৌরভে ॥

উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে।
আমরা নৃত্য করি সঙ্গে।
দশদিক্ আঁধার ক'রে মাতিল দিক্-বসনা,
জলে বহ্নি-শিখা রাঙা-রসনা,
দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে ॥
কালো কেশ উড়িল আকাশে,
রবি সোম লুকালো তরাসে,
রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে,
ত্রিভুবন কাঁপে ভুরুভঙ্গে ॥

ওগো পুরবাসী,
আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী ॥
হেরিতেছি সুখমেলা, ঘরে ঘরে কত খেলা,
শুনিতেছি সারাবেলা সুমধুর বাঁশি ॥
চাহি না অনেক ধন, রবো না অধিকক্ষণ,
যেথা হ'তে আসিয়াছি সেথা যাবো ভাসি'।
তোমরা আনন্দে র'বে, নব নব উৎসবে,
কিছু ম্লান নাহি হবে গৃহভরা হাসি ॥

আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে।
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে
সঙ্গে তোদের নিয়ে যা রে ॥
তোরা কোন্ রূপের হাটে, চ'লেছিস্ ভবের বাটে,
পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে,
তোদের ঐ হাসিখুসি দিবানিশি দেখে মন কেমন করে ॥
আমার এই বাঁধা টুটে নিয়ে যা লুটেপুটে,
প'ড়ে থাক্ মনের বোঝা ঘরের দ্বারে।
যেমন ঐ এক নিমেষে বন্যা এসে ভাসিয়ে নে যায় পারাবারে ॥
এত যে আনাগোনা, কে আছে জানাশোনা,
কে আছে নাম ধ'রে মোর ডাক্‌তে পারে।
যদি সে বারেক এসে দাঁড়ায় হেসে, চিন্‌তে পারি দেখে তা'রে ॥

থাক্‌তে আর তো পার্‌লি নে মা, পার্‌লি কৈ।
কোলের সন্তানেরে ছাড়্‌লি কৈ ॥
দোষী আছি অনেক দোষে, ছিলি ব'সে ক্ষণিক রোষে,
মুখ তো ফিরালি শেষে, অভয় চরণ কাড়্‌লি কৈ ॥

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও,
কুলুকুলুকল নদীর স্রোতের মতো।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি,
মরমে গুমরি' মরিছে কামনা কত।
আপনা-আপনি কানাকানি করো সুখে,
কৌতুক-ছটা উছলিছে চোখে মুখে,
কমল-চরণ পড়িছে ধরণী-মাঝে,
কনক-নূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে ॥

অঙ্গে অঙ্গ বাঁধিছ রঙ্গ-পাশে,
বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত লতা।
ইঙ্গিতরসে ধ্বনিয়া উঠিছে হাসি,
নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা।
আঁখি নত করি' একেলা গাঁথিছ ফুল,
মুকুর লইয়া যতনে বাঁধিছ চুল;
গোপন হৃদয়ে আপনি করিছ খেলা,
কী কথা ভাবিছ, কেমনে কাটিছে বেলা॥

চকিত পলকে অলক উড়িয়া পড়ে,
ঈষৎ হেলিয়া আঁচল মেলিয়া যাও—
নিমেষ ফেলিতে আঁখি না মেলিতে, ত্বরা
নয়নের আড়ে না জানি কাহারে চাও।
যৌবন-রাশি টুটিতে লুটিতে চায়,
বসনে শাসনে বাঁধিয়া রেখেছো তায়।
তবু শতবার শতধা হইয়া ফুটে,
চলিতে ফিরিতে ঝলকি' চলকি' উঠে॥

আমরা মূর্খ কহিতে জানিনে কথা,
কী কথা বলিতে কী কথা বলিয়া ফেলি।
অসময়ে গিয়ে ল'য়ে আপনার মন
পদতলে দিয়ে চেয়ে থাকি আঁখি মেলি'।
তোমরা দেখিয়া চুপি চুপি কথা কও,
সখীতে সখীতে হাসিয়া অধীর হও;
বসন-আঁচল বুকেতে টানিয়া ল'য়ে
হেসে চ'লে যাও আশার অতীত হ'য়ে॥

আমরা বৃহৎ অবোধ ঝড়ের মতো
আপন আবেগে ছুটিয়া চলিয়া আসি।
বিপুল আঁধারে অসীম আকাশ ছেয়ে
টুটিবারে চাহি আপন হৃদয়রাশি।
তোমরা বিজুলি হাসিতে হাসিতে চাও,
আঁধার ছেদিয়া মরম বিঁধিয়া দাও,
গগনের গায়ে আগুনের রেখা আঁকি',
চকিত চরণে চ'লে যাও দিয়ে ফাঁকি॥

অযতনে বিধি গ'ড়েছে মোদের দেহ,
নয়ন অধর দেয়নি ভাষায় ভ'রে,
মোহন মধুর মন্ত্র জানিনে মোরা,
আপনা প্রকাশ করিব কেমন ক'রে?
তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি!
কোনো সুলগনে হবো না কি কাছাকাছি?
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাবে,
আমরা দাঁড়ায়ে রহিব এমনি ভাবে!

খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে,
বনের পাখী ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হ'লো দোঁহে,
কী ছিল বিধাতার মনে!
বনের পাখী বলে, খাঁচার পাখী ভাই,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।

খাঁচার পাখী বলে, বনের পাখী, আয়
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।
বনের পাখী বলে—না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।
খাঁচার পাখী বলে—হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব॥

বনের পাখী গাহে বাহিরে বসি' বসি',
বনের গান ছিল যত।
খাঁচার পাখী পড়ে শিখানো বুলি তা'র,
দোঁহার ভাষা দুই মতো।
বনের পাখী বলে, খাঁচার পাখী ভাই,
বনের গান গাও দিখি।
খাঁচার পাখী বলে, বনের পাখী ভাই,
খাঁচার গান লহো শিখি'।
বনের পাখী বলে—না,
আমি শিখানো গান নাহি চাই,
খাঁচার পাখী বলে—হায়,
আমি কেমনে বন-গান গাই॥

বনের পাখী বলে, আকাশ ঘন নীল
কোথাও বাধা নাহি তা'র।
খাঁচার পাখী বলে, খাঁচাটি পরিপাটি
কেমন ঢাকা চারিধার।
বনের পাখী বলে—আপনা ছাড়ি' দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।
খাঁচার পাখী বলে, নিরালা সুখকোণে
বাঁধিয়া রাখো আপনারে।

বনের পাখী বলে—না,
সেথা কোথায় উড়িবারে পাই ।
খাঁচার পাখী বলে—হায়,
মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই ॥

এমনি দুই পাখী দোঁহারে ভালোবাসে
তবুও কাছে নাহি পায় ।
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে, পরশে মুখে মুখে,
নীরবে চোখে চোখে চায় ।
দু-জনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে,
বুঝাতে নারে আপনায় ।
দু-জনে একা একা ঝাপটি' মরে পাখা,
কাতরে কহে, কাছে আয় ।
বনের পাখী বলে—না,
কবে খাঁচায় রুধি' দিবে দ্বার ।
খাঁচার পাখী বলে—হায়,
মোর শকতি নাহি উড়িবার ॥

আমার পরাণ ল'য়ে কী খেলা খেলাবে, ওগো
পরাণ-প্রিয় ।
কোথা হ'তে ভেসে কূলে
লেগেছে চরণ-মূলে
তুলে দেখিয়ো ॥

এ নহে গো তৃণদল,
ভেসে-আসা ফুল ফল,
এ যে ব্যথা-ভরা মন,
মনে রাখিয়ো ॥
কেন আসে, কেন যায় কেহ না জানে।
কে আসে কাহার পাশে কিসের টানে।
রাখো যদি ভালোবেসে
চিরপ্রাণ পাইবে সে,
ফেলে যদি যাও তবে
বাঁচিবে কি ও ?
আমার পরাণ ল'য়ে কী খেলা খেলাবে, ওগো।
পরাণ-প্রিয় ॥

বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে
আমার নিভৃত নব জীবন-'পরে ॥
প্রভাত-কমলসম
ফুটিল হৃদয় মম
কার দুটি নিরুপম চরণ-তরে ॥
জেগে উঠে সব শোভা, সব মাধুরী,
পলকে পলকে হিয়া পুলকে পূরি'।
কোথা হ'তে সমীরণ
আনে নব জাগরণ,
পরাণের আবরণ মোচন করে।
বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে ॥

লাগে বুকে সুখে দুখে কত-যে ব্যথা,
কেমনে বুঝায়ে কবো না জানি কথা।
আমার বাসনা আজি
ত্রিভুবনে উঠে বাজি',
কাঁপে নদী বনরাজি বেদনা-ভরে।
বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে॥

বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি' তোমারে।
কোথা হ'তে এলে তুমি হৃদি-মাঝারে॥
ওই মুখ ওই হাসি
কেন এত ভালোবাসি,
কেন গো নীরবে ভাসি অশ্রুধারে॥
তোমারে হেরিয়া যেন জাগে স্মরণে,
তুমি চির-পুরাতন চিরজীবনে।
তুমি না দাঁড়ালে আসি'
হৃদয়ে বাজে না বাঁশি,
যত আলো যত হাসি ডুবে আঁধারে॥

সুন্দর হৃদি-রঞ্জন তুমি, নন্দন-ফুলহার।
তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার॥
নীল অম্বর চুম্বন-নত,
চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত,
অঞ্চল ঘেরি' সঙ্গীত যত
গুঞ্জরে শতবার॥

ঝলকিছে কত ইন্দু কিরণ পুলকিছে ফুল-গন্ধ।
চরণ-ভঙ্গে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ।
ছিঁড়ি' মর্ম্মের শত বন্ধন,
তোমা-পানে ধায় যত ক্রন্দন,
লহো হৃদয়ের ফুল চন্দন
বন্দন-উপহার॥

কথা তা'রে ছিল বলিতে।
চোখে চোখে দেখা হ'লো পথ চলিতে॥
ব'সে ব'সে দিবারাতি,
বিজনে সে-কথা গাঁথি,
কত-যে পূরবী রাগে,
কত ললিতে॥
সে-কথা ফুটিয়া উঠে
কুসুম-বনে,
সে-কথা ব্যাপিয়া যায়
নীল গগনে ;
সে-কথা লইয়া খেলি,
হৃদয়ে বাহিরে মেলি,
মনে মনে গাহি, কার
মন ছলিতে।
কথা তা'রে ছিল বলিতে॥

আমারে করো তোমার বীণা, লহো গো লহো তুলে'।
উঠিবে বাজি' তন্ত্রী-রাজি মোহন অঙ্গুলে॥

কোমল তব কমল-করে
পরশ করো পরাণ-'পরে,
উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া তব শ্রবণ-মূলে ॥
কখনো সুখে কখনো দুখে
কাঁদিবে চাহি' তোমার মুখে,
চরণে পড়ি' র'বে নীরবে, রহিবে যবে ভুলে' ।
কেহ না জানে কী নব তানে
উঠিবে গীত শূন্যপানে,
আনন্দের বারতা যাবে অনন্তের কূলে ॥

কে দিল আবার আঘাত আমার
দুয়ারে !
এ নিশীথকালে, কে আসি' দাঁড়ালে,
খুঁজিতে আসিলে কাহারে ।
বহুকাল হ'লো বসন্ত দিন,
এসেছিলো এক অতিথি নবীন,
আকুল জীবন করিল মগন
অকূল পুলক-পাথারে ।
আজি এ বরষা নিবিড় তিমির,
ঝর ঝর জল, জীর্ণ কুটীর,
বাদলের বায়ে, প্রদীপ নিবায়ে,
জেগে ব'সে আছি একা রে ।
অতিথি অজানা, তব গীত-সুর
লাগিতেছে কানে ভীষণ মধুর,
ভাবিতেছি মনে যাবো তব সনে
অচেনা অসীম আঁধারে ॥

এসো গো নূতন জীবন।
এসো গো কঠোর নিঠুর নীরব
এসো গো ভীষণ শোভন॥
এসো অপ্রিয় বিরস তিক্ত,
এসো গো অশ্রু সলিল সিক্ত,
এসো গো ভূষণবিহীন, রিক্ত,
এসো গো চিত্ত-পাবন॥
থাক্ বীণা বেণু, মালতী-মালিকা,
পূর্ণিমা নিশি, মায়া-কুহেলিকা,
এসো গো প্রখর হোমানল-শিখা,
হৃদয় শোণিত-প্রাশন।
এসো গো পরম দুঃখনিলয়,
আশা অঙ্কুর করহ বিলয়,
এসো সংগ্রাম, এসো মহা-জয়,
এসো গো মরণ-সাধন॥

পুষ্প-বনে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে।
পরাণে বসন্ত এলো কার্ মন্তরে॥
মঞ্জরিল শুষ্ক শাখী, কুহরিল মৌন পাখী,
বহিল আনন্দ-ধারা মরু প্রান্তরে॥
দুখেরে করি না ডর, বিরহে বেঁধেছি ঘর,
মনঃকুঞ্জে মধুকর তবু গুঞ্জরে।
হৃদয়ে সুখের বাসা, মরমে অমর আশা,
চিরবন্দী ভালোবাসা প্রাণ-পিঞ্জরে॥

ওঠো রে মলিন-মুখ, চলো এইবার !
এসো রে তৃষিত বুক, রাখো হাহাকার ॥
হেরো ওই গেল বেলা,
ভাঙিল ভাঙিল মেলা,
গেল সবে ছাড়ি' খেলা ঘরে যে যাহার ॥
হে ভিখারী, কারে তুমি শুনাইছ সুর।
রজনী আঁধার হ'লো, পথ অতি দূর।
ক্ষুধিত তৃষিত প্রাণে,
আর কাজ নাহি গানে
এখন বেসুর তানে বাজিছে সেতার।
ওঠো রে মলিন-মুখ, চলো এইবার ॥

আজি, কোন্ ধন হ'তে বিশ্বে আমারে
কোন্ জনে করে বঞ্চিত,—
তব চরণ-কমল-রতন-রেণুকা
অন্তরে আছে সঞ্চিত।
কত নিঠুর কঠোর দরশে ঘরষে
মর্ম্ম মাঝারে শল্য বরষে,
তবু প্রাণ মন পীযূষ পরশে
পলে পলে পুলকাঞ্চিত।
আজি কিসের পিপাসা মিটিল না, ওগো
পরম পরাণ-বল্লভ !
চিতে চিরসুধা করে সঞ্চার, তব
সকরুণ কর-পল্লব।
হেথা কত দিনে রাতে অপমান-ঘাতে
আছি নতশির গঞ্জিত।

তবু চিত্ত-ললাট তোমারি স্ব-করে
র'য়েছে তিলক-রঞ্জিত।
হেথা কে আমার কানে কঠিন বচনে
বাজায় বিরোধ ঝঞ্ঝনা।
প্রাণে দিবস রজনী উঠিতেছে ধ্বনি
তোমারি বীণার গুঞ্জনা।
নাথ, যার যাহা আছে তা'র তাই থাক্,
আমি থাকি চিরলাঞ্ছিত,—
শুধু তুমি এ জীবনে নয়নে নয়নে
থাকো থাকো চিরবাঞ্ছিত॥

বড়ো বেদনার মতো বেজেছো তুমি হে আমার প্রাণে,
মন-যে কেমন করে মনে মনে তাহা মনই জানে॥
তোমারে হৃদয়ে ক'রে আছি নিশিদিন ধ'রে,
চেয়ে থাকি আঁখি ভ'রে মুখের পানে॥
বড়ো আশা বড়ো তৃষা বড়ো আকিঞ্চন, তোমারি লাগি'।
বড়ো সুখে বড়ো দুখে বড়ো অনুরাগে র'য়েছি জাগি'।
এ জন্মের মতো আর, হ'য়ে গেছে যা হবার,
ভেসে গেছে মন প্রাণ মরণ-টানে॥

হৃদয়ের এ-কূল ও-কূল দু কূল ভেসে যায়, হায় সজনী,
উথলে নয়ন-বারি।
যে-দিকে চেয়ে দেখি ওগো সখী,
কিছু আর চিনিতে না পারি॥

পরাণে পড়িয়াছে টান,
ভরা নদীতে আসে বান,
আজিকে কী ঘোর তুফান সজনী গো,
বাঁধ আর বাঁধিতে নারি ॥
কেন এমন হ'লো গো, আমার এই নব যৌবনে।
সহসা কী বহিল কোথাকার কোন্ পবনে।
হৃদয় আপনি উদাস, মরমে কিসের হুতাশ,
জানি না কী বাসনা কী বেদনা গো,
আপনা কেমনে নিবারি ॥

এসো এসো ফিরে এসো, বঁধু হে ফিরে এসো।
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত,
নাথ হে, ফিরে এসো ॥
ওহে নিষ্ঠুর, ফিরে এসো,
আমার করুণ-কোমল এসো,
আমার সজল-জলদ-স্নিগ্ধকান্ত সুন্দর ফিরে এসো ॥
আমার নিতি-সুখ ফিরে এসো,
আমার চির-দুখ ফিরে এসো,
আমার সব সুখদুখ-মন্থন-ধন অন্তরে ফিরে এসো ॥
আমার চিরবাঞ্ছিত এসো,
আমার চিতসঞ্চিত এসো,
ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন, ভুজ-বন্ধনে ফিরে এসো ॥
আমার বক্ষে ফিরিয়া এসো,
আমার চক্ষে ফিরিয়া এসো,
আমার শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এসো ॥

আমার মুখের হাসিতে এসো,
আমার চোখের সলিলে এসো,
আমার আদরে, আমার ছলনে, আমার অভিমানে ফিরে এসো ॥
আমার সকল স্মরণে এসো,
আমার সকল ভরমে এসো,
আমাব ধরম করম সোহাগ সরম জনম মরণে এসো ॥

আমার মন মানে না—দিন রজনী।
আমি কী কথা স্মরিয়া এ তনু ভরিয়া
পুলক রাখিতে নারি।
ওগো কী ভাবিয়া মনে এ দুটি নয়নে
উথলে নয়ন-বারি—
ওগো সজনী।
সে সুধা-বচন, সে সুখ-পরশ,
অঙ্গে বাজিছে বাঁশী।
(তাই) শুনিয়া শুনিয়া আপনার মনে
হৃদয় হয় উদাসী,—
কেন না জানি ॥
ওগো বাতাসে কী কথা ভেসে চ'লে আসে,
আকাশে কী মুখ জাগে।
ওগো বন-মর্ম্মরে নদী-নির্ঝরে
কী মধুর সুর লাগে।
ফুলের গন্ধ বন্ধুর মতো
জড়ায়ে ধরিছে গলে,
(আমি) এ কথা এ ব্যথা সুখ-ব্যাকুলতা
কাহার চরণ-তলে
দিব নিছনি ॥

ঝরঝর বরিষে বারিধারা।
হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা॥
ফিরে বায়ু হাহাস্বরে, ডাকে কারে
জনহীন অসীম প্রান্তরে,
রজনী আঁধারা॥
অধীরা যমুনা তরঙ্গ-আকুলা অকূলা রে, তিমির-দুকূলা রে।
নিবিড় নীরদ গগনে গরগর গরজে সঘনে,
চঞ্চল চপলা চমকে নাহি শশী-তারা॥

ওহে নবীন অতিথি,
তুমি নূতন কি তুমি চিরন্তন।
যুগে যুগে কোথা তুমি ছিলে সঙ্গোপন॥
যতনে কত কী আনি'
বেঁধেছিনু গৃহখানি,
হেথা কে তোমারে বলো ক'রেছিলো নিমন্ত্রণ॥
কত আশা ভালোবাসা গভীর হৃদয়তলে
ঢেকে রেখেছিনু বুকে, কত হাসি অশ্রুজলে।
একটি না কহি' বাণী
তুমি এলে মহারাণী,
কেমনে গোপনে মনে করিলে হে পদার্পণ॥

ওলো সই, ওলো সই,
আমার ইচ্ছা করে তোদের মতো মনের কথা কই॥
ছড়িয়ে দিয়ে পা দু-খানি, কোণে ব'সে কানাকানি,
কভু হেসে, কভু কেঁদে, চেয়ে ব'সে রই॥

ওলো সই, ওলো সই,
তোদের আছে মনের কথা, আমার আছে কই!
আমি কী বলিব—কার কথা, কোন্ সুখ কোন্ ব্যথা,
নাই কথা, তবু সাধ শত কথা কই॥
ওলো সই, ওলো সই,
তোদের এত কী বলিবার আছে, ভেবে অবাক্ হই!
আমি একা বসি সন্ধ্যা হ'লে, আপনি ভাসি নয়ন-জলে,
কারণ কেহ শুধাইলে নীরব হ'য়ে রই॥

মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
হৃদয়-কমল-বনমাঝে॥
নিভৃতবাসিনী বীণাপাণি,
অমৃতমূরতিমতী বাণী,
হিরণ-কিরণ ছবিখানি
পরাণের কোথা সে বিরাজে।
মধু ঋতু জাগে দিবানিশি,
পিক-কুহরিত দিশি দিশি॥
মানস-মধুপ পদতলে
মূরছি' পড়িছে পরিমলে।
এসো দেবী, এসো এ আলোকে,
একবার হেরি তোরে চোখে,
গোপনে থেকো না মনোলোকে,
ছায়াময় মায়াময় সাজে॥

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে।
শূন্য ঘাটে একা আমি, পার ক'রে লও খেয়ার নেয়ে ॥
ভেঙে এলেম খেলার বাঁশী
চুকিয়ে এলেম কান্না হাসি,
সন্ধ্যাবায়ে শ্রান্তকায়ে ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে ॥
ও-পারেতে ঘরে ঘরে সন্ধ্যা-দীপ জ্বলিল রে,
আরতির শঙ্খ বাজে সুদূর মন্দির-'পরে।
এসো এসো শ্রান্তি-হরা,
এসো শান্তি সুপ্তি-ভরা,
এসো এসো তুমি এসো, এসো তোমার তরী বেয়ে ॥

বিশ্ব-বীণারবে বিশ্বজন মোহিছে।
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদী নদে গিরিগুহা পারাবারে,
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত মধুরিমা,
নিত্য নৃত্যরস ভঙ্গিমা।—
নব বসন্তে, নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি মঞ্জুল, শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে,
শুনি রে শুনি মর্ম্মর পল্লবৈ-পুঞ্জে,
পিক-কূজন পুষ্পবনে বিজনে,
মৃদু বায়ু-হিল্লোল-বিলোল বিভোল বিশাল সরোবর মাঝে,
কলগীত সুললিত বাজে।
শ্যামল-কান্তার-'পরে অনিল সঞ্চারে ধীরে,
নদীতীরে শরবনে উঠে ধ্বনি সরসর মরমর,
কত দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,
ঝর ঝর রসধারা।
আষাঢ়ে নব আনন্দ, উৎসব নব ॥

অতি গম্ভীর, নীল অম্বরে ডম্বরু বাজে,
যেন রে প্রলয়ঙ্করী শঙ্করী নাচে।
করে গর্জ্জন নির্ঝরিণী সঘনে,
হেরো ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল নিরাল পিয়াল তমাল-বিতানে
উঠে রব ভৈরব তানে।
পবন মল্লার গীত গাহিছে আঁধার রাতে ;
উন্মাদিনী সৌদামিনী রঙ্গভরে নৃত্য করে অম্বর-তলে।
দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,
ঝর ঝর রসধারা॥
আশ্বিনে নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি নির্ম্মল, অতি নির্ম্মল উজ্জ্বল সাজে,
ভুবনে নব শারদ-লক্ষ্মী বিরাজে।
নব ইন্দুলেখা অলকে ঝলকে ;
অতি নির্ম্মল হাস-বিভাস-বিকাশ আকাশ নীলাম্বুজ মাঝে ;
শ্বেত ভুজে শ্বেত বীণা বাজে।
উঠিছে আলাপ মৃদু মধুর বেহাগ তানে,
চন্দ্র-করে উল্লসিত ফুল্লবনে ঝিল্লীরবে তন্দ্রা আনে রে,
দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,
ঝর ঝর রসধারা॥

আহা জাগি' পোহালো বিভাবরী।
ক্লান্ত নয়ন তব সুন্দরী॥
ম্লান প্রদীপ উষানিল চঞ্চল,
পাণ্ডুর শশধর গত অস্তাচল,
মুছ আঁখিজল, চলো সখী, চলো,
অঙ্গে নীলাঞ্চল সম্বরি'॥

শরত-প্রভাত নিরাময় নির্ম্মল,
শান্ত সমীরে কোমল পরিমল,
নির্জ্জন বন-তল শিশির-সুশীতল,
পুলকাকুল তরু-বল্লরী।
বিরহ-শয়নে ফেলি' মলিন মালিকা,
এসো নব ভুবনে এসো গো বালিকা,
গাঁথি' লহো অঞ্চলে নব শেফালিকা,
অলকে নবীন ফুল-মঞ্জরী॥

তোমার গোপন কথাটি সখী, রেখো না মনে।
শুধু আমায়, ব'লো আমায় গোপনে॥
ওগো ধীর মধুরহাসিনী, ব'লো ধীর মধুর ভাষে,
আমি কানে না শুনিব গো, শুনিব প্রাণের শ্রবণে॥
যবে গভীর যামিনী, যবে নীরব মেদিনী,
যবে সুপ্তি-মগন বিহগ-নীড় কুসুম কাননে,
ব'লো অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে, ব'লো কম্পিত স্মিত হাসে,
ব'লো মধুর-বেদন-বিধুর হৃদয়ে সরম-নমিত নয়নে॥

চিত্ত পিপাসিত রে,
গীত-সুধার তরে।
তাপিত শুষ্কলতা
বর্ষণ যাচে যথা,
কাতর অন্তর মোর
লুণ্ঠিত ধূলি-'পরে,
গীত-সুধার তরে॥

আজি বসন্ত নিশা,
আজি অনন্ত তৃষা,
আজি এ জাগ্রত প্রাণ
তৃষিত চকোর সমান
গীত সুধার তরে ॥
চন্দ্র অতন্দ্র নভে
জাগিছে সুপ্ত ভবে,
অন্তর বাহির আজি
কাঁদে উদাস স্বরে
গীত-সুধার তরে ॥

আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী।
তুমি থাকো সিন্ধু-পারে ওগো বিদেশিনী ॥
তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে,
তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে,
তোমায় দেখেছি হৃদি-মাঝারে ওগো বিদেশিনী ॥
আমি আকাশে পাতিয়া কান,
শুনেছি শুনেছি তোমারি গান,
আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ ওগো বিদেশিনী।
ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
আমি এসেছি নূতন দেশে,
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ওগো বিদেশিনী ॥

আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল।
ভবের পদ্মপত্রে জল
সদা ক'র্‌ছি টলমল।
মোদের আসা যাওয়া শূন্য হাওয়া,
নাইকো ফলাফল॥
নাহি জানি করণ কারণ,
নাহি জানি ধরণ ধারণ,
নাহি মানি শাসন বারণ গো,—
আমরা, আপন রোখে মনের ঝোঁকে
ছিঁড়েছি শিকল॥

লক্ষ্মী, তোমার বাহনগুলি
ধনে পুত্রে উঠুন ফুলি'
লুঠুন্‌ তোমার চরণ-ধূলি গো,
আমরা স্কন্ধে ল'য়ে কাঁথা ঝুলি
ফির্‌বো ধরাতল॥
তোমার বন্দরেতে বাঁধা ঘাটে,
বোঝাই-করা সোনার পাটে,
অনেক রত্ন অনেক হাটে গো,
আমরা নোঙর-ছেঁড়া ভাঙা তরী
ভেসেছি কেবল॥

আমরা এবার খুঁজে দেখি
অকূলেতে কূল মেলে কি,
দ্বীপ আছে কি ভব-সাগরে।
যদি সুখ না জোটে দেখ্‌বো ডুবে
কোথায় রসাতল॥

আমরা জুটে' সারাবেলা,
ক'র্‌বো হতভাগার মেলা,
গাবো গান খেল্‌বো খেলা গো।
কণ্ঠে যদি গান না আসে,
ক'র্‌বো কোলাহল ॥

ওগো। ভাগ্যদেবী পিতামহী, মিট্‌লো আমার আশ,
এবার তবে আজ্ঞা করো, বিদায় হবে দাস ॥
জীবনের এই বাসর রাতি
পোহায় বুঝি নেবে বাতি,
বধূর দেখা নাইকো, শুধু প্রচুর পরিহাস ॥
এখন থেমে গেল বাঁশী
শুকিয়ে এলো পুষ্পরাশি,
উঠ্‌লো তোমার অট্টহাসি কাঁপায়ে আকাশ।
ছিলেন যাঁরা আমায় ঘিরে
গেছেন যে-যার ঘরে ফিরে,
আছ বৃদ্ধা ঠাকুরাণী মুখে টানি' বাস ॥

এ কী আকুলতা ভুবনে,
এ কী চঞ্চলতা পবনে।
এ কী মধুর মদির-রস রাশি,
আজি শূন্য-তলে চলে ভাসি',
ঝরে চন্দ্র-করে এ কী হাসি,
ফুল-গন্ধ লুটে গগনে ॥

এ কী প্রাণভরা অনুরাগে,
আজি বিশ্ব-জগত জন জাগে,
আজি নিখিল নীল গগনে সুখ-পরশ কোথা হ'তে লাগে।
সুখে শিহরে সকল বনরাজি,
উঠে মোহন বাঁশরী বাজি',
হেরো, পূর্ণ-বিকশিত আজি
মম অন্তর সুন্দর স্বপনে॥

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম।
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা-নিশীথিনী সম॥
মম জীবন যৌবন,
মম অখিল ভুবন,
তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথিনী সম॥
জাগিবে একাকী
তব করুণ আঁখি,
তব অঞ্চল-ছায়া মোরে রহিবে ঢাকি'।
মম দুঃখ বেদন,
মম সফল স্বপন,
তুমি ভরিবে সৌরভে নিশীথিনী সম॥

সে আসে ধীরে
যায় লাজে ফিরে।
রিনিকি রিনিকি রিনিঝিনি মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জীরে,
রিনিঝিনি ঝিল্লীরে॥

বিকচ নীপ কুঞ্জে
নিবিড় তিমির-পুঞ্জে,
কুন্তল-ফুল-গন্ধ আসে অন্তর-মন্দিরে,
উন্মদ সমীরে ॥
শঙ্কিত চিত কম্পিত অতি
অঞ্চল উড়ে চঞ্চল।
পুষ্পিত তৃণবীথি,
ঝঙ্কৃত বনগীতি,
কোমল-পদপল্লবতল-চুম্বিত ধরণীরে,
নিকুঞ্জ কুটীরে ॥

কে উঠে ডাকি'
মম বক্ষোনীড়ে থাকি',
করুণ মধুর অধীর তানে
বিরহ-বিধুর পাখী ॥
নিবিড় ছায়া গহন মায়া,
পল্লবঘন নির্জ্জন বন,
শান্ত পবনে কুঞ্জভবনে
কে জাগে একাকী ॥
যামিনী বিভোরা
নিদ্রা-ঘন-ঘোরা,
ঘন তমালশাখা,
নিদ্রাঞ্জন মাখা।
স্তিমিত তারা চেতন-হারা,
পাণ্ডু গগন তন্দ্রা-মগন,
চন্দ্র শ্রান্ত দিক-ভ্রান্ত
নিদ্রালস আঁখি ॥

ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি
পরমোৎসব রাতি।
রেখেছি কনক-মন্দিরে
কমলাসন পাতি'॥
তুমি এসো হৃদে এসো,
হৃদি-বল্লভ হৃদয়েশ,
মম অশ্রু-নেত্রে করো বরিষণ
করুণ হাস্য-ভাতি॥
তব কণ্ঠে দিব মালা,
দিব চরণে ফুল-ডালা,
আমি সকল কুঞ্জ-কানন ফিরি'
এনেছি যূথী জাতি।
তব পদতল-লীনা,
বাজাবো স্বর্ণ বীণা,
বরণ করিয়া লবো তোমারে
মম মানস-সাথী॥

তুমি যেয়ো না এখনি।
এখনো আছে রজনী॥
পথ বিজন, তিমির সঘন,
কানন কণ্টকতরু-গহন, আঁধার ধরণী॥
বড়ো সাধে জ্বালিনু দীপ, গাঁথিনু মালা,
চিরদিনে বঁধু পাইনু হে তব দরশন।
আজি যাবো অকূলের পারে,
ভাসাবো প্রেম-পারাবারে জীবন-তরণী॥

আকুল কেশে আসে, চায় ম্লান নয়নে,
কে গো চির বিরহিণী,
নিশি-ভোরে আঁখি জড়িত ঘুম-ঘোরে,
বিজন ভবনে, কুসুম-সুরভি মৃদু পবনে
সুখ-শয়নে, মম প্রভাত-স্বপনে ॥
শিহরি' চমকি' জাগি, তারি লাগি'।
চকিতে মিলায় ছায়াপ্রায়, শুধু রেখে যায়
ব্যাকুল বাসনা কুসুম-কাননে ॥

———

কী রাগিনী বাজালে হৃদয়ে, মোহন মনোমোহন,
তাহা তুমি জানো হে, তুমি জানো ॥
চাহিলে মুখপানে, কী গাহিলে নীরবে,
কিসে মোহিলে মন প্রাণ,
তাহা তুমি জানো হে, তুমি জানো ॥
আমি শুনি দিবা রজনী, তারি ধ্বনি তারি প্রতিধ্বনি।
তুমি কেমনে মরম পরশিলে মম,
কোথা হ'তে প্রাণ কেড়ে আনো
তাহা তুমি জানো হে, তুমি জানো ॥

———

এখনো তা'রে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি,
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি ॥
শুনেছি মূরতি কালো, তা'রে না দেখাই ভালো,
সখী, বলো, আমি জল আনিতে যমুনায় যাবো কি ॥

শুধু স্বপনে এসেছিলো সে, নয়ন-কোণে হেসেছিলো সে,
সে অবধি, সই, ভয়ে ভয়ে রই, আঁখি মেলিতে
ভেবে সারা হই।
কানন পথে যে খুসি সে যায়, কদম-তলে যে খুসি সে চায়,
সখী, আমি আঁখি তুলে কারো পানে চাবো কি ॥

ওগো তোরা কে যাবি পারে ?
আমি তরী নিয়ে ব'সে আছি নদী-কিনারে ॥
ও-পারেতে উপবনে,
কত খেলা কত জনে,
এ পারেতে ধূ ধূ মরু বারি বিনা রে ॥
এইবেলা বেলা আছে আয় কে যাবি।
মিছে কেন কাটে কাল কত কী ভাবি'।
সূর্য্য পাটে যাবে নেমে,
সুবাতাস যাবে থেমে
খেয়া বন্ধ হ'য়ে যাবে সন্ধ্যা-আঁধারে ॥

তবে শেষ ক'রে দাও শেষ গান, তা'র পরে যাই চ'লে।
তুমি ভুলে যেয়ো এ রজনী, আজ রজনী ভোর হ'লে ॥
বাহু-ডোরে বাঁধি কারে,
স্বপ্ন কভু বাঁধা পড়ে,
বক্ষে শুধু বাজে ব্যথা, আঁখি ভাসে জলে ॥

যাহা পাও তাই লও, হাসি মুখে ফিরে যাও,
কারে চাও কেন চাও, আশা কে পূরাতে পারে।
সবে চায় কেবা পায়, সংসার চ'লে যায়
যেবা হাসে যেবা কাঁদে যেবা প'ড়ে থাকে দ্বারে॥

সখী, আমারি দুয়ারে কেন আসিল,
নিশি-ভোরে যোগী ভিখারী;
কেন করুণস্বরে বীণা বাজিল।
আমি আসি যাই যতবার,
চোখে পড়ে মুখ তা'র,
তা'রে ডাকিব কি ফিরাইব তাই ভাবি লো।
শ্রাবণে আঁধার দিশি,
শরতে বিমল নিশি,
বসন্তে দখিন বায়ু, বিকশিত উপবন;
কত ভাবে কত গীতি,
গাহিতেছে নিতি নিতি,
মন নাহি লাগে কাজে, আঁখি জলে ভাসিল॥

শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা,
শুধু আলো আঁধারে কাঁদা হাসা॥
শুধু দেখা পাওয়া, শুধু ছুঁয়ে যাওয়া,
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া,
শুধু নব দুরাশায় আগে চ'লে যায়,
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা॥

অশেষ বাসনা ল'য়ে ভাঙা বল,
প্রাণপণ কাজে পায় ভাঙা ফল,
ভাঙা তরী ধ'রে ভাসে পারাবারে,
ভাব কেঁদে মরে ভাঙা ভাষা।
হৃদয়ে হৃদয়ে আধো পরিচয়,
আধখানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়,
লাজে ভয়ে ত্রাসে, আধো বিশ্বাসে,
শুধু আধখানি ভালোবাসা॥

তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চ'লে।
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা প'ড়ে যায় নব প্রেম-জালে॥
যদি থাকি কাছাকাছি
দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আছি—
তবু মনে রেখো॥
যদি জল আসে আঁখি-পাতে,
একদিন যদি খেলা থেমে যায় মধু-রাতে,
একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদ-প্রাতে—
তবু মনে রেখো॥
যদি পড়িয়া মনে,
ছল ছল জল নাই দেখা দেয় নয়ন-কোণে—
তবু মনে রেখো॥

তোমরা সবাই ভালো।
(যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে, সেই আমাদের ভালো।)
আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জালো॥

কেউ-বা অতি জ্বলজ্বল,
কেউ-বা ম্লান ছলছল,
কেউ-বা কিছু দহন করে, কেউ-বা স্নিগ্ধ আলো ॥
নূতন প্রেমে নূতন বধূ
আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্লমধুর একটুকু ঝাঁঝালো ॥
বাক্য যখন বিদায় করে
চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো ॥

মনে র'য়ে গেল মনের কথা,
শুধু চোখের জল প্রাণের ব্যথা ॥
মনে করি দু-টি কথা ব'লে যাই, কেন মুখের পানে চেয়ে
চ'লে যাই,
সে যদি চাহে মরি-যে তাহে, কেন মুদে আসে আঁখির পাতা ॥
ম্লান মুখে সখী সে-যে চ'লে যায়, তা'রে ফিরায়ে
ডেকে নিয়ে আয়,
বুঝিল না সে-যে কেঁদে গেল, ধূলায় লুটাইল হৃদয়-লতা ॥

দেখে যা দেখে যা দেখে যা গো তোরা
সাধের কাননে মোর
আমার সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া
মলয় বহিছে সুরভি লুটিয়া রে—
(হেথা) জ্যোছনা ফুটে তটিনী ছুটে
প্রমোদে কানন ভোর।

আয় আয় সখী, আয় লো হেথা, দু-জনে কহিব মনের কথা
তুলিব কুসুম দু-জনে মিলি' রে,
সুখে গাঁথিব মালা গণিব তারা, করিব রজনী ভোর।
এ কাননে বসি' গাহিব গান সুখের স্বপনে কাটাবো প্রাণ।
খেলিব দু-জনে মনের খেলারে
(প্রাণে) রহিবে মিলি' দিবস-নিশি আধো আধো ঘুম-ঘোর॥

মনে যে-আশা ল'য়ে এসেছি হ'লো না হ'লো না হে,
ওই মুখপানে চেয়ে ফিরিনু লুকাতে আঁখিজল
বেদনা রহিল মনে মনে।
তুমি কেন হেসে চাও, হেসে যাও হে, আমি কেন কেঁদে কেঁদে ফিরি,
কেন আনি কম্পিত হৃদয়খানি ; কেন যাও দূরে না দেখে !

কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় (জলে)।
কেন মন কেন এমন করে॥
যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে,
মনে পড়ে না গো; তবু মনে পড়ে॥
চারিদিকে সব মধুর নীরব
কেন আমারি পরাণ কেঁদে মরে,
কেন মন কেন এমন কেন রে॥
যেন কাহার বচন দিয়েছে বেদন,
যেন কে ফিরে গিয়েছে অনাদরে,
বাজে তারি অযতন প্রাণের 'পরে।
যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে
মনে পড়ে না গো, তবু মনে পড়ে॥

ক্ষ্যাপা তুই আছিস্ আপন খেয়াল্ ধ'রে।
যে আসে তোরি পাশে সবাই হাসে দেখে তোরে॥
জগতে যে যার আছে আপন কাজে দিবানিশি,
তা'রা পায় না বুঝে তুই কী খুঁজে ক্ষেপে বেড়াস্ জনম ভ'রে॥
তোর নাই অবসর নাইকো দোসর ভবের মাঝে,
তোরে চিন্‌তে যে চাই সময় না পাই নানান্ কাজে।
ওরে তুই কী শুনাতে এত প্রাতে মরিস্ ডেকে,
এ যে বিষম জ্বালা ঝালাপালা দিবি সবায় পাগল ক'রে॥
ওরে তুই কী এনেছিস্ কী টেনেছিস্ ভাবের জালে
তা'র কী মূল্য আছে কারো কাছে কোনো কালে।
আমরা লাভের কাজে হাটের মাঝে ডাকি তোরে,
তুই কী সৃষ্টিছাড়া নাইকো সাড়া র'য়েছিস্ কোন্ নেশার ঘোরে॥
এ জগৎ আপন মতে আপন পথে চ'লে যাবে,
ব'সে তুই আরেক কোণে নিজের মনে নিজের ভাবে;
ওরে ভাই, ভাবের সাথে ভবের মিলন হবে কবে,
মিছে তুই তারি লাগি' আছিস্ জাগি', না জানি
কোন্ আশার জোরে॥

আজ তোমারে দেখ্‌তে এলেম অনেক দিনের পরে।
ভয় ক'রো না সুখে থাকো, বেশীক্ষণ থাক্‌বো নাকো,
এসেছি দণ্ড দু'য়ের তরে॥
দেখ্‌বো শুধু মুখখানি, শুনাও যদি শুন্‌বো বাণী,
না হয় যাবো আড়াল থেকে হাসি দেখে দেশান্তরে॥

সারা বরষ দেখিনে মা, মা তুই আমার কেমন ধারা।
নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হ'লো নয়ন-তারা॥
এলি কি পাষাণী ওরে, দেখ্‌বো তোরে আঁখি ভ'রে,
কিছুতেই থামে না যে মা, পোড়া এ নয়নের ধারা॥

আমিই শুধু রইনু বাকি।
যা ছিল তা গেল চ'লে, রৈলো যা তা কেবল ফাঁকি॥
আমার ব'লে ছিল যারা আর তো তা'রা দেয় না সাড়া,
কোথায় তা'রা কোথায় তা'রা, কেঁদে কেঁদে কারে ডাকি॥
বল্ দেখি মা শুধাই তোরে, আমার কিছু রাখ্‌লি নে রে,
আমি কেবল আমায় নিয়ে কোন্ প্রাণেতে বেঁচে থাকি॥

যেতে হবে আর দেরি নাই।
পিছিয়ে প'ড়ে র'বি কত সঙ্গীরা যে গেল সবাই।
আয় রে ভবের খেলা সেরে; আঁধার ক'রে এসেছে রে,
পিছন ফিরে বারে বারে কাহার পানে চাহিস রে ভাই॥
খেল্‌তে এলো ভবের নাটে নতুন লোকে নতুন খেলা,
হেথা হ'তে আয় রে স'রে নইলে তোরে মার্‌বে ঢেলা।
নামিয়ে দে রে প্রাণের বোঝা,
আরেক দেশে চল্ রে সোজা,
নতুন ক'রে বাঁধ্‌বি বাসা, নতুন খেলা খেল্‌বি সে-ঠাঁই॥

আমার যাবার সময় হ'লো, আমায় কেন রাখিস্ ধ'রে।
চোখের জলের বাঁধন দিয়ে বাঁধিস্‌নে আর মায়া-ডোরে ॥
ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি,
ফিরিয়ে নে তোর নয়ন ছুটি,
নাম ধ'রে আর ডাকিস্‌নে ভাই, যেতে হবে ত্বরা ক'রে ॥

ফিরায়ো না মুখখানি, রাণী, ওগো রাণী ;
ভ্রূভঙ্গ-তরঙ্গ কেন আজি সুনয়নী,
হাসিরাশি গেছে ভাসি',
কোন্ দুখে সুধামুখে নাহি বাণী ॥
আমারে মগন করো তোমার মধুর কর-পরশে সুধা-সরসে,
প্রাণ মন পূরিয়া দাও নিবিড় হরষে ;
হেরো শশী সুশোভন, সজনী, সুন্দরী রজনী,
তৃষিত মধুপ-সম কাতর হৃদয় মম,—
কোন্ প্রাণে আজি ফিরাবে তা'রে পাষাণী ॥

গহন ঘন বনে, পিয়াল তমাল সহকার ছায়ে,
সন্ধ্যা-বায়ে তৃণ-শয়নে মুগ্ধ নয়নে র'য়েছি বসি' ;
শ্যামল পল্লবভার আঁধারে মর্ম্মরিছে,
বায়ুভরে কাঁপে শাখা,
বকুলদল পড়ে খসি' ॥
স্তব্ধ নীড়ে নীরব বিহগ
নিস্তরঙ্গ নদীপ্রান্তে অরণ্যের নিবিড় ছায়া।
ঝিল্লিমন্দ্রে তন্দ্রাপূর্ণ জলস্থল শূন্যতল,
চরাচরে স্বপনের মায়া।
নির্জ্জন হৃদয়ে মোর জাগিতেছে সেই মুখ-শশী ॥

সাজাবো তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে,
নানা বরণের বনফুল দিয়ে দিয়ে ॥
আজি বসন্ত-রাতে পূর্ণিমা-চন্দ্র-করে,
দক্ষিণ-পবনে, প্রিয়ে,
সাজাবো তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে ॥

মন জানে মনোমোহন আইল, মন জানে সখী।
তাই কেমন করে আজি আমার প্রাণে ॥
তারি সৌরভ বহি' বহিল কি সমীরণ
আমার পরাণ পানে ॥

হিয়া কাঁপিছে সুখে কি দুখে সখী,
কেন নয়নে আসে বারি।
আজি প্রিয়তম আসিবে মোর ঘরে,
বলো, কী করিব আমি সখী!
দেখা হ'লে সখী, সেই প্রাণবঁধুরে কী বলিব নাহি জানি,
সে কি না জানিবে সখী, র'য়েছে যা হৃদয়ে,
না বুঝে কি ফিরে' যাবে সখী ॥

সমুখেতে বহিছে তটিনী, দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া।
বায়ু বহে পরিমল লুটিয়া।
সাঁঝের অধর হ'তে, ম্লান হাসি পড়িছে টুটিয়া।

দিবস বিদায় চাহে, যমুনা বিলাপ গাহে
সায়াহ্নেরি রাঙা পায়ে কেঁদে কেঁদে পড়িছে লুটিয়া।
এসো বঁধু, তোমায় ডাকি, দোঁহে হেথা ব'সে থাকি
আকাশের পানে চেয়ে জলদের খেলা দেখি,
আঁখি-'পরে তারাগুলি একে একে উঠিবে ফুটিয়া॥

গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া,
স্তিমিত দশদিশি, স্তম্ভিত কানন,
সব চরাচর আকুল—কী হবে কে জানে,
ঘোরা রজনী, দিক-ললনা ভয়বিভলা॥
চমকে চমকে সহসা দিক্ উজলি',
চকিতে চকিতে মাতি' ছুটিল বিজলী,
থরথর চরাচর পলকে ঝলকিয়া,
ঘোর তিমিরে ছায় গগন মেদিনী;
গুরুগুরু নীরদ গরজনে স্তব্ধ আঁধার ঘুমাইছে,
সহসা উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ কড়কড় বাজ॥

যে-ফুল ঝরে সেই তো ঝরে, ফুল তো থাকে ফুটিতে;
বাতাস তা'রে উড়িয়ে নে যায়, মাটি মেশায় মাটিতে॥
গন্ধ দিলে হাসি দিলে, ফুরিয়ে গেল খেলা।
ভালোবাসা দিয়ে গেল, তাই কি হেলাফেলা॥

অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া।
গেছে দুখ, গেছে সুখ, গেছে আশা ফুরাইয়া ॥
সম্মুখে অনন্ত রাত্রি, আমরা দু-জনে যাত্রী,
সম্মুখে শয়ান সিন্ধু, দিগ্বিদিক হারাইয়া ॥
জলধি র'য়েছে স্থির, ধূ-ধূ করে সিন্ধুতীর,
প্রশান্ত সুনীল নীর নীল শূন্যে মিশাইয়া।
নাহি সাড়া নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ,
রজনী আসিছে ঘিরে' দুই বাহু প্রসারিয়া ॥

আয় তবে সহচরি,
হাতে হাতে ধরি' ধরি'
নাচিবি ঘিরি' ঘিরি'
গাহিবি গান।
আন তবে বীণা,
সপ্তম সুরে বাঁধ্ তবে তান।
পাশরিব ভাবনা
পাশরিব যাতনা,
রাখিব প্রমোদে ভরি'
মনপ্রাণ দিবানিশি।
আন তবে বীণা,
সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান।
ঢালো ঢালো শশধর
ঢালো ঢালো জোছনা,
সমীরণ ব'হে যা-রে
ফুলে ফুলে চলি' চলি';
উললিত তটিনী,—
উথলিত গীতরবে খুলে দে রে মনপ্রাণ ॥

আগে চল্‌, আগে চল্‌, ভাই।
প'ড়ে থাকা পিছে, ম'রে থাকা মিছে,
বেঁচে ম'রে কী বা ফল, ভাই।
আগে চল্‌, আগে চল্‌, ভাই॥
প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়,
দিন ক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়,
সময় সময় ক'রে পাঁজি পুঁথি ধ'রে
সময় কোথা পাবি, বল্‌ ভাই।
আগে চল্‌, আগে চল্‌, ভাই॥

অতীতের স্মৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি,
গভীর ঘুমের আয়োজন,
(এ যে) স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা,
আর নাহি তাহে প্রয়োজন।
দুঃখ আছে কত, বিঘ্ন শত শত,
জীবনের পথে সংগ্রাম সতত,
চলিতে হইবে পুরুষের মতো
হৃদয়ে বহিয়া বল, ভাই।
আগে চল্‌, আগে চল্‌, ভাই॥

দেখো যাত্রী যায়, জয়-গান গায়,
রাজপথে গলাগলি,
এ আনন্দস্বরে, কে র'য়েছে ঘরে,
কোণে করে দলাদলি।
বিপুল এ ধরা, চঞ্চল সময়,
মহাবেগবান্‌ মানব-হৃদয়,
যারা ব'সে আছে তা'রা বড়ো নয়,
ছাড়ো ছাড়ো মিছে ছল্‌, ভাই।
আগে চল্‌, আগে চল্‌, ভাই॥

পিছায়ে যে আছে তা'রে ডেকে নাও,
নিয়ে যাও সাথে ক'রে
কেহ নাহি আসে, একা চ'লে যাও
মহত্ত্বের পথ ধ'রে।
পিছু হ'তে ডাকে মায়ার কাঁদন,
ছিঁড়ে চ'লে যাও মোহের বাঁধন,
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন—
মিছে নয়নের জল, ভাই।
আগে চল্, আগে চল্, ভাই ॥

চিরদিন আছি ভিখারীর মতো
জগতের পথ-পাশে,
যারা চ'লে যায়, কৃপা-চক্ষে চায়,
পদধূলা উড়ে আসে।
ধূলিশয্যা ছাড়ি' উঠ উঠ সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা যদি না পারো, চেয়ে দেখো তবে
ওই আছে রসাতল, ভাই।
আগে চল্, আগে চল্, ভাই ॥

তোমারি তরে মা, সঁপিনু দেহ
তোমারি তরে মা, সঁপিনু প্রাণ,
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে,
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান।
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল তোমারি কার্য্য সাধিবে,
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন তোমারি পাশ নাশিবে।

যদিও জননী, যদিও আমার
এ বীণায় কিছু নাহিক বল,
কী জানি যদি মা, একটি সন্তান
জাগি' ওঠে শুনি এ বীণা তান।

———

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।
কে আছ জাগিয়া পূরবে চাহিয়া,
বলো, উঠ উঠ সঘনে, গভীর নিদ্রা-মগনে॥
দেখো তিমির রজনী যায় ওই,
হাসে উষা নব জ্যোতির্ময়ী,
নব আনন্দে, নব জীবনে,
ফুল্ল কুসুমে, মধুর পবনে, বিহগ-কলকূজনে॥
হেরো, আশার আলোকে জাগে শুকতারা উদয়-অচল পথে,
কিরণ-কিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণ-রথে।
চলো যাই কাজে, মানব-সমাজে,
চলো বাহিরিয়া জগতের মাঝে,
থেকো না মগন শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে।
যায় লাজ ত্রাস, আলস বিলাস, কুহক মোহ যায়।
ঐ দূর হয় শোক সংশয় দুঃখ স্বপন প্রায়।
ফেলো জীর্ণ চীর, পরো নব সাজ,
আরম্ভ করো জীবনের কাজ,
সরল সবল আনন্দ মনে, অমল অটল জীবনে॥

———

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না!
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা॥
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে বুকফাটা দুখে গুমরিছে বুকে,
গভীর মরম-বেদনা!
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা॥
এসেছি কি হেথা যশের কাঙালী
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি,
মিছে কথা ক'য়ে, মিছে যশ ল'য়ে,
মিছে কাজে নিশি যাপনা।
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা॥

এ কী এ সুন্দর শোভা! কী মুখ হেরি এ!
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়-নাথ,
প্রেম-উৎস উথলিল আজি।
বলো হে প্রেমময়, হৃদয়ের স্বামী,
কী ধন তোমারে দিব উপহার?
হৃদয় প্রাণ লহো লহো তুমি, কী বলিব,
যাহা কিছু আছে মম, সকলি লও হে নাথ॥

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হবো নাকো পথহারা।
যেথা আমি যাই নাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো,
আকুল নয়ন জলে ঢালো গো কিরণধারা।
তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে
তিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কূল-কিনারা।
কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি।
অমনি ও মুখ হেরি' সরমে সে হয় সারা॥

অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে।
যে-আঁখি জগত পানে চেয়ে র'য়েছে॥
রবি শশী গ্রহ তারা হয় না কো দিশেহারা,
সেই আঁখি 'পরে তা'রা আঁখি রেখেছে॥
তরাসে আঁধারে কেন কাঁদিয়া বেড়াই,
হৃদয়-আকাশ পানে কেন না তাকাই।
ধ্রুব-জ্যোতি সে-নয়ন জাগে সেথা অনুক্ষণ,
সংসারের মেঘে বুঝি দৃষ্টি ঢেকেছে॥

আজি শুভদিনে পিতার ভবনে
অমৃত সদনে চলো যাই।
চলো চলো, ভাই।
না জানি সেথা কত সুখ মিলিবে
আনন্দের নিকেতনে,
চলো চলো, ভাই।
মহোৎসবে ত্রিভুবন মাতিল,
কী আনন্দ উথলিল;
চলো চলো, ভাই।
দেবলোকে উঠিয়াছে জয়গান
গাহো সবে একতান,
বলো সবে জয় জয়।

আঁধার রজনী পোহাল, জগৎ পূরিল পুলকে,
বিমল প্রভাত-কিরণে মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে॥
জগত নয়ন তুলিয়া হৃদয়-দুয়ার খুলিয়া
হেরিছে হৃদয়নাথেরে আপন হৃদয়-আলোকে॥
প্রেমমুখহাসি তাঁহারি পড়িছে ধরার আননে,
কুসুম বিকশি' উঠিছে, সমীর বহিছে কাননে।
সুধীরে আঁধার টুটিছে, দশদিক ফুটে উঠিছে,
জননীর কোলে যেন রে জাগিছে বালিকা বালকে॥
জগৎ যেদিকে চাহিছে, সেদিকে দেখিনু চাহিয়া,
হেরি' সে-অসীম মাধুরী হৃদয় উঠিছে গাহিয়া।
নবীন আলোকে ভাতিছে, নবীন আশায় মাতিছে,
নবীন জীবন লভিয়া জয় জয় উঠে ত্রিলোকে॥

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি,
দিবস কাটে বৃথায় হে—
আমি যেতে চাই তব পথ পানে,
কত বাধা পায় পায় হে ॥
চারিদিকে হেরো ঘিরিছে কারা
শত বাঁধনে জড়ায় হে,—
আমি ছাড়াতে চাহি, ছাড়ে না কেন গো
ডুবায়ে রাখে মায়ায় হে ॥
দাও ভেঙে দাও এ ভবের সুখ,
কাজ নেই এ খেলায় হে—
আমি ভুলে থাকি যত অবোধের মতো
বেলা ব'হে তত যায় হে ॥
হানো তব বাজ হৃদয়-গহনে,
দুখানল জ্বালো তায় হে—
নয়নের জলে ভাসায়ে আমারে,
সে জল দাও মুছায়ে হে।
শূন্য ক'রে দাও হৃদয় আমার,
আসন পাতো সেথায় হে,
তুমি এসো এসো, নাথ হ'য়ে বসো,
ভুলোনা আর আমায় হে ॥

আমার হৃদয়-সমুদ্র-তীরে কে তুমি দাঁড়ায়ে।
কাতর পরাণ ধায় বাহু বাড়ায়ে ॥
হৃদয়ে উথলে তরঙ্গ চরণ পরশের তরে,
তা'রা চরণ-কিরণ ল'য়ে কাড়াকাড়ি করে।
মেতেছে হৃদয় আমার ধৈরজ না মানে,
তোমারে ঘেরিতে চায় নাচে সঘনে।

সখা, ঐখেনেতে থাকো তুমি যেয়ো না চ'লে,
আজি হৃদয়-সাগরের বাঁধ ভাঙি সবলে।
কোথা হ'তে আজি প্রেমের পবন ছুটেছে,
আমার হৃদয়ে তরঙ্গ কত নেচে উঠেছে।
তুমি দাঁড়াও তুমি যেয়ো না—
আমার হৃদয়ে তরঙ্গ আজি নেচে উঠেছে॥

এ কী সুগন্ধ হিল্লোল বহিল,
আজি প্রভাতে, জগত মাতিল তায়।
হৃদয়-মধুকর ধাইছে দিশি দিশি
পাগল প্রায়॥
বরণ বরণ পুষ্পরাজি হৃদয় খুলিয়াছে আজি।
সেই সুরভি-সুধা করিছে পান,
পূরিয়া প্রাণ, সে-সুধা করিছে দান,
সে-সুধা অনিলে উথলি' যায়॥

এখনো আঁধার র'য়েছে, হে নাথ,
এ প্রাণ দীন মলিন, চিত অধীর,
সব শূন্যময়।
চারিদিকে চাহি পথ নাহি নাহি,
শান্তি কোথা, কোথা আলয়।
কোথা তাপহারী পিপাসার বারি—
হৃদয়ের চিরআশ্রয়॥

এ পরবাসে র'বে কে হায়।
কে র'বে এ সংশয়ে সন্তাপে শোকে।
হেথা কে রাখিবে দুখ ভয় সঙ্কটে
তেমন আপন কেহ নাহি এ প্রান্তরে, হায়রে।

এ মোহ আবরণ খুলে দাও, দাও হে।
সুন্দর মুখ তব দেখি নয়ন ভরি',
চাও হৃদয়মাঝে চাও হে॥

এসেছে সকলে কত আশে, দেখো চেয়ে
হে প্রাণেশ, ডাকে সবে ঐ তোমারে।
এসো হে মাঝে এসো, কাছে এসো,
তোমায় ঘিরিব চারিধারে।
উৎসবে মাতিব হে তোমায় ল'য়ে,
ডুবিব আনন্দ-পারাবারে॥

ওঠো ওঠো রে—বিফলে প্রভাত ব'হে যায়-যে।
মেলো আঁখি, জাগো জাগো, থেকো না রে অচেতন॥
সকলেই তাঁর কাজে ধাইল জগত মাঝে,
জাগিল প্রভাত-বায়ু,
ভানু ধাইল আকাশ-পথে॥

একে একে নাম ধ'রে ডাকিছেন বুঝি প্রভু—
একে একে ফুলগুলি তাই
ফুটিয়া উঠিছে বনে।
শুন সে আহ্বান-বাণী—চাহো সেই মুখপানে—
তাঁহার আশিস্ ল'য়ে
চলো রে যাই সবে তাঁর কাজে॥

কী করিলি মোহের ছলনে।
গৃহ তেয়াগিয়া প্রবাসে ভ্রমিলি,
পথ হারাইলি গহনে॥
(ঐ) সময় চ'লে গেল, আঁধার হ'য়ে এলো,
মেঘ ছাইল গগনে।
শ্রান্ত দেহ আর চলিতে চাহে না,
বিঁধিছে কণ্টক চরণে॥
গৃহে ফিরে যেতে প্রাণ কাঁদিছে,
এখন ফিরিব কেমনে।
পথ ব'লে দাও, পথ ব'লে দাও,
কে জানে কারে ডাকি সঘনে।
বন্ধু যাহারা ছিল, সকলে চ'লে গেল,
কে আর রহিল এ বনে।
(ওরে) জগত-সখা আছে, যা রে তাঁর কাছে,
বেলা-যে যায় মিছে রোদনে।
দাঁড়ায়ে গৃহ-দ্বারে জননী ডাকিছে,
আয় রে ধরি তাঁর চরণে,
পথের ধূলি লেগে অন্ধ আঁখি মোর,
মায়েরে দেখেও দেখিলিনে।

কোথা গো কোথা তুমি, জননী, কোথা তুমি,
ডাকিছ কোথা হ'তে এ জনে।
হাতে ধরিয়ে সাথে ল'য়ে চলো,
তোমার অমৃত-ভবনে ॥

কেরে ওই ডাকিছে,
স্নেহের রব উঠিছে জগতে জগতে—
তোরা আয়, আয়, আয়, আয়।
তাই আনন্দে বিহঙ্গ গান গাহে
প্রভাতে, সে সুধাস্বর প্রচারে।
বিষাদ তবে কেন, অশ্রু বহে চোখে,
শোককাতর আকুল কেন আজি।
কেন নিরানন্দ, চলো সবে যাই—
পূর্ণ হবে আশা ॥

চ'লেছে তরণী প্রসাদ পবনে,
কে যাবে এসো হে শান্তিভবনে।
এ ভব সংসারে ঘিরেছে আঁধারে
কেন রে ব'সে হেথা ম্লান মুখ!
প্রাণের বাসনা হেথায় পূরে না,
হেথায় কোথা প্রেম কোথায় সুখ।
এ ভব কোলাহল, এ পাপ হলাহল,
এ দুখ শোকানল দূরে যাক,
সমুখে চাহিয়ে পুলকে গাহিয়ে
চল্‌রে শুনে চলি তাঁর ডাক,

বিষয় ভাবনা লইয়া যাবো না,
তুচ্ছ সুখ দুখ প'ড়ে থাক।
ভবের নিশীথিনী ঘিরিবে ঘনঘোরে
তখন কার মুখ চাহিবে।
সাধের ধনজন দিয়ে বিসর্জ্জন,
কিসের আশে প্রাণ রাখিবে।

ডুবি অমৃত-পাথারে,—
যাই ভুলে চরাচর,
মিলায় রবি শশী।
নাহি দেশ, নাহি কাল, নাহি হেরি সীমা,
প্রেমমূরতি হৃদয়ে জাগে, আনন্দ নাহি ধরে॥

ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে।
ডাকিতে এসেছি তাই, চল ত্বরা ক'রে॥
তাপিত-হৃদয় যারা মুছিবি নয়ন ধারা,
ঘুচিবে বিরহ-তাপ কতদিন পরে॥
আজি এ আকাশমাঝে, কী অমৃত বীণা বাজে
পুলকে জগৎ আজি কী মধু শোভায় সাজে।
আমি এ মধুর ভবে মধুর মিলন হবে,
তাঁহার সে প্রেমমুখ জেগেছে অন্তরে॥

তুমি ধন্য ধন্য হে, ধন্য তব প্রেম,
ধন্য তোমার জগত-রচনা ॥
এ কী অমৃতরসে চন্দ্র বিকাশিলে,
এ সমীরণ পূরিলে প্রাণ-হিল্লোলে ॥
এ কী প্রেমে তুমি ফুল ফুটাইলে,
কুসুমবন ছাইলে শ্যাম পল্লবে ॥
এ কী গভীর বাণী শিখালে সাগরে,
কী মধুগীতি তুলিলে নদী-কল্লোলে।
এ কী ঢালিছ সুধা মানব-হৃদয়ে
তাই হৃদয় গাইছে প্রেম-উল্লাসে ॥

তুমি ছেড়ে ছিলে ভুলে ছিলে ব'লে
হেরো গো কী দশা হ'য়েছে।
মলিন বদন, মলিন হৃদয়,
শোকে প্রাণ ডুবে র'য়েছে।
বিরহীর বেশে এসেছি হেথায়,
জানাতে বিরহ-বেদনা ;
দরশন নেবো, তবে চ'লে যাবো,
অনেক দিনের বাসনা।
নাথ নাথ ব'লে ডাকিব তোমারে,
চাহিব হৃদয়ে রাখিতে ;
কাতর প্রাণের রোদন শুনিলে
আর কি পারিবে থাকিতে ?
ও অমৃতরূপ দেখিব যখন
মুছিব নয়ন-বারি হে ;
আর উঠিব না, পড়িয়া রহিব
চরণতলে তোমারি হে ॥

তোমায়, যতনে রাখিব হে, রাখিব কাছে।
প্রেম-কুসুমের মধু-সৌরভে—
নাথ, তোমারে ভুলাবো হে।
তোমার প্রেমে, সখা, সাজিব সুন্দর,
হৃদয়হারী, তোমারি পথ রহিব চেয়ে।
আপনি আসিবে, কেমনে ছাড়িবে আর,
মধুর হাসি বিকাশি' র'বে হৃদয়াকাশে ॥

(তাঁহারে) আরতি করে চন্দ্র তপন, দেব মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্বশরণ তাঁর জগত মন্দিরে ॥
অনাদি কাল অনন্ত গগন সেই অসীমমহিমা-মগন,
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন আনন্দ নন্দ নন্দরে ॥
হাতে ল'য়ে ছয় ঋতুর ডালি পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি',
কতই বরণ কতই গন্ধ, কত গীত কত ছন্দ রে ॥
বিহগ-গীত গগন ছায়, জলদ গায় জলধি গায়,
মহা পবন হরষে ধায় গাহে গিরিকন্দরে।
কত কত শত ভকতপ্রাণ হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান,
পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম, টুটিছে মোহবন্ধ রে ॥

তাঁহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে ব'য়ে,
এসো সবে নরনারী আপন হৃদয় ল'য়ে।
সে-আনন্দে উপবন, বিকশিত অনুক্ষণ,
সে-আনন্দে ধায় নদী আনন্দ বারতা ক'য়ে ॥

চিরদিন এ আকাশ নবীন নীলিমাময়,
চিরদিন এ ধরণী যৌবনে ফুটিয়া রয়।
সে-আনন্দরস পানে চির প্রেম জাগে প্রাণে,
দহে না সংসার-তাপ সংসার মাঝারে র'য়ে॥

দুখ দিয়েছো, দিয়েছো ক্ষতি নাই,
কেন গো একেলা ফেলে রাখো?
ডেকে নিলে, ছিল যারা কাছে,
তুমি তবে কাছে কাছে থাকো॥
প্রাণ কারো সাড়া নাহি পায়,
রবি শশী দেখা নাহি যায়,
এ পথে চলে যে অসহায়—
তা'রে তুমি ডাকো, প্রভু, ডাকো॥
সংসারের আলো নিভাইলে,
বিষাদের আঁধার ঘনায়,
দেখাও তোমার বাতায়নে
চির-আলো জ্বলিছে কোথায়।
শুষ্ক নির্ঝরের ধারে রই,
পিপাসিত প্রাণ কাঁদে ওই,
অসীম প্রেমের উৎস কই,
আমারে তৃষিত রেখো না কো॥

দুয়ারে ব'সে আছি, প্রভু, সারা বেলা,
নয়নে বহে অশ্রুবারি।

সংসারে কী আছে হে হৃদয় না পূরে,
প্রাণের বাসনা প্রাণে ল'য়ে,
ফিরেছি হেথা দ্বারে দ্বারে।
সকল ফেলি' আমি এসেছি এখানে,
বিমুখ হ'য়ো না দীনহীনে,
যা করো হে রবো প'ড়ে ॥

বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি।
শুষ্ক হৃদয় ল'য়ে আছে দাঁড়াইয়ে
ঊর্দ্ধমুখে নরনারী ॥
না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহপাপ,
না থাকে শোক পরিতাপ।
হৃদয় বিমল হোক্, প্রাণ সবল হোক্,
বিঘ্ন দাও অপসারি' ॥
কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ,
কেন এ মান অভিমান।
বিতরো বিতরো প্রেম পাষাণ-হৃদয়ে,
জয় জয় হোক্ তোমারি ॥

বড়ো আশা ক'রে এসেছি গো কাছে ডেকে লও,
ফিরায়ো না জননী।
দীনহীনে কেহ চাহে না, তুমি তা'রে রাখিবে জানি গো,
আর আমি-যে কিছু চাহিনে চরণতলে ব'সে থাকিব,
আর আমি-যে কিছু চাহিনে জননী ব'লে শুধু ডাকিব।

তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথা,
কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াবো।
ঐ-যে হেরি তমস-ঘন-ঘোরা গহন রজনী।

বেঁধেছো প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময়।
তব প্রেম লাগি' দিবানিশি জাগি, ব্যাকুল হৃদয়॥
তব প্রেমে কুসুম হাসে,
তব প্রেমে চাঁদ বিকাশে,
প্রেম হাসি তব উষা নব নব,
প্রেম-নিমগন নিখিল নীরব,
তব প্রেম তরে ফিরে হা হা ক'রে উদাসী মলয়॥
আকুল প্রাণ মম ফিরিবে না সংসারে,
ভুলেছে তোমার রূপে নয়ন আমারি।
জলে স্থলে গগনতলে
তব সুধাবাণী সতত উথলে,
শুনিয়া পরাণ শান্তি না মানে,
আকুল হৃদয় খোঁজে বিশ্বময় ও প্রেম আলয়॥

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই,
চির দিন কেন পাই না।
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে,
তোমারে দেখিতে দেয় না।
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে
তোমায় যবে পাই দেখিতে,

হারাই হারাই সদা হয় ভয়,
হারাইয়া ফেলি চকিতে।
কী করিলে বলো পাইব তোমারে,
রাখিব আঁখিতে আঁখিতে।
এত প্রেম আমি কোথা পাবো নাথ,
তোমারে হৃদয়ে রাখিতে।
আর কারো পানে চাহিব না আর,
করিব হে আমি প্রাণপণ ;
তুমি যদি বলো এখনি করিব
বিষয়-বাসনা বিসর্জ্জন।

শুভ্র আসনে বিরাজো অরুণ-ছটামাঝে,
নীলাম্বরে ধরণী-'পরে
কিবা মহিমা তব বিকাশিল।
দীপ্ত সূর্য্য তব মুকুটোপরি,
চরণে কোটি তারা মিলাইল,
আলোকে প্রেমে আনন্দে
সকল জগত বিভাসিল॥

সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে,
শোনো শোনো পিতা।
কহো কানে কানে শুনাও প্রাণে প্রাণে
মঙ্গল বারতা॥

ক্ষুদ্র আশা নিয়ে   র'য়েছে বাঁচিয়ে,
সদাই ভাবনা—
যা-কিছু পায়   হারায়ে যায়,
না মানে সান্ত্বনা ॥
সুখ-আশে   দিশে দিশে
বেড়ায় কাতরে—
মরীচিকা   ধরিতে চায়
এ মরু প্রান্তরে ॥
ফুরায় বেলা,   ফুরায় খেলা,
সন্ধ্যা হ'য়ে আসে,—
কাঁদে তখন   আপন মন,
কাঁপে তরাসে ॥
কী হবে গতি,   বিশ্বপতি
শান্তি কোথা আছে—
তোমারে দাও,   আশা পূরাও,
তুমি এসো কাছে ॥

সংশয়-তিমির মাঝে না হেরি গতি হে।
প্রেম-আলোকে প্রকাশো জগপতি হে ॥
বিপদে সম্পদে থেকো না দূরে,
সতত বিরাজ হৃদয়-পুরে
তোমা বিনে অনাথ আমি অতি হে।
মিছে আশা ল'য়ে সতত ভ্রান্ত,
তাই প্রতিদিন হ'তেছি শ্রান্ত,
তবু চঞ্চল বিষয়ে মতি হে—

নিবারো নিবারো প্রাণের ক্রন্দন,
কাটো হে কাটো হে এ মায়া-বন্ধন,
রাখো রাখো চরণে এ মিনতি হে ॥

সংসারেতে চারিধার করিয়াছে অন্ধকার,
নয়নে তোমার জ্যোতি অধিক ফুটেছে তাই।
চৌদিকে বিষাদ-ঘোরে ঘেরিয়া ফেলেছে মোরে,
তোমার আনন্দ-মুখ হৃদয়ে দেখিতে পাই।
ফেলিয়া শোকের ছায়া মৃত্যু ফিরে পায় পায়
যতনের ধন যত কেড়ে কেড়ে নিয়ে যায় ;—
তবু সে-মৃত্যুর মাঝে অমৃত মূরতি রাজে,
মৃত্যুশোক পরিহরি' ওই মুখ পানে চাই ॥

অনেক দিয়েছো নাথ,
আমার বাসনা তবু পূরিল না ॥
দীন দশা ঘুচিল না, অশ্রুবারি মুছিল না—
গভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না মিটিল না ॥
দিয়েছো জীবন মন, প্রাণপ্রিয় পরিজন,
সুধাস্নিগ্ধ সমীরণ ; নীলকান্ত অম্বর,
শ্যামশোভা ধরণী।
এত যদি দিলে সখা, আরও দিতে হবে হে,
তোমারে না পেলে আমি, ফিরিব না ফিরিব না ॥

অন্ধ জনে দেহো আলো, মৃত জনে দেহো প্রাণ।
তুমি করুণামৃতসিন্ধু করো করুণা-কণা দান!
শুষ্ক হৃদয় মম কঠিন পাষাণসম,
প্রেম-সলিল-ধারে সিঞ্চহ শুষ্ক নয়ান॥
যে তোমারে ডাকে না হে, তা'রে তুমি ডাকো ডাকো,
তোমা হ'তে দূরে যে যায়, তা'রে তুমি রাখো রাখো।
তৃষিত যে-জন ফিরে তব সুধাসাগর-তীরে,
জুড়াও তাহারে স্নেহ নীরে, সুধা করাও হে পান॥
তোমারে পেয়েছিনু-যে, কখন্ হারানু অবহেলে,
কখন্ ঘুমাইনু হে আঁধার হেরি আঁখি মেলে'।
বিরহ জানাইব কায়, সান্ত্বনা কে দিবে হায়,
বরষ বরষ চ'লে যায়, হেরিনি প্রেম-বয়ান,—
দরশন দাও হে, দাও হে দাও, কাঁদে হৃদয় ম্রিয়মাণ॥

আজি বহিছে বসন্ত-পবন সুমন্দ তোমারি সুগন্ধ হে।
কত আকুল প্রাণ আজি গাহিছে গান, চাহে তোমারি পানে আনন্দে হে॥
জলে তোমার আলোক দ্যুলোক ভূলোকে গগন উৎসবপ্রাঙ্গণে—
চির-জ্যোতি পাইছে চন্দ্র তারা, আঁখি পাইছে অন্ধ হে॥
তব মধুর-মুখ-ভাতি-বিহসিত প্রেম-বিকশিত অন্তরে—
কত ভকত ডাকিছে, "নাথ, যাচি দিবস রজনী তব সঙ্গ হে।"
উঠে সজনে প্রান্তরে লোক লোকান্তরে যশোগাথা কত ছন্দে হে,
ঐ ভবশরণ, প্রভু, অভয় পদ তব সুর মানব মুনি বন্দে হে॥

আনন্দ র'য়েছে জাগি' ভুবনে তোমার
তুমি সদা নিকটে আছ ব'লে।
স্তব্ধ অবাক্ নীলাম্বরে রবি শশী তারা,
গাঁথিছে হে শুভ্র কিরণমালা॥
বিশ্বপরিবার তোমার ফেরে সুখে আকাশে,
তোমার ক্রোড় প্রসারিত ব্যোমে ব্যোমে।
আমি দীন সন্তান আছি সেই তব আশ্রয়ে,
তব স্নেহমুখপানে চাহি চিরদিন॥

আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারিনি তোমারে নাথ,
আমার লাজ ভয় আমার মান অপমান সুখ দুখ ভাবনা;
মাঝে র'য়েছে আবরণ কত শত কত মত
তাই কেঁদে ফিরি, তাই তোমারে না পাই,
মনে থেকে যায় তাই হে মনের বেদনা।
যাহা রেখেছি তাহে কী সুখ,
তাহে কেঁদে মরি তাহে ভেবে মরি!
তাই দিয়ে যদি তোমারে পাই কেন তা দিতে পারি না,
আমার জগতের সব তোমারে দেবো, দিয়ে তোমারে নেবো বাসনা॥

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হ'য়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই ক-দিন থাকে।
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে আয় ব'লে ওই ডেকেছে কে,
সেই গভীর স্বরে উদাস করে, আর কে কারে ধ'রে রাখে।

যেথায় থাকি যে যেখানে, বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
প্রাণের টানে টেনে আনে সেই প্রাণের বেদন জানে না কে ?
মান অপমান গেছে ঘুচে', নয়নের জল গেছে মুছে',
নবীন আশে হৃদয় ভাসে ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে।
কত দিনের সাধন ফলে মিলেছি আজ দলে দলে,
আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে দেখা দিয়ে আয় রে মা-কে ॥

আমি দীন অতি দীন—
কেমনে শুধিব, নাথ হে, তব করুণা-ঋণ।
তব স্নেহ শত ধারে ডুবাইছে সংসারে,
তাপিত হৃদয়মাঝে ঝরিছে নিশিদিন ॥
হৃদয়ে যা আছে, দিব তব কাছে,
তোমারি এ প্রেম দিব তোমারে—
চিরদিন তব কাজে রহিব জগত মাঝে,
জীবন ক'রেছি তোমার চরণতলে লীন ॥

আমায় ছ-জনায় মিলে' পথ দেখায় ব'লে,
পদে পদে পথ ভুলি হে।
নানা কথার ছলে নানান্ মুনি বলে,
সংশয়ে তাই দুলি হে ॥
তোমার কাছে যাবো এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে' ঘুচাবো প্রমাদ ;
কানের কাছে সবাই করিছে বিবাদ—
শত লোকের শত বুলি হে ॥

কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি
আড়াল ক'রে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,
ধরণীর ধুলো তাই নিয়ে আছি,
পাইনে চরণ-ধূলি হে।
শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়,
আপনা আপনি বিবাদ বাধায়,
কারে সামালিব, এ কী হ'লো দায়,
একা-যে অনেকগুলি হে॥
আমায় এক করো তোমার প্রেমে বেঁধে,
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে,
ধাঁধার মাঝে প'ড়ে কত মরি কেঁদে,
চরণেতে লহো তুলি' হে।

*

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্,
জগতজনের শ্রবণ জুড়াক্,
হিমাদ্রি-পাষাণ কেঁদে গ'লে যাক্,
মুখ তুলে' আজি চাহো রে।
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি',
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক্ বিজুলি,
প্রভাত-গগনে কোটি শির তুলি',
নির্ভয়ে আজি গাহো রে॥

বিশ কোটি কণ্ঠে মা ব'লে ডাকিলে,
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে,
দশ দিক্ সুখে ভাসিবে।

সেদিন প্রভাতে নূতন তপন,
নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,
আসিবে সেদিন আসিবে।

আপনার মায়ে মা ব'লে ডাকিলে,
আপনার ভা'য়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপ তাপ দূরে যায় চ'লে,
পুণ্য প্রেমের বাতাসে।
সেথায় বিরাজে দেব-আশীর্ব্বাদ,
না থাকে কলহ না থাকে বিবাদ,
ঘুচে অপমান, জেগে ওঠে প্রাণ,
বিমল প্রতিভা বিকাশে ॥

এত আনন্দধ্বনি উঠিল কোথায়,
জগতপুরবাসী সবে কোথায় ধায়।
কোন্ অমৃত ধনের পেয়েছে সন্ধান,
কোন্ সুধা করে পান।
কোন্ আলোকে আঁধার দূরে যায় ॥

কী ভয় অভয় ধামে, তুমি মহারাজা,
ভয় যায় তব নামে।
নির্ভয়ে অযুত সহস্র লোক ধায় হে,
গগনে গগনে সেই অভয় নাম গায় হে ॥

তব বলে করো বলী যারে কৃপাময়,
শোকভয় বিপদ মৃত্যুভয় দূর হয় তা'র।
আশা বিকাশে, সব বন্ধন ঘুচে,
নিত্য অমৃতরস পায় হে॥

কেন বাণী তব নাহি শুনি, নাথ হে।
অন্ধজনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে,
বিরহে তব কাটে দিনরাত হে॥
স্বপ্নসম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা,
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চির মরমবেদনা।
আপনপানে চাহি শুধু নয়ন-জলপাত হে॥
পরশে তব জীবন নব সহসা যদি জাগিল,
কেন জীবন বিফল করো মরণ শরঘাত হে
অহঙ্কার চূর্ণ করো, প্রেমে মন পূর্ণ করো,
হৃদয়মন হরণ করি' রাখো তব সাথ হে॥

কেন জাগে না জাগে না অবশ পরাণ।
নিশিদিন অচেতন ধূলি-শয়ান।
জাগিছে তারা নিশীথ আকাশে,
জাগিছে শত অনিমেষ নয়ান॥
বিহগ গাহে বনে, ফুটে ফুলরাশি,
চন্দ্রমা হাসে সুধাময় হাসি;
তব মাধুরী কেন জাগে না প্রাণে,
কেন হেরি না তব প্রেম-বয়ান॥

পাই জননীর অযাচিত স্নেহ,
ভাইভগিনী মিলি' মধুময় গেহ ;
কত ভাবে সদা তুমি আছ হে কাছে,
কেন করি তোমা হ'তে দূরে প্রয়াণ ॥

গাও বীণা, বীণা গাও রে।
অমৃত-মধুর তাঁর প্রেম-গান
মানব সবে শুনাও রে।
মধুর তানে নীরস প্রাণে
মধুর প্রেম জাগাও রে ॥
ব্যথিয়ো না কারে, ব্যথিতের তরে
পাষাণ প্রাণ কাঁদাও রে।
নিরাশেরে কহো আশার কাহিনী,
প্রাণে নব বল দাও রে,
আনন্দময়ের আনন্দ-আলয়
নব নব তানে ছাও রে।
প'ড়ে থাকো সদা বিভুর চরণে,
আপনারে ভুলে যাও রে ॥

চাহি না সুখে থাকিতে হে,
হেরো, কত দীনজন কাঁদিছে ॥
কত শোকের ক্রন্দন গগনে উঠিছে,
জীবন-বন্ধন নিমেষে টুটিছে,

কত ধূলিশায়ী জন, মলিন জীবন
সরমে চাহে ঢাকিতে হে।
শোকে হাহাকারে বধির শ্রবণ,
শুনিতে না পাই তোমার বচন,
হৃদয়বেদন করিতে মোচন
কারে ডাকি কারে ডাকিতে হে॥
আশার অমৃত ঢালি দাও প্রাণে,
আশীর্ব্বাদ করো আতুর সন্তানে,
পথহারা জনে ডাকি' গৃহপানে,
চরণে হবে রাখিতে হে।
প্রেম দাও, শোকে করিতে সান্ত্বনা,
ব্যথিত জনের ঘুচাতে যন্ত্রণা
তোমার কিরণ করহ প্রেরণ,
অশ্রু-আকুল আঁখিতে হে॥

চির দিবস নব মাধুরী নব শোভা তব বিশ্বে
নব কুসুম-পল্লব নব গীত নব আনন্দ॥
নব জ্যোতি বিভাসিত, নব প্রাণ বিকাশিত,
নব প্রীতি-প্রবাহ হিল্লোলে॥
চারিদিকে চিরদিন নবীন লাবণ্য
তব প্রেম-নয়ন-ছটা।
হৃদয়স্বামী তুমি চির প্রবীণ
তুমি চির নবীন, চির মঙ্গল, চির সুন্দর॥

ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে তাপ-হরণ স্নেহ-কোলে।
নয়ন সলিলে ফুটেছে হাসি,
ডাক শুনে সবে ছুটে চলে, তাপ-হরণ স্নেহ-কোলে।
ফিরিছে যারা পথে পথে, ভিক্ষা মাগিছে দ্বারে দ্বারে
শুনেছে তাহারা তব করুণা,
দুখী জনে তুমি নেবে তুলে, তাপ হরণ স্নেহ-কোলে॥

ডাকিছ শুনি জাগিনু প্রভু, আসিনু তব পাশে
আঁখি ফুটিল চাহি' উঠিল চরণ-দরশ আশে॥
খুলিল দ্বার, তিমিরভার দূর হইল ত্রাসে।
হেরিল পথ বিশ্বজগত ধাইল নিজ বাসে॥
বিমল কিরণ প্রেম-আঁখি সুন্দর পরকাশে।
নিখিল তায় অভয় পায়, সকল জগত হাসে॥
কানন সব ফুল্ল আজি, সৌরভ তব ভাসে।
মুগ্ধ হৃদয় মত্ত মধুপ প্রেম-কুসুম-বাসে॥
উজ্জ্বল যত ভকত-হৃদয়, মোহ-তিমির নাশে।
দাও নাথ, প্রেম-অমৃত বঞ্চিত তব দাসে॥

তুমি জাগিছ কে।
তব আঁখিজ্যোতি ভেদ ক'রে সঘন গহন
তিমির রাতি।
চাহিছ হৃদয়ে অনিমেষ নয়নে,
সংশয়চপল প্রাণ কম্পিত ত্রাসে।

কোথা লুকাবো তোমা হ'তে স্বামী,
এ কলঙ্কিত জীবন তুমি দেখিছ জানিছ,
প্রভু, ক্ষমা করো হে।
তব পদপ্রান্তে বসি' একান্তে দাও কাঁদিতে আমায়,
আর কোথায় যাই ?

তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার।
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত-পাথার।
তুমিই তো আনন্দ-লোক, জুড়াও প্রাণ নাশ' শোক,
তাপ-হরণ তোমার চরণ অসীম শরণ দীন জনার॥

তোমা লাগি', নাথ, জাগি জাগি হে,
সুখ নাই জীবনে তোমা বিনা।
সকলে চ'লে যায় ফেলে, চিরশরণ হে,
তুমি কাছে থাকো সুখে দুখে, নাথ,
পাপে তাপে আর কেহ নাহি॥

তোমারে জানিনে হে তবু মন তোমাতে ধায়।
তোমারে না জেনে বিশ্ব তবু তোমাতে বিরাম পায়॥
অসীম সৌন্দর্য্য তব কে ক'রেছে অনুভব হে,
সে মাধুরী চির নব,
আমি না জেনে প্রাণ সঁপেছি তোমায়॥

তুমি জ্যোতির জ্যোতি আমি অন্ধ আঁধারে ;
তুমি মুক্ত মহীয়ান্‌, আমি মগ্ন পাথারে ;
তুমি অন্তহীন, আমি ক্ষুদ্র দীন,
কী অপূর্ব্ব মিলন তোমায় আমায় ॥

তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না,
করে শুধু মিছে কোলাহল।
সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া
পান করে শুধু হলাহল ॥
আপনি কেটেছে আপনার মূল,
না জানে সাঁতার, নাহি পায় কূল,
স্রোতে যায় ভেসে, ডোবে বুঝি শেষে,
করে দিবানিশি টলমল ॥
আমি কোথা যাবো, কাহারে শুধাবো,
নিয়ে যায় সবে টানিয়া।
একেলা আমারে ফেলে যাবে শেষে
অকূল পাথারে আনিয়া।
সুহৃদের তরে চাই চারি ধারে,
আঁখি করিতেছে ছলছল ;
আপনার ভারে মরি-যে আপনি,
কাঁপিছে হৃদয় হীন-বল ॥

— —

তোমার দেখা পাবো ব'লে এসেছি-যে সখা !
শুন প্রিয়তম হে, কোথা আছ লুকাইয়ে,
তব গোপন বিজন গৃহে ল'য়ে যাও।

দেহো গো সরায়ে তপন তারকা,
আবরণ সব দূর করো হে, মোচন করো তিমির।
জগত আড়ালে থেকো না বিরলে,
লুকায়ো না আপনারি মহিমা-মাঝে,
তোমার গৃহের দ্বার খুলে দাও॥

তোমারি মধুর রূপে ভ'রেছো ভুবন,
মুগ্ধ নয়ন মম পুলকিত মোহিত মন।
তরুণ অরুণ নবীন ভাতি,
পূর্ণিমা-প্রসন্ন রাতি,
রূপ-রাশি-বিকশিত-তনু কুসুমবন।
তোমা পানে চাহি সকলে, সুন্দর,
রূপ হেরি' আকুল অন্তর,
তোমারে ঘেরিয়া ফিরে নিরন্তর,
তোমার প্রেম চাহি'।
উঠে সঙ্গীত তোমার পানে,
গগন পূর্ণ প্রেম-গানে,
তোমার চরণ ক'রেছে বরণ নিখিল জন॥

তার' তার' হরি, দীন জনে।
ডাকো তোমার পথে করুণাময়,
পূজন-সাধন-হীন জনে॥
অকূল সাগরে না হেরি ত্রাণ,
পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ,

মরণ-মাঝারে শরণ দাও হে,
রাখো এ দুর্ব্বল ক্ষীণ জনে॥
ঘেরিল যামিনী নিভিল আলো,
বৃথা কাজে মম দিন ফুরালো
পথ নাহি প্রভু, পাথেয় নাহি,
ডাকি তোমারে প্রাণপণে।
দিক্‌হারা সদা মরি-যে ঘুরে,
যাই তোমা হ'তে দূর সুদূরে,
পথ হারাই রসাতল-পুরে,
অন্ধ এ লোচন মোহ-ঘনে॥

দীর্ঘ জীবন পথ, কত দুঃখ তাপ, কত শোক দহন—
গেয়ে চলি তবু তাঁর করুণার গান।
খুলে রেখেছেন তাঁর অমৃত ভবন দ্বার
শ্রান্তি ঘুচিবে অশ্রু মুছিবে এ পথের হবে অবসান।
অনন্তের পানে চাহি আনন্দের গান গাহি
ক্ষুদ্র শোক তাপ নাহি নাহি রে—
অনন্ত আলয় যার কিসের ভাবনা তা'র
নিমেষের তুচ্ছ ভারে হবো না রে ম্রিয়মাণ॥

দুখের কথা তোমায় বলিব না, দুখ
ভুলেছি ও কর-পরশে।
যা-কিছু দিয়েছো, তাই পেয়ে, নাথ,
সুখে আছি, আছি হরষে॥

আনন্দ-আলয় এ মধুর ভব,
হেথা আমি আছি, এ কী স্নেহ তব ;
তোমার চন্দ্রমা, তোমার তপন
মধুর কিরণ বরষে ॥
কত নব হাসি ফুটে ফুল-বনে,
প্রতিদিন নব প্রভাতে ;
প্রতিনিশি কত গ্রহ কত তারা
তোমার নীরব সভাতে ;
জননীর স্নেহ, সুহৃদের প্রীতি,
শত-ধারে সুধা ঢালে নিতি নিতি,
জগতের প্রেম, মধুর মাধুরী,
ডুবায় অমৃত-সরসে ॥
ক্ষুদ্র মোরা তবু না জানি মরণ
দিয়েছো তোমার অভয় শরণ,
শোক তাপ সব হয় হে হরণ
তোমার চরণ দরশে ।
প্রতিদিন যেন বাড়ে ভালোবাসা,
প্রতিদিন মিটে প্রাণের পিপাসা,
পাই নব প্রাণ, জাগে নব আশা
নব নব নব বরষে ॥

দেবাদিদেব মহাদেব ।
অসীম সম্পদ অসীম মহিমা ।
মহাসভা তব অনন্ত আকাশে,
কোটি কণ্ঠ গাহে জয় জয় জয় হে ॥

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েছো নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে,
হৃদয়ে রয়েছো গোপনে।
বাসনার বশে মন অবিরত
ধায় দশদিশে পাগলের মতো,
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত,
জাগিছ শয়নে স্বপনে।
সবাই ছেড়েছে, নাই যার কেহ
তুমি আছ তা'র, আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন, পথ যার গেহ,
সে-ও আছে তব ভবনে।
তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাহি আর,
সমুখে অনন্ত জীবন বিস্তার,
কাল-পারাবার করিতেছ পার,
কেহ নাহি জানে কেমনে।
জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি,
তুমি প্রাণময়, তাই আমি বাঁচি,
যত পাই তোমায় আরো তত যাচি,
যত জানি তত জানি নে।
জানি আমি তোমায় পাবো নিরন্তর
লোক লোকান্তরে যুগ যুগান্তর,
তুমি আর আমি, মাঝে কেহ নাই,
কোনো বাধা নাই ভুবনে॥

নিশিদিন চাহ' রে তাঁর পানে।
বিকশিবে প্রাণ তাঁর গুণগানে।
হেরো রে অন্তরে সে-মুখ সুন্দর
ভোলো দুঃখ তাঁর প্রেম-মধু-পানে॥

নিকটে দেখিব তোমারে বাসনা ক'রেছি মনে।
চাহিব না হে চাহিব না হে দূর দূরান্তর গগনে।
দেখিব তোমারে গৃহ মাঝারে, জননীস্নেহে ভ্রাতৃপ্রেমে,
শত সহস্র মঙ্গলবন্ধনে।
হেরিব উৎসব মাঝে, মঙ্গল কাজে,
প্রতিদিন হেরিব জীবনে।
হেরিব উজ্জ্বল বিমল মূর্ত্তি তব শোকে দুঃখে মরণে,
হেরিব সজনে নর-নারী মুখে, হেরিব বিজনে বিরলে হে,
গভীর অন্তর-আসনে॥

পেয়েছি সন্ধান তব অন্তর্যামী,
অন্তরে দেখেছি তোমারে।
চকিতে চপল আলোকে, হৃদয়-শতদল মাঝে,
হেরিনু এ কী অপরূপ রূপ।
কোথা ফিরিতেছিলাম পথে পথে দ্বারে দ্বারে
মাতিয়া কলরবে;
সহসা কোলাহল মাঝে শুনেছি তব আহ্বান,
নিভৃত হৃদয়মাঝে
মধুর গভীর শান্তবাণী॥

পেয়েছি অভয়-পদ আর ভয় কারে,
আনন্দে চ'লেছি ভবপারাবার-পারে।
মধুর শীতল ছায় শোক তাপ দূরে যায়,
করুণা-কিরণ তাঁর অরুণ বিকাশে।
জীবনে মরণে আর কভু না ছাড়িব তাঁরে॥

প্রভাতে বিমল আনন্দে বিকশিত কুসুমগন্ধে
বিহঙ্গম গীত-ছন্দে তোমার আভাস পাই॥
জাগে বিশ্ব তব ভবনে প্রতি দিন নব জীবনে,
অগাধ শূন্য পূরে কিরণে,
খচিত নিখিল বিচিত্র বরণে—
বিরল আসনে বসি' তুমি সব দেখিছ চাহি'॥
চারিদিকে করে খেলা বরণ-কিরণ-জীবন-মেলা,
কোথা তুমি অন্তরালে।
অন্ত কোথায়, অন্ত কোথায়,
অন্ত তোমার নাহি নাহি॥

ফিরো না ফিরো না আজি, এসেছো দুয়ারে,
শূন্য হাতে কোথা যাও শূন্য সংসারে।
আজ তাঁরে যাও দেখে, হৃদয়ে আনো গো ডেকে,
অমৃত ভরিয়া লও মরম মাঝারে।
শুষ্ক প্রাণ শুষ্ক রেখে কার পানে চাও—
শূন্য দুটো কথা শুনে কোথা চ'লে যাও।
তোমার কথা তাঁরে ক'য়ে তাঁর কথা যাও ল'য়ে
চ'লে যাও তাঁর কাছে রেখে আপনারে॥

ব'সে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী।
কবে বাহির হইব জগতে, মম জীবন ধন্য মানি' ॥
কবে প্রাণ জাগিবে, তব প্রেম গাহিবে,
দ্বারে দ্বারে ফিরি' সবার হৃদয় চাহিবে,
নরনারী মন করিয়া হরণ চরণে দিবে আনি' ॥
কেহ শুনে না গান, জাগে না প্রাণ,
বিফলে গীত অবসান,
তোমার বচন করিব রচন সাধ্য নাহি নাহি।
তুমি না কহিলে কেমনে কবো
প্রবল অজেয় বাণী তব,
তুমি যা বলিবে তাই বলিব, আমি কিছুই না জানি ;
তব নামে আমি সবারে ডাকিব, হৃদয়ে লইব টানি' ॥

বর্ষ গেল, বৃথা গেল কিছুই করিনি হায়,
আপন শূন্যতা ল'য়ে জীবন বহিয়া যায়।
তবু তো আমার কাছে, নব রবি উদিয়াছে,
তবু তো জীবন ঢালি' বহিছে নবীন বায়।
বহিছে বিমল উষা তোমার আশীষ বাণী,
তোমার করুণা-সুধা হৃদয়ে দিতেছে আনি'।
রেখেছো জগত-পুরে, মোরে তো ফেলো নি দূরে,
অসীম আশ্বাসে তাই পুলকে শিহরে কায়।

ভয় হয় পাছে তব নামে আমি
আমারে করি প্রচার হে।
মোহ-বশে পাছে ঘিরে আমায়, তব
নাম-গান-অহঙ্কার হে ॥

তোমার কাছে কিছু নাহি তো লুকানো,
অন্তরের কথা তুমি সব জানো,
আমি কত দীন, আমি কত হীন,
কেহ নাহি জানে আর হে ॥
ক্ষুদ্র কণ্ঠে যবে উঠে তব নাম।
বিশ্ব শুনে তোমায় করে গো প্রণাম,
তাই আমার পাছে জাগে অভিমান,
গ্রাসে আমায় আঁধার হে,
পাছে প্রতারণা করি আপনারে,
তোমার আসনে বসাই আমারে,
রাখো মোহ হ'তে রাখো তম হ'তে,
রাখো রাখো বার বার হে ॥

মিটিল সব ক্ষুধা তাঁহার প্রেম-সুধা
চলো রে ঘরে ল'য়ে যাই।
সেথা-যে কত লোক পেয়েছে কত শোক,
তৃষিত আছে কত ভাই।
ডাকো রে তাঁর নামে সবারে নিজ-ধামে,
সকলে তাঁর গুণ গাই।
দুখী কাতর জনে রেখো রে রেখো মনে,
হৃদয়ে সবে দেহো ঠাঁই।
সতত চাহি' তাঁরে ভোলো রে আপনারে,
সবারে করো রে আপন।
শান্তি আহরণে শান্তি বিতরণে
জীবন করো রে যাপন।

এত-যে সুখ আছে কে তাহা শুনিয়াছে,
চলো রে সবারে শুনাই—
বলো রে ডেকে বলো, "পিতার ঘরে চলো,
হেথায় শোক তাপ নাই।"

যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি,
তা'রা তো চাহে না আমারে।
তা'রা আসে তা'রা চ'লে যায় দূরে,
ফেলে যায় মরু মাঝারে॥
দু-দিনের হাসি দু-দিনে ফুরায়,
দীপ নিভে যায় আঁধারে;
কে রহে তখন, মুছাতে নয়ন,
ডেকে ডেকে মরি কাহারে॥
যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই
আপনার মন ভুলাতে;
শেষে দেখি হায় ভেঙে সব যায়,
ধূলা হ'য়ে যায় ধূলাতে;
সুখের আশায় মরি পিপাসায়,
ডুবে মরি দুখ-পাথারে,
রবি শশী তারা কোথা হয় হারা,
দেখিতে না পাই তোমারে॥

শান্তি সমুদ্র তুমি গভীর অতি অগাধ আনন্দ রাশি।
তোমাতে সব দুঃখ জ্বালা করি' নির্ব্বাণ, ভুলিব সংসার
অসীম সুখ সাগরে ডুবে যাবো।

শোনো তাঁর সুধাবাণী শুভ মুহূর্ত্তে শান্ত প্রাণে,
ছাড়ো ছাড়ো কোলাহল, ছাড়ো রে আপন কথা।
আকাশে দিবানিশি উথলে সঙ্গীত-ধ্বনি তাঁহার,
কে শুনে সে-মধুবীণারব—
অধীর বিশ্ব শূন্যপথে হ'লো বাহির ॥

শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন,
এসেছে তোমার দ্বারে শূন্য ফেরে না যেন ॥
কাঁদে যারা নিরাশায় আঁখি যেন মুছে যায়,
যেন গো অভয় পায় ত্রাসে কম্পিত মন ॥
কত শত আছে দীন, অভাগা আলয়হীন,
শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাঁদিতেছে নিশিদিন।
পাপে যারা ডুবিয়াছে যাবে তা'রা কার কাছে,
কোথা হায় পথ আছে, দাও তা'রে দরশন ॥

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি,
ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে।
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজো,
দুখ-জ্বালা সেই পাসরে—
সব দুখ জ্বালা সেই পাসরে।
তোমার জ্ঞানে তোমার ধ্যানে
তব নামে কত মাধুরী
যেই ভকত সেই জানে,
তুমি জানাও যারে সেই জানে।
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে ॥

স্বামী, তুমি এসো আজ অন্ধকার হৃদয় মাঝে,
পাপে ম্লান পাই লাজ, ডাকি হে তোমারে।
ক্রন্দন উঠিছে প্রাণে, মন শান্তি নাহি মানে,
পথ তবু নাহি জানে আপন আঁধারে।
ধিক ধিক জনম মম, বিফল বিষয়-শ্রম,
বিফল ক্ষণিক প্রেম টুটিয়া যায় বারবার।
সন্তাপে হৃদয় দহে, নয়নে অশ্রুবারি বহে,
বাড়িছে বিষয়-পিপাসা বিষম বিষ-বিকারে॥

হায় কে দিবে আর সান্ত্বনা!
সকলে গিয়েছে হে তুমি যেয়ো না,
চাহো প্রসন্ন নয়নে প্রভু, দীন অধীন জনে।
চারিদিকে চাই হেরি না কাহারে,
কেন গেলে ফেলে একেলা আঁধারে,
হেরো হে শূন্য ভুবন মম॥

হেরি' তব বিমল মুখ-ভাতি—
দূর হ'লো গহন দুখ-রাতি।
ফুটিল মন-প্রাণ মম তব চরণ-লালসে,
দিনু হৃদয়-কমল-দল পাতি'॥
তব নয়ন-জ্যোতিকণা লাগি',
তরুণ রবি-কিরণ উঠে জাগি'।
নয়ন খুলি' বিশ্বজন বদন তুলি' চাহিল
তব দরশ-পরশ-সুখ মাগি'।

গগন-তল মগন হ'লো শুভ্র তব হাসিতে,
উঠিল ফুটি' কত কুসুমপাতি—
হেরি' তব বিমল মুখভাতি ॥
ধ্বনিত বন বিহগ-কলতানে,
গীত সব ধায় তব পানে।
পূর্ব্ব গগনে জগত জাগি' উঠি' গাহিল,
পূর্ণ সব তব রচিত গানে।
প্রেম-রস পান করি', গান করি' কাননে,
উঠিল মন প্রাণ মম মাতি'—
হেরি' তব বিমল মুখভাতি ॥

তুমি আপনি জাগাও মোরে তব সুধা-পরশে,
হৃদয়নাথ, তিমির-রজনী-অবসানে হেরি তোমারে।
ধীরে ধীরে বিকাশো হৃদয়-গগনে বিমল তব মুখভাতি ॥

নূতন প্রাণ দাও, প্রাণসখা, আজি সুপ্রভাতে।
বিষাদ সব করো দূর নবীন আনন্দে,
প্রাচীন রজনী নাশো নূতন উষালোকে ॥

জাগ্রত বিশ্ব-কোলাহলমাঝে
তুমি গম্ভীর, স্তব্ধ, শান্ত, নির্ব্বিকার,
পরিপূর্ণ মহাজ্ঞান।

তোমা পানে ধায় প্রাণ
সব কোলাহল ছাড়ি',
চঞ্চল নদী যেমন ধায় সাগরে ॥

কেমনে ফিরিয়া যাও না দেখি' তাঁহারে।
কেমনে জীবন কাটে চির অন্ধকারে ॥
মহান্ জগতে থাকি' বিস্ময়বিহীন আঁখি,
বারেক না দেখো তাঁরে এ বিশ্ব মাঝারে।
যতনে জাগায়ে জ্যোতি ফিরে কোটি সূর্য্যলোক,
তুমি কেন নিভায়েছ আত্মার আলোক।
তাঁহার আহ্বান-রবে আনন্দে চলিছে সবে,
তুমি কেন ব'সে আছ এ ক্ষুদ্র সংসারে ॥

সবে আনন্দ করো
প্রিয়তম নাথে ল'য়ে যতনে হৃদয়ধামে।
সঙ্গীত-ধ্বনি জাগাও জগতে প্রভাতে
শুদ্ধ গগন পূর্ণ করো ব্রহ্মনামে।

আজি হেরি সংসার অমৃতময়।
মধুর পবন, বিমল কিরণ, ফুল্ল বন,
মধুর বিহগকলধ্বনি ॥

কোথা হ'তে বহিল সহসা প্রাণভরা প্রেমহিল্লোল, আহা,
হৃদয়কুসুম উঠিল ফুটি' পুলকভরে ॥
অতি আশ্চর্য্য, দেখো সবে দীনহীন ক্ষুদ্র হৃদয়মাঝে,
অসীম জগতস্বামী বিরাজে সুন্দর শোভন।
ধন্য এই মানব-জীবন ধন্য বিশ্ব-জগত,
ধন্য তাঁর প্রেম, তিনি ধন্য ধন্য ॥

তোমারি ইচ্ছা হৌক পূর্ণ, করুণাময় স্বামী।
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা,
দাও দুঃখ দাও তাপ, সকলি সহিব আমি।
তব প্রেম-আখি সতত জাগে জেনেও না জানি ;
ঐ মঙ্গল রূপ ভুলি, তাই শোক-সাগরে নামি।
আনন্দময় তোমার বিশ্ব শোভাসুখপূর্ণ ;
আমি আপন দোষে দুঃখ পাই, বাসনা-অনুগামী।
মোহ-বন্ধ ছিন্ন করো কঠিন আঘাতে ;
অশ্রুসলিলধৌত হৃদয়ে থাকো দিবস-যামী ॥

নব আনন্দে জাগো আজি, নব রবি-কিরণে,
শুভ্র সুন্দর প্রীতি-উজ্জ্বল নির্ম্মল জীবনে।
উৎসারিত নব জীবন-নির্ঝর উচ্ছ্বাসিত আশা-গীতি,
অমৃত পুষ্পগন্ধ বহে আজি এই শান্তি পবনে ॥

ঐ পোহাইল তিমির রাতি।
পূর্ব্বগগনে দেখা দিল নব প্রভাতছটা,
জীবনে, যৌবনে, হৃদয়ে বাহিরে
প্রকাশিল অতি অপরূপ মধুর ভাতি॥
কে পাঠালে এ শুভদিন নিদ্রা মাঝে,
মহা মহোল্লাসে জাগাইলে চরাচর,
সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদ বরষিলে
করি' প্রচার সুখ-বারতা—
তুমি চির সাথের সাথী॥

শ্রান্ত কেন, ওহে পান্থ, পথপ্রান্তে ব'সে এ কী খেলা।
আজি বহে অমৃত সমীরণ, চলো চলো এই বেলা।
তাঁর দ্বারে হেরো ত্রিভুবন দাঁড়ায়ে,
সেথা অনন্ত উৎসব জাগে,
সকল শোভা গন্ধ সঙ্গীত আনন্দের মেলা॥

পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এসো,
এসো মনোরঞ্জন।
আলোকে আঁধার হোক চূর্ণ, অমৃতে মৃত্যু করো পূর্ণ,
করো গভীর দারিদ্র্য ভঞ্জন।
সকল সংসার দাঁড়াবে সরিয়া, তুমি হৃদয়ে আসিছ দেখি';
জ্যোতির্ম্ময় তোমার প্রকাশে শশী তপন পায় লাজ,
সকলের তুমি গর্ব্বগঞ্জন॥

অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ; কত গ্রহ উপগ্রহ,
কত চন্দ্র তপন ফিরিছে, বিচিত্র আলোক জ্বালায়ে,
তুমি কোথায়—তুমি কোথায়!
হায় সকলি অন্ধকার—চন্দ্র, সূর্য্য, সকল কিরণ,
আঁধার নিখিল বিশ্বজগত,
তোমার প্রকাশ হৃদয়মাঝে সুন্দর মোর নাথ,
মধুর প্রেম-আলোকে,
তোমারি মাধুরী তোমারে প্রকাশে॥

আছ অন্তরে চিরদিন, তবু কেন কাঁদি।
তবু কেন হেরি না তোমার জ্যোতি,
কেন দিশাহারা অন্ধকারে॥
অকূলের কূল তুমি আমার,
তবু কেন ভেসে যাই মরণের পারাবারে।
আনন্দঘন বিভু, তুমি যার স্বামী;
সে কেন ফিরে পথে দ্বারে দ্বারে॥

জগতে তুমি রাজা, অসীম প্রতাপ
হৃদয়ে তুমি হৃদয়নাথ হৃদয়-হরণ-রূপ॥
নীলাম্বর জ্যোতিখচিত চরণ-প্রান্তে প্রসারিত,
ফিরে সভয়ে নিয়ম-পথে অনন্ত লোক॥

নিভৃত হৃদয়মাঝে কিবা প্রসন্ন মুখচ্ছবি,
প্রেমপরিপূর্ণ মধুর ভাতি।
ভকত-হৃদয়ে তব করুণারস সতত বহে,
দীনজনে সতত করো অভয় দান ॥

জাগিতে হবে রে,
মোহ-নিদ্রা কভু না র'বে চিরদিন,
ত্যজিতে হইবে সুখ-শয়ন অশনি-ঘোষণে।
জাগে তাঁর ন্যায়দণ্ড সর্ব্বভুবনে,
ফিরে তাঁর কালচক্র অসীম গগনে;
জ্বলে তাঁর রুদ্র-নেত্র পাপ-তিমিরে ॥

নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও।
মাঝে কিছু রেখো না রেখো না,
থেকো না থেকো না দূরে।
নির্জ্জনে সজনে অন্তরে বাহিরে,
নিত্য তোমারে হেরিব ॥

হৃদয়-বেদনা বহিয়া প্রভু, এসেছি তব দ্বারে ॥
তুমি অন্তর্যামী হৃদয়স্বামী, সকলি জানিছ হে—
যত দুঃখ লাজ দারিদ্র্য সঙ্কট আর জানাইব কারে ॥
অপরাধ কত ক'রেছি নাথ, মোহ-পাশে প'ড়ে;

তুমি ছাড়া প্রভু, মার্জ্জনা কেহ করিবে না সংসারে ॥
সব বাসনা দিব বিসর্জ্জন তোমার প্রেম পাথারে ;
সব বিরহ বিচ্ছেদ ভুলিব, তব মিলন-অমৃত-ধারে ॥
আর আপন ভাবনা পারি না ভাবিতে, তুমি লহো মোর ভার ;
পরিশ্রান্ত জনে প্রভু, ল'য়ে যাও সংসার-সাগরপারে ॥

শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা প্রাণেশ্বর,
দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু,
প্রেমবিন্দু কাতরে করো দান।
কোরো না সখা কোরো না
চির-নিষ্ফল এই জীবন,
প্রভু, জনমে মরণে তুমি গতি,
চরণে দাও স্থান ॥

জয় রাজরাজেশ্বর ! জয় অরূপ সুন্দর।
জয় প্রেম-সাগর, জয় ক্ষেম-আকর,
তিমির তিরস্কর হৃদয়-গগন-ভাস্কর।

চির বন্ধু, চির নির্ভর, চিরশান্তি
তুমি হে প্রভু,
তুমি চিরমঙ্গল সখা হে, (তোমার জগতে)
চিরসঙ্গী চির জীবনে।

চির প্রীতি-সুধা-নির্ঝর তুমি হে হৃদয়েশ।
তব জয় সঙ্গীত ধ্বনিছে (তোমার জগতে)
চির দিবা চির রজনী।

এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে,
আনন্দ-বসন্ত-সমাগমে।
বিকশিত প্রীতি-কুসুম হে,
পুলকিত চিত্ত-কাননে।
জীবন-লতা অবনতা তব চরণে।
হরষ-গীত উচ্ছুসিত হে,
কিরণ-মগন গগনে॥

হৃদয়-মন্দিরে, প্রাণাধীশ, আছ গোপনে।
অমৃত সৌরভে আকুল প্রাণ (হায়)
ভ্রমিয়া জগতে না পায় সন্ধান,
কে পারে পশিতে আনন্দ ভবনে
তোমার করুণা-কিরণ বিহনে।

আনন্দ-লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজো সত্য সুন্দর॥
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহা-গগন মাঝে,
বিশ্বজগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে॥
গ্রহতারক চন্দ্রতপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে
করিছে পান, করিছে স্নান, অক্ষয় কিরণে॥

ধরণী-'পর ঝরে নির্ঝর, মোহন মধু শোভা,
ফুল পল্লব গীত গন্ধ সুন্দর বরণে ॥
বহে জীবন রজনী দিন চিরনূতন ধারা,
করুণা তব অবিশ্রাম জনমে মরণে ॥
স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ ;
কত সান্ত্বন করো বর্ষণ সন্তাপ হরণে ॥
জগতে তব কী মহোৎসব, বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয়শরণে ॥

তুমি হে প্রেমের রবি আলো করি' চরাচর।
যত করো বিতরণ অক্ষয় তোমার কর।
দু-জনের আঁখি-'পরে তুমি থাকো আলো ক'রে,
তাহ'লে আঁধারে আর বলো হে কিসের ডর ॥
দেখো প্রভু, চিরদিন আঁখি-'পরে থেকো জেগে,
তোমারি আলোকে বসি' উজ্জ্বল-আনন শশী
উভয়ে উভয়ে হেরে পুলকিত কলেবর ॥

দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি
বলো দেব, কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়।
সম্মুখে র'য়েছো তা'র, তুমি প্রেম-পারাবার,
তোমারি অনন্ত হৃদে দুটিতে মিলিতে চায়।
সেই এক আশা করি' দুইজনে মিলিয়াছে,
সেই এক লক্ষ্য ধরি' দুইজনে চলিয়াছে,
পথে বাধা শত শত, পাষাণ পর্ব্বত কত,
দুই বলে এক হ'য়ে ভাঙিয়া ফেলিবে তায়।

অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে,
তোমারি স্নেহের কোলে যেন গো আশ্রয় মিলে।
দুটি হৃদয়ের সুখ, দুটি হৃদয়ের দুখ,
দুটি হৃদয়ের আশা, মিলায় তোমার পায়।

দুটি প্রাণ এক ঠাঁই তুমি তো এনেছো ডাকি',
শুভকার্য্যে জাগিতেছে তোমার প্রসন্ন আঁখি।
এ জগত চরাচরে বেঁধেছো-যে প্রেমডোরে,
সে-প্রেমে বাঁধিয়া দোঁহে স্নেহছায়ে রাখো ঢাকি'।
তোমারি আদেশ ল'য়ে সংসারে পশিবে দোঁহে,
তোমারি আশিস্-বলে এড়াইবে মায়া মোহে।
সাধিতে তোমার কাজ দু-জনে চলিবে আজ,
হৃদয়ে মিলাবে হৃদি তোমাবে হৃদয়ে রাখি'॥

যাও রে অনন্তধামে মোহ মায়া পাসরি'
দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি।
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে-লোকে,
কেবলি আনন্দ-স্রোত চ'লেছে প্রবাহি'॥
যাও রে অনন্তধামে, অমৃত নিকেতনে,
অমরগণ লইবে তোমা উদার প্রাণে।
দেব ঋষি, রাজ ঋষি, ব্রহ্ম ঋষি যে-লোকে
ধ্যানভরে গানে করে একতানে।
যাও রে অনন্তধামে জ্যোতির্ময় আলয়ে
শুভ্র সেই চির বিমল পুণ্যকিরণে
যায় যেথা দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান,
যাও বৎস, যাও সেই দেব সদনে।

শুভদিনে এসেছে দোঁহে চরণে তোমার,
শিখাও প্রেমের শিক্ষা, কোথা যাবে আর।
যে প্রেম সুখেতে কভু মলিন না হয় প্রভু,
যে প্রেম দুঃখেতে ধরে উজ্জ্বল আকার।
যে প্রেম সমান ভাবে র'বে চিরদিন,
নিমেষে নিমেষে যাহা হইবে নবীন;
যে প্রেমের শুভ্র হাসি প্রভাত কিরণরাশি,
যে প্রেমের অশ্রুজল শিশির উষার॥

শুভদিনে শুভক্ষণে পৃথিবী আনন্দ মনে,
দুটি হৃদয়ের ফুল উপহার দিল আজ।
ওই চরণের কাছে, দেখো গো পড়িয়া আছে,
তোমার দক্ষিণ হস্তে তুলে' লও লও রাজ রাজ।
এক সূত্র দিয়ে দেব, গেঁথে রাখো একসাথে
টুটে না ছিঁড়ে না যেন, থাকে যেন ওই মনে,
তোমার শিশির দিয়ে, রাখো তা'রে বাঁচাইয়ে
কী জানি শুকায় পাছে সংসার রৌরব মাঝে।

সুখে থাকো আর সুখী করো সবে,
তোমার প্রেম ধন্য হোক্ ভবে।
মঙ্গলের পথে থেকো নিরন্তর,
মহত্ত্বের 'পরে রাখিয়ো নির্ভর,
ধ্রুব সত্য তাঁরে ধ্রুবতারা করো,
সংশয় নিশীথে সংসার-অর্ণবে।

চিরসুধাময় প্রেমের মিলন
মধুর করিয়া রাখুক জীবন,
দু-জনার বলে সবল দু-জন
জীবনের কাজ সাধিয়ো নীরবে!
কত দুঃখ আছে কত অশ্রুজল,
প্রেম-বলে তবু থাকিয়ো অটল,
তাঁহারি ইচ্ছা হউক সফল
বিপদে সম্পদে শোকে উৎসবে ॥

নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময়,
পরিপূর্ণ জ্ঞানময়,
কবে হবে বিভাসিত মম চিত্ত-আকাশে ॥
র'য়েছি বসি' দীর্ঘ নিশি চাহিয়া উদয় দিশি,
ঊর্দ্ধমুখে করপুটে,
নব সুখ, নব প্রাণ, নব দিবা আশে ॥
কী দেখিব, কী জানিব, না জানি সে কী আনন্দ,
নূতন আলোক আপন মন মাঝে।
সে-আলোকে মহাসুখে আপন আলয়-মুখে
চ'লে যাবো গান গাহি',
কে রহিবে আর দূর পরবাসে ॥

এসো হে গৃহদেবতা।
এ ভবন পুণ্য-প্রভাবে করো পবিত্র।
বিরাজো জননী, সবার জীবন ভরি',
দেখাও আদর্শ মহান্ চরিত্র।

শিখাও করিতে ক্ষমা, করো হে ক্ষমা,
জাগায়ে রাখো মনে তব উপমা,
দেহো ধৈর্য্য হৃদয়ে—
সুখে দুখে সঙ্কটে অটল চিত্ত।
দেখাও রজনী-দিবা বিমল বিভা,
বিতর' পুর-জনে শুভ্র প্রতিভা,
নব শোভা-কিরণে
করো গৃহ সুন্দর রম্য-বিচিত্র।
সবে করো প্রেমদান পূরিয়া প্রাণ,
ভুলায়ে রাখো সখা, আত্মাভিমান।
সব বৈরী হবে দূর
তোমারে বরণ করি, জীবন-মিত্র।

হৃদয়-নন্দন-বনে নিভৃত এ নিকেতনে
এসো হে আনন্দময়, এসো চির-সুন্দর ॥
দেখাও তব প্রেমমুখ, পাসরি' সর্ব্ব দুখ,
বিরহ-কাতর তপ্ত চিত্তমাঝে বিহরো ॥
শুভদিন শুভরজনী আনো আনো এ জীবনে,
ব্যর্থ এ নর-জনম সফল করো প্রিয়তম ;
মধুর চিরসঙ্গীতে ধ্বনিত করো অন্তর,
ঝরিবে জীবনে মনে দিবানিশা সুধা-নির্ঝর ॥

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,
দিন-রজনী কত অমৃত-রস উথলি' যায় অনন্ত গগনে ॥
পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া,
সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি,
নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে ॥

বসিয়া আছ কেন আপন মনে,
স্বার্থ নিমগন কী কারণে ?
চারিদিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি',
ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি,
প্রেম ভরিয়া লহো শূন্য জীবনে ॥

হে মহা প্রবল বলী,
কত অসংখ্য গ্রহতারা তপন চন্দ্র
ধারণ করে তোমার বাহু,
নরপতি ভূমাপতি হে দেববন্দ্য।
ধন্য ধন্য তুমি মহেশ,
ধন্য গাহে সর্ব্ব দেশ,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বিশ্বলোকে এক ইন্দ্র।
অন্ত নাহি জানে মহাকাল মহাকাশ
গীত ছন্দে করে প্রদক্ষিণ ;
তব অভয়-চরণে শরণাগত দীনহীন,
হে রাজা বিশ্ববন্ধু ॥

অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী।
তবু সদা দূরে ভ্রমিতেছি আমি ॥
সংসারসুখ ক'রেছি বরণ,
তবু তুমি মম জীবনস্বামী ॥

না জানিয়া পথ ভ্রমিতেছি পথে,
আপন গৌরবে অসীম জগতে।
তবু স্নেহনেত্র জাগে ধ্রুবতারা,
তব শুভ আশীষ আসিছে নামি' ॥

কামনা করি একান্তে,
হউক বরষিত নিখিল বিশ্বে সুখ শান্তি।
পাপতাপ হিংসা শোক,
পাসরে সকল লোক,
সকল প্রাণী পায় কূল
সেই তব তাপিত-শরণ অভয়-চরণ-প্রান্তে ॥

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালমাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে।
তুমি আছ বিশ্বনাথ অসীম রহস্যমাঝে
নীরবে একাকী আপন মহিমা-নিলয়ে ॥
অনন্ত এ দেশকালে, অগণ্য এ দীপ্ত লোকে,
তুমি আছ মোরে চাহি', আমি চাহি তোমা পানে।
স্তব্ধ সর্ব্ব কোলাহল, শান্তিমগ্ন চরাচর,
এক তুমি, তোমা মাঝে আমি একা নির্ভয়ে ॥

শীতল তব পদছায়া, তাপ-হরণ তব সুধা,
অগাধ গভীর তোমার শান্তি,
অভয় অশোক তব প্রেমমুখ।
অসীম করুণা তব, নব নব তব মাধুরী,
অমৃত তোমার বাণী ॥

— —

আজি রাজ-আসনে তোমারে বসাইব হৃদয় মাঝারে ;
সকল কামনা সঁপিব চরণে, অভিষেক-উপহারে।
তোমারে বিশ্বরাজ, অন্তরে রাখিব
তোমার ভকতেরি এ অভিমান।
ফিরিবে বাহিরে সর্ব্ব চরাচর, তুমি চিত্ত-আগারে ॥

———

তোমা-হীন কাটে দিবস হে প্রভু,
হায় তোমা-হীন মোর স্বপ্ন জাগরণ,
কবে আসিবে হিয়া মাঝারে।

——

ব্যাকুল প্রাণ কোথা সুদূরে ফিরে,
ডাকি লহো প্রভু, তব ভবন মাঝে
ভবপারে সুধাসিন্ধুতীরে ॥

———

এ কী করুণা করুণাময়।

হৃদয়-শতদল উঠিল ফুটি'

অমল কিরণে তব পদতলে।

অন্তরে বাহিরে হেরিনু তোমারে লোকে লোকে লোকান্তরে,

আঁধারে আলোকে, সুখে দুখে হেরিনু হে

স্নেহে প্রেমে জগতময় চিত্তময়॥

উজ্জ্বল করো হে আজি এ আনন্দ-রাতি

বিকাশিয়া তোমার আনন্দ মুখভাতি।

সভামাঝে তুমি আজ বিরাজো হে রাজ-রাজ,

আনন্দে রেখেছি তব সিংহাসন পাতি'।

সুন্দর করো হে প্রভু, জীবন যৌবন,

তোমারি মাধুরী সুধা করি' বরিষণ।

লহো তুমি লহো তুলে, তোমারি চরণমূলে

নবীন মিলন-মালা প্রেম-সূত্রে গাঁথি'।

মঙ্গল করো হে আজি মঙ্গল বন্ধন

তব শুভ আশীর্ব্বাদ করি' বিতরণ।

বরিষ হে ধ্রুবতারা, কল্যাণ কিরণধারা,

দুর্দ্দিনে সুদিনে তুমি থাকো চির সাথী॥

সুধাসাগর-তীরে হে এসেছে নরনারী সুধারস-পিয়াসে।

শুভ বিভাবরী, শোভাময়ী ধরণী,

নিখিল গাহে আজি আকুল আশ্বাসে।

গগনে বিকাশে তব প্রেম-পূর্ণিমা,
মধুর বহে তব কৃপা-সমীরণ।
আনন্দ-তরঙ্গ উঠে দশদিকে
মগ্ন মন প্রাণ অমৃত-উচ্ছ্বাসে ॥

মধুর রূপে বিরাজো হে বিশ্বরাজ,
শোভন সভা নিরখি' মনপ্রাণ ভুলে।
নীরব নিশি সুন্দর, বিমল নীলাম্বর,
শুচি-রুচির চন্দ্রকলা চরণমূলে ॥

আর কত দূরে আছে সে-আনন্দধাম।
আমি শ্রান্ত আমি অন্ধ আমি পথ নাহি জানি।
রবি যায় অস্তাচলে আঁধারে ঢাকে ধরণী,
করো কৃপা অনাথে হে বিশ্বজনজননী।
অতৃপ্ত বাসনা লাগি' ফিরিয়াছি পথে পথে,
বৃথা খেলা বৃথা মেলা, বৃথা বেলা গেল ব'হে ;
আজি সন্ধ্যা-সমীরণে লহো শান্তি-নিকেতনে,
স্নেহ-কর-পরশনে চির শান্তি দেহো আনি' ॥

কে যায় অমৃত-ধাম-যাত্রী।
আজি এ গহন তিমির রাত্রি,
কাঁপে নভ জয়গানে ॥

আনন্দ-রব শ্রবণে লাগে,
সুপ্ত হৃদয় চমকি' জাগে,
চাহি দেখে পথপানে ॥
ওগো রহো রহো, মোরে ডাকি লহো, কহো আশ্বাস-বাণী।
যাবো অহরহ সাথে সাথে
সুখে দুখে শোকে দিবসে রাতে
অপরাজিত প্রাণে ॥

পাদপ্রান্তে রাখো সেবকে,
শান্তিসদন সাধন-ধন দেব-দেব হে।
সর্ব্বলোক-পরমশরণ, সকল-মোহকলুষ-হরণ,
দুঃখতাপবিঘ্নতরণ শোক-শান্ত-স্নিগ্ধচরণ ॥
সত্যরূপ প্রেমরূপ হে।
দেব-মনুজ-বন্দিত-পদ বিশ্বভূপ হে ॥
হৃদয়ানন্দ পূর্ণইন্দু, তুমি অপার প্রেমসিন্ধু,
যাচে তৃষিত অমিয় বিন্দু, করুণালয় ভক্তবন্ধু ॥
প্রেমনেত্রে চাহো সেবকে,
বিকশিতদল চিত্তকমল হৃদয়দেব হে।
পুণ্যজ্যোতিপূর্ণ গগন, মধুর হেরি সকল ভুবন,
সুধাগন্ধ-মুদিত পবন, ধ্বনিতগীত হৃদয়ভবন ॥
এসো এসো শূন্য জীবনে,
মিটাও আশ সব তিয়াষ অমৃত-প্লাবনে।
দেহো জ্ঞান, প্রেম দেহো, শুষ্ক চিত্তে বরিষ স্নেহ,
ধন্য হোক্ হৃদয় দেহ, পুণ্য হোক্ সকল গেহ ॥

ওহে জীবন-বল্লভ, ওহে সাধন দুর্লভ,
আমি মর্মের কথা অন্তর-ব্যথা কিছুই নাহি কবো,
শুধু জীবন মন চরণে দিনু, বুঝিয়া লহো সব।
আমি কী আর কবো॥
এই সংসারপথ সঙ্কট অতি কণ্টকময় হে,
আমি নীরবে যাবো হৃদয়ে ল'য়ে প্রেম-মূরতি তব।
আমি কী আর কবো॥
সুখ দুখ সব তুচ্ছ করিনু প্রিয় অপ্রিয় হে,
তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে, তাহা মাথায় তুলিয়া লবো।
আমি কী আর কবো॥
অপরাধ যদি ক'রে থাকি পদে, না করো যদি ক্ষমা,
তবে পরাণপ্রিয়, দিয়ো হে দিয়ো বেদনা নব নব।
তবু ফেলো না দূরে—দিবসশেষে ডেকে নিয়ো চরণে,
তুমি ছাড়া আর কী আছে আমার, মৃত্যু-আঁধার ভব।
আমি কী আর কবো॥

কে এসে যায় ফিরে ফিরে,
আকুল নয়নের নীরে।
কে বৃথা আশা-ভরে,
চাহিছে মুখ-'পরে;
সে-যে আমার জননী রে॥

কাহার সুধাময়ী বাণী,
মিলায় অনাদর মানি'।
কাহার ভাষা হায়,
ভুলিতে সবে চায়,
সে-যে আমার জননী রে॥

ক্ষণেক স্নেহ-কোল ছাড়ি'
চিনিতে আর নাহি পারি।
আপন সন্তান
করিছে অপমান,—
সে-যে আমার জননী রে॥

বিরল কুটীরে বিষণ্ণ,
কে ব'সে সাজাইয়া অন্ন!
সে-স্নেহ-উপহার
রুচে না মুখে আর;
সে-যে আমার জননী রে॥

———

ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল ক'রেছো,
আরো কি তোমার চাই?
ওগো ভিখারী, আমার ভিখারী, চ'লেছো
কী কাতর গান গাই'॥
প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে,
তুষিব তোমারে সাধ ছিল মনে,
ভিখারী, আমার ভিখারী,
হায়, পলকে সকলি সঁপেছি চরণে,
আর তো কিছুই নাই॥
আমি আমার বুকের আঁচল ঘেরিয়া
তোমারে পরানু বাস;
আমি আমার ভুবন শূন্য ক'রেছি
তোমার পূরাতে আশ।

মম প্রাণমন যৌবন নব

করপুট-তলে প'ড়ে আছে তব,

ভিখারী, আমার ভিখারী ;

হায়, আরো যদি চাও, মোরে কিছু দাও,

ফিরে আমি দিব তাই ॥

ভালোবেসে সখী, নিভৃতে যতনে

আমার নামটি লিখো—তোমার

মনের মন্দিরে।

আমার পরাণে যে-গান বাজিছে,

তাহারি তালটি শিখো—তোমার

চরণ-মঞ্জীরে ॥

ধরিয়া রাখিয়ো সোহাগে আদরে

আমার মুখর পাখী—তোমার

প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে।

মনে ক'রে সখী, বাঁধিয়া রাখিয়ো

আমার হাতের রাখী—তোমার

কনক-কঙ্কণে ॥

আমার লতার একটি মুকুল

ভুলিয়া তুলিয়া রেখো—তোমার

অলক-বন্ধনে।

আমার স্মরণ-শুভ-সিন্দুরে

একটি বিন্দু এঁকো—তোমার

ললাট চন্দনে ॥

আমার মনের মোহের মাধুরী
মাখিয়া রাখিয়া দিয়ো—তোমার
অঙ্গ-সৌরভে!
আমার আকুল জীবন-মরণ
টুটিয়া লুটিয়া নিয়ো—তোমার
অতুল গৌরবে॥

কেন বাজাও কাঁকণ কনকন, কত
ছলভরে।
ওগো ঘরে ফিরে চলো কনক কলসে
জল ভ'রে॥
কেন জলে ঢেউ তুলি', ছলকি ছলকি
করো খেলা।
কেন চাহো খনে-খনে, চকিত নয়নে
কার তরে,
কত ছলভরে॥
হেরো যমুনা-বেলায় আলসে হেলায়
গেল বেলা,
যত হাসিভরা ঢেউ, করে কানাকানি
কলস্বরে,
কত ছলভরে॥
হেরো নদী-পরপারে গগন-কিনারে
মেঘ-মেলা,
তা'রা হাসিয়া হাসিয়া চাহিছে তোমারি
মুখ-'পরে,
কত ছলভরে॥

হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে,
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।
অধর করুণা-মাখা,
মিনতি-বেদনা-আঁকা
নীরবে চাহিয়া থাকা
বিদায়-খনে,
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে॥

ঝর ঝর ঝরে জল, বিজুলি হানে,
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে।
আমার পরাণ-পুটে
কোন্‌খানে ব্যথা ফুটে,
কার কথা বেজে উঠে
হৃদয়-কোণে,
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে॥

যামিনী না যেতে জাগালে না কেন,
বেলা হ'লো মরি লাজে।
সরমে জড়িত চরণে কেমনে
চলিব পথের মাঝে॥
আলোক-পরশে মরমে মরিয়া
হেরো গো শেফালি পড়িছে ঝরিয়া,
কোনোমতে আছে পরাণ ধরিয়া
কামিনী শিথিল সাজে॥
নিবিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ
উষার বাতাস লাগি';

রজনীর শশী গগনের কোণে
লুকায় শরণ মাগি'।
পাখী ডাকি' বলে—গেল বিভাবরী,—
বধূ চলে জলে লইয়া গাগরী,
আমি এ আকুল কবরী আবরি'
কেমনে যাইব কাজে॥

আমি কেবলি স্বপন ক'রেছি বপন
বাতাসে,—
তাই আকাশ-কুসুম করিনু চয়ন
হতাশে॥
ছায়ার মতন মিলায় ধরণী,
কূল নাহি পায় আশার তরণী,
মানস-প্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায়
আকাশে॥
কিছু বাঁধা পড়িল না শুধু এ বাসনা-
বাঁধনে।
কেহ নাহি দিল ধরা শুধু এ সুদূর-
সাধনে।
আপনার মনে বসিয়া একেলা,
অনল-শিখায় কী করিনু খেলা,
দিন-শেষে দেখি ছাই হ'লো সব
হুতাশে।
আমি কেবলি স্বপন ক'রেছি বপন
বাতাসে॥

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর,
আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্য গগন-বিহারী।
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে ক'রেছি রচনা ;—
তুমি আমারি-যে তুমি আমারি,
মম অসীম গগন-বিহারী ॥
মম হৃদয়-রক্ত-রঞ্জনে, তব
চরণ দিয়েছি রাঙিয়া,
অয়ি সন্ধ্যা-স্বপন বিহারী।
তব অধর এঁকেছি সুধাবিষে মিশে
মম সুখদুখ ভাঙিয়া ;
তুমি আমারি-যে তুমি আমারি,
মম বিজন-জীবন-বিহারী ॥
মম মোহের স্বপন-অঞ্জন তব
নয়নে দিয়েছি পরায়ে,
অয়ি মুগ্ধ নয়ন-বিহারী।
মম সঙ্গীত তব অঙ্গে অঙ্গে
দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে ;
তুমি আমারি-যে তুমি আমারি,
মম জীবন-মরণ-বিহারী ॥

যদি বারণ করো তবে
গাহিব না।
যদি সরম লাগে, মুখে
চাহিব না ॥

যদি বিরলে মালাগাঁথা,
সহসা পায় বাধা,
তোমার ফুলবনে
যাইব না।
যদি বারণ করো তবে
গাহিব না॥
যদি থমকি' থেমে যাও
পথমাঝে,
আমি চমকি' চ'লে যাবো
আন কাজে।
যদি তোমার নদীকূলে
ভুলিয়া ঢেউ তুলে,
আমার তরীখানি
বাহিব না।
যদি বারণ করো, তবে
গাহিব না॥

আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা,
তব নব প্রভাতের নবীন শিশির-ঢালা॥
সরমে জড়িত কত না গোলাপ,
কত না গরবী করবী,
কত না কুসুম ফুটেছে তোমার
মালঞ্চ করি' আলা।
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা॥
অমল শরত-শীতল-সমীর
বহিছে তোমার কেশে,

কিশোর অরুণ-কিরণ তোমার
অধরে প'ড়েছে এসে।
অঞ্চল হ'তে বনপথে ফুল,
যেতেছে পড়িয়া ঝরিয়া,
অনেক কুন্দ অনেক শেফালি
ভরেছে তোমার ডালা।
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা॥

সখী, প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে।
তা'রে আমার মাথার একটি কুসুম দে॥
যদি শুধায় কে দিল, কোন্ ফুল-কাননে,
তোর শপথ, আমার নাম্‌টি বলিস্ নে।
সখী, প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে॥
সখী, সে আসি' ধূলায় বসে যে-তরুর তলে।
সেথা আসন বিছায়ে রাখিস্ বকুল-দলে।
সে-যে করুণা জাগায় সকরুণ নয়নে,
যেন কী বলিতে চায়, না বলিয়া যায় সে।
সখী, প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে॥

দুইটি হৃদয়ে একটি আসন
পাতিয়া বসো হে হৃদয়নাথ।
কল্যাণ-করে মঙ্গল-ডোরে
বাঁধিয়া রাখো হে দোঁহার হাত।

প্রাণেশ, তোমার প্রেম অনন্ত
জাগাক্ হৃদয়ে চির বসন্ত,
যুগল প্রাণের মধুর মিলনে
করো হে করুণ-নয়ন-পাত।
সংসার-পথ দীর্ঘ দারুণ,
বাহিরিবে দুটি পান্থ তরুণ,
আজিকে তোমার প্রসাদ-অরুণ
করুক প্রকাশ নব প্রভাত।
তব মঙ্গল তব মহত্ত্ব,
তোমারি মাধুরী তোমারি সত্য,
দোঁহার চিত্তে রহুক নিত্য
নব নব রূপে দিবসরাত॥

অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী,
অয়ি নির্ম্মল-সূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণী,
জনক-জননী-জননী॥
নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত-চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল,
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী॥
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞানধর্ম্ম কত কাব্যকাহিনী।

চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত-করুণা,
পুণ্যপীযূষ-স্তন্যবাহিনী ॥

ভয় হ'তে তব অভয় মাঝে নূতন জনম দাও হে।
দীনতা হ'তে অক্ষয় ধনে, সংশয় হ'তে সত্যসদনে,
জড়তা হ'তে নবীন জীবনে নূতন জনম দাও হে ॥
আমার ইচ্ছা হইতে প্রভু, তোমার ইচ্ছা মাঝে,
আমার স্বার্থ হইতে প্রভু, তব মঙ্গল কাজে,
অনেক হইতে একের ডোরে, সুখদুখ হ'তে শান্তিক্রোড়ে,
আমা হ'তে নাথ, তোমাতে মোরে, নূতন জনম দাও হে ॥

আমি সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি
আপনি সে-মন নিয়েছো।
আমি সুখ ব'লে দুখ চেয়েছিনু, তুমি
দুখ ব'লে সুখ দিয়েছো ॥
হৃদয় যাহার শতখানে ছিল,
শত স্বার্থের সাধনে ;
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে,
বাঁধিলে ভক্তি-বাঁধনে ॥
সুখ সুখ ক'রে দ্বারে দ্বারে মোরে
কত দিকে কত খোঁজালে ;

তুমি-যে আমার কত আপনার,
এবার সে-কথা বোঝালে ॥
করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে।
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে,
এনেছো তোমারি দুয়ারে ॥

জানি হে যবে প্রভাত হবে, তোমার কৃপা-তরণী
লইবে মোরে ভবসাগর-কিনারে।
করি না ভয়, তোমারি জয় গাহিয়া যাবো চলিয়া,
দাঁড়াবো আসি' তব অমৃত-দুয়ারে।
জানি হে তুমি যুগে যুগে তোমার বাহু ঘেরিয়া,
রেখেছো মোরে তব অসীম ভুবনে ;
জনম মোরে দিয়েছো তুমি আলোক হ'তে আলোকে,
জীবন হ'তে নিয়েছো নব জীবনে।
জানি হে নাথ, পুণ্যপাপে হৃদয় মোর সতত,
শয়ান আছে তব নয়ন-সমুখে।
আমার হাতে তোমার হাত র'য়েছে দিনরজনী,
সকল পথে বিপথে সুখে অসুখে।
জানি হে জানি জীবন মম বিফল কভু হবে না
দিবে না ফেলি' বিনাশ-ভয়-পাথারে ;
এমন দিন আসিবে যবে করুণাভরে আপনি
ফুলের মতো তুলিয়া লবে তাহারে ॥

প্রতিদিন আমি, হে জীবনস্বামী,
দাঁড়াবো তোমারি সম্মুখে।
করি' জোড়কর, হে ভুবনেশ্বর,
দাঁড়াবো তোমারি সম্মুখে ॥
তোমার অপার আকাশের তলে
বিজনে বিরলে হে—
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে
দাঁড়াবো তোমারি সম্মুখে ॥
তোমার বিচিত্র এ ভব-সংসারে
কর্ম্ম-পারাবার-পারে হে—
নিখিল ভুবন-লোকের মাঝারে
দাঁড়াবো তোমারি সম্মুখে ॥
তোমার এ ভবে মম কর্ম্ম যবে
সমাপন হবে হে—
ওগো রাজরাজ, একাকী নীরবে
দাঁড়াবো তোমারি সম্মুখে ॥

আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহ-দীপখানি জ্বালো।
সব দুখশোক সার্থক হোক্
লভিয়া তোমারি আলো,
কোণে কোণে যত লুকানো আঁধার
মিলাবে ধন্য হ'য়ে।
তোমারি পুণ্য-আলোকে বসিয়া
সবারে বাসিব ভালো ॥

পরশমণির প্রদীপ তোমার,
অচপল তা'র আলো ;
সোনা ক'রে লবে পলকে, আমার
সব কলঙ্ক কালো ।
আমি যত দীপ জ্বালিয়াছি, তাহে
শুধু জ্বালা, শুধু কালী ।
আমার ঘরের দুয়ারে শিয়রে
তোমারি কিরণ ঢালো ।

নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে
ওগো অন্তরযামী,
প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া
তোমারে হেরিব আমি,
ওগো অন্তরযামী ॥
জাগিয়া বসিয়া শুভ্র আলোকে
তোমার চরণে নমিয়া পুলকে
মনে ভেবে রাখি দিনের কর্ম্ম
তোমারে সঁপিব স্বামী,
ওগো অন্তরযামী ॥
দিনের কর্ম্ম সাধিতে সাধিতে
ক্ষণে ক্ষণে ভাবি মনে,
কর্ম্ম-অন্তে সন্ধ্যাবেলায়
বসিব তোমারি সনে ।

দিবা অবসানে ভাবি ব'সে ঘরে—
তোমার নিশীথ-বিরামসাগরে,
শ্রান্ত প্রাণের ভাবনা বেদনা
নীরবে যাইবে নামি',
ওগো অন্তরযামী ॥

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো।
তোমারি আসন হৃদয়-পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো ॥
তব নন্দনগন্ধ-মোদিত
ফিরি সুন্দর ভুবনে ;
তব পদরেণু মাখি ল'য়ে তনু
সাজে যেন সদা সাজে গো ॥
সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন
তব মঙ্গল মন্ত্রে ;
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে
তব সঙ্গীত ছন্দে।
তব নির্ম্মল নীরব হাস্য
হেরি অম্বর ব্যাপিয়া।
তব গৌরবে সকল গর্ব্ব
লাজে যেন সদা লাজে গো ॥

যদি এ আমার হৃদয়-দুয়ার
বন্ধ রহে গো কভু,
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে,
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু ॥
যদি কোনো দিন এ বীণার তারে
তব প্রিয় নাম নাহি ঝঙ্কারে,
দয়া ক'রে তবু রহিয়ো দাঁড়ায়ে,
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু ॥
যদি কোনো দিন তোমার আহ্বানে
সুপ্তি আমার চেতনা না মানে,
বজ্রবেদনে জাগায়ো আমারে,
ফিরিয়া যেয়ো না, প্রভু ॥
যদি কোনো দিন তোমার আসনে
আর কাহারেও বসাই যতনে,
চির দিবসের হে রাজা আমার,
ফিরিয়া যেয়ো না, প্রভু ॥

সংসার যবে মন কেড়ে লয়,
জাগে না যখন প্রাণ,
তখনো হে নাথ, প্রণমি তোমায়,
গাহি ব'সে তব গান।
অন্তরযামী, ক্ষমো সে আমার
শূন্য মনের বৃথা উপহার,
পুষ্পবিহীন পূজা-আয়োজন,
ভক্তিবিহীন তান।

ডাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে,
আশা করি প্রাণপণে—
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা
যদি নেমে আসে মনে।
সহসা একদা আপনা হইতে
ভরি' দিবে তুমি তোমার অমৃতে,
এই ভরসায় করি পদতলে
শূন্য হৃদয় দান ॥

জীবনে আমার যত আনন্দ
পেয়েছি দিবস রাত ;
সবার মাঝারে আজিকে তোমারে
স্মরিব জীবন-নাথ ॥
যেদিন তোমার জগত নিরখি'
হরষে পরাণ উঠেছে পুলকি',
সেদিন আমার নয়নে হ'য়েছে
তোমারি নয়নপাত ॥
বারে বারে তুমি আপনার হাতে
স্বাদে সৌরভে গানে
বাহির হইতে পরশ ক'রেছো
অন্তর-মাঝখানে।
পিতা মাতা ভ্রাতা সব পরিবার,
মিত্র আমার, পুত্র আমার,
সকলের সাথে প্রবেশি' হৃদয়ে
তুমি আছ মোর সাথ ॥

যারা কাছে আছে তা'রা কাছে থাক্,
তা'রা তো পাবে না জানিতে ;
তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ
আমার হৃদয়খানিতে ॥
যারা কথা বলে তাহারা বলুক,
আমি করিব না কারেও বিমুখ,
তা'রা নাহি জানে, ভরা আছে প্রাণ
তব অকথিত বাণীতে ।
নীরবে নিয়ত র'য়েছো আমার
নীরব হৃদয়খানিতে ॥
তোমার লাগিয়া কারেও হে প্রভু,
পথ ছেড়ে দিতে বলিব না কভু,
যত প্রেম আছে সব প্রেম মোরে
তোমা পানে র'বে টানিতে—
সকলের প্রেমে র'বে তব প্রেম
আমার হৃদয়খানিতে ।
সবার সহিতে তোমার বাঁধন,
হেরি যেন সদা, এ মোর সাধন,
সবার সঙ্গ পারে যেন মনে
তব আরাধনা আনিতে ;
সবার মিলনে তোমার মিলন
জাগিবে হৃদয়খানিতে ॥

অমল কমল সহজে জলের কোলে আনন্দে রহে ফুটিয়া,
ফিরে না সে কভু, আলয় কোথায় ব'লে ধূলায় ধূলায় লুটিয়া ।
তেমনি সহজে আনন্দে হরষিত
তোমার মাঝারে রবো নিমগ্ন চিত,
পূজা-শতদল আপনি-সে বিকশিত, সব সংশয় টুটিয়া ॥

কোথা আছ তুমি, পথ না খুঁজিব কভু, শুধাবো না কোনো পথিকে,
তোমারি মাঝারে ভ্রমিব ফিরিব প্রভু, যখন ফিরিব যে-দিকে।
চলিব যখন তোমার আকাশ-গেহে,
তোমার অমৃত-প্রবাহ লাগিবে দেহে,
তোমার পবন সখার মতন স্নেহে বক্ষে আসিবে ছুটিয়া ॥

সকল গর্ব্ব দূর করি' দিব,
তোমার গর্ব্ব ছাড়িব না।
সবারে ডাকিয়া কহিব, যেদিন
পাবো তব পদ-রেণুকণা ॥
তব আহ্বান আসিবে যখন
সে-কথা কেমনে করিব গোপন ?
সকল বাক্যে সকল কর্ম্মে
প্রকাশিবে তব আরাধনা ॥
যত মান আমি পেয়েছি যে-কাজে
সেদিন সকলি যাবে দূরে ;
শুধু তব মান দেহে মনে মোর
বাজিয়া উঠিবে এক সুরে।
পথের পথিক সে-ও দেখে যাবে
তোমার বারতা মোর মুখভাবে,
ভবসংসার-বাতায়নতলে
ব'সে রবো যবে আনমনা ॥

তোমার অসীমে প্রাণমন ল'য়ে
যত দূরে আমি ধাই—
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু
কোথা বিচ্ছেদ নাই ॥
মৃত্যু-সে ধরে মৃত্যুর রূপ,
দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ
তোমা হ'তে যবে হইয়ে বিমুখ
আপনার পানে চাই।
হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে,
যাহা কিছু সব আছে আছে আছে,
নাই নাই ভয় সে শুধু আমারি,
নিশি দিন কাঁদি তাই।
অন্তর-গ্লানি সংসার-ভার
পলক ফেলিতে কোথা একাকার,
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার
রাখিবারে যদি পাই।

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ,
ওরে দীন, তুই জোড়কর করি'
কর্ তাহা দরশন।
মিলনের ধারা পড়িতেছে ঝরি',
বহিয়া যেতেছে অমৃত লহরী,
ভূতলে মাথাটী রাখিয়া লহো রে
শুভাশিষ বরিষণ।
ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ।

ওই যে আলোক প'ড়েছে তাঁহার
উদার ললাটদেশে
সেথা হ'তে তারি একটি রশ্মি
পড়ুক মাথায় এসে।
চারিদিকে তাঁর শান্তিসাগর
স্থির হ'য়ে আছে ভরি' চরাচর,
ক্ষণকাল তরে দাঁড়া ওরে তীরে
শান্ত কর্‌রে মন।
ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ॥

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারায়, তা ল'য়ে
প্রাণ করে হায় হায়।
নদীতটসম কেবলি বৃথাই
প্রবাহ আঁকড়ি' রাখিবারে চাই,
একে একে বুকে আঘাত করিয়া
ঢেউগুলি কোথা ধায়।
যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে
সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে,
তবে নাহি ক্ষয়, সবি জেগে রয়
তব মহা মহিমায়।
তোমাতে র'য়েছে কত শশী ভানু,
হারায় না কভু অণু পরমাণু,
আমারি ক্ষুদ্র হারাধনগুলি
র'বে না কি তব পায়॥

প্রতি দিন তব গাথা গাবো আমি সুমধুর,
তুমি দেহো মোরে কথা, তুমি দেহো মোরে সুর ॥
তুমি যদি থাকো মনে বিকচ কমলাসনে,
তুমি যদি করো প্রাণ তব প্রেমে পরিপূর।
তুমি দেহো মোরে কথা, তুমি দেহো মোরে সুর ॥
তুমি শোনো যদি গান আমার সমুখে থাকি',
সুধা যদি করে দান তোমার উদার আঁখি,
তুমি যদি দুখ-'পরে রাখো কর স্নেহভরে,
তুমি যদি সুখ হ'তে দম্ভ করহ দূর।
তুমি দেহো মোরে কথা, তুমি দেহো মোরে সুর ॥

তোমার পতাকা যারে দাও, তা'রে
বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহান্ দুঃখ
সহিবারে দাও ভকতি ॥
আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ
দুঃখের সাথে দুঃখের ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুকতি।
দুখ হবে মম মাথার ভূষণ,
সাথে যদি দাও ভকতি ॥
যত দিতে চাও, কাজ দিয়ো, যদি
তোমারে না দাও ভুলিতে,
অন্তর যদি জড়াতে না দাও
জালজঞ্জালগুলিতে।
বাঁধিয়ো আমায় যত খুসি ডোরে,
মুক্ত রাখিয়ো তোমাপানে মোরে,

ধূলায় রাখিয়া পবিত্র ক'রে
তোমার চরণ-ধূলিতে;
ভুলায়ে রাখিয়ো সংসার তলে,
তোমারে দিয়ো না ভুলিতে ॥
যে-পথে ঘুরিতে দিয়েছো, ঘুরিব,
যাই যেন তব চরণে,
সব শ্রম যেন বহি' লয় মোরে
সকল শ্রান্তি-হরণে।
দুর্গম পথ এ ভবগহন,
কত ত্যাগ শোক বিরহ-দহন,
জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন
প্রাণ পাই যেন মরণে;
সন্ধ্যাবেলায় লভি গো কুলায়
নিখিলশরণ চরণে ॥

ঘাটে ব'সে আছি আনমনা
যেতেছে বহিয়া সুসময়;
সে-বাতাসে তরী ভাসাবো না
যাহা তোমা পানে নাহি বয় ॥
দিন যায় ওগো দিন যায়,
দিনমণি যায় অস্তে;
নিশার তিমিরে দশদিক ঘিরে,
জাগিয়া উঠিছে শত ভয় ॥
ঘরের ঠিকানা হ'লো না গো,
মন করে তবু যাই যাই;
ধ্রুবতারা তুমি যেথা জাগো
সে-দিকের পথ চিনি নাই ॥

এত দিন তরী বাহিলাম
যে-সুদূর পথ বাহিয়া—
শত বার তরী ডুবু ডুবু করি'
সে-পথে ভরসা নাহি পাই ॥
তীর সাথে হেরো শত ডোরে
বাঁধা আছে মোর তরীখান,
রসি খুলে' দেবে কবে মোরে,
ভাসিতে পারিলে বাঁচে প্রাণ।
কবে অকূলের খোলা হাওয়া
দিবে সব জ্বালা জুড়ায়ে,
শুনা যাবে কবে ঘন ঘোর রবে
মহাসাগরের কলগান ॥

সংসারে তুমি রাখিলে মোরে যে-ঘরে
সেই ঘরে রবো সকল দুঃখ ভুলিয়া।
করুণা করিয়া নিশিদিন নিজ করে
রাখিয়ো তাহার একটি দুয়ার খুলিয়া।
মোর সব কাজে মোর সব অবসরে
সে-দুয়ার র'বে তোমারি প্রবেশ তরে,
সেথা হ'তে বায়ু বহিবে হৃদয়-'পরে
চরণ হইতে তব পদরজ তুলিয়া।
সে-দুয়ার খুলে' আসিবে তুমি এ ঘরে,
আমি বাহিরিব সে-দুয়ারখানি খুলিয়া।
যত বিশ্বাস ভেঙে ভেঙে যায়, স্বামী,
এক বিশ্বাস রহে যেন চিতে লাগিয়া।

যে-অনল তাপ যখনি সহিব আমি
দেয় যেন তাহে তব নাম বুকে দাগিয়া।
যবে দুখদিনে শোক তাপ আসে প্রাণে
তোমার আদেশ বহিয়া যেন সে আনে,
রুক্ষ বচন যতই আঘাত হানে
সকল আঘাতে তব সুর উঠে জাগিয়া।

আজি যে-রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে।
কেন নয়নের জল ঝরিছে বিফল নয়নে॥
এ বেশ ভূষণ লহো সখী, লহো,
এ কুসুমমালা হ'য়েছে অসহ,
এমন যামিনী কাটিল বিরহ শয়নে॥
আমি বৃথা অভিসারে এ যমুনা-পারে এসেছি,
বহি' বৃথা মন-আশা এত ভালোবাসা বেসেছি।
শেষে নিশিশেষে বদন মলিন,
ক্লান্ত চরণ মন উদাসীন,
ফিরিয়া চ'লেছি কোন্ সুখ-হীন ভবনে॥
ওগো ভোলা ভালো তবে, কাঁদিয়া কী হবে মিছে আর,
যদি যেতে হ'লো হায়, প্রাণ কেন চায় পিছে আর।
কুঞ্জ-দুয়ারে অবোধের মতো
রজনী প্রভাতে ব'সে রবো কত,
এবারের মতো বসন্ত-গত জীবনে॥

আজি এ ভারত লজ্জিত হে।
হীনতা-পঙ্কে মজ্জিত হে ॥
নাহি পৌরুষ নাহি বিচারণা,
কঠিন তপস্যা, সত্য সাধনা ;
অন্তরে বাহিরে ধর্ম্মে কর্ম্মে
সকলি ব্রহ্ম-বিবর্জ্জিত হে ॥
ধিক্কৃত লাঞ্ছিত পৃথ্বি 'পরে,
ধূলি-বিলুণ্ঠিত সুপ্তিভরে ;
রুদ্র, তোমার নিদারুণ বজ্রে
করো তা'রে সহসা তর্জ্জিত হে ॥
পর্ব্বতে প্রান্তরে নগরে গ্রামে
জাগ্রত ভারত ব্রহ্মের নামে,
পুণ্যে বীর্য্যে অভয়ে অমৃতে
হইবে পুলকে সজ্জিত হে ॥

আমার বিচার তুমি করো, তব আপন করে।
দিনের কর্ম্ম আনিনু তোমার বিচার-ঘরে ॥
যদি পূজা করি মিছা দেবতার,
শিরে ধরি যদি মিথ্যা আচার,
যদি পাপ মনে করি অবিচার কাহারো 'পরে,
আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে ॥
লোভে যদি কারে দিয়ে থাকি দুখ,
ভয়ে হ'য়ে থাকি ধর্ম্মবিমুখ,
পরের পীড়ায় পেয়ে থাকি সুখ ক্ষণেক তরে,—

তুমি যে-জীবন দিয়েছো আমায়
কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তায়
আপনি বিনাশ করি আপনায় মোহের ভরে,
আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে ॥

আমার সত্য মিথ্যা সকলি ভুলায়ে দাও,
আমায় আনন্দে ভাসাও ॥
না চাহি তর্ক না চাহি মুক্তি,
না জানি বন্ধ না জানি যুক্তি,
তোমার বিশ্বব্যাপিনী ইচ্ছা আমার অন্তরে জাগাও ।
সকল বিশ্ব ডুবিয়া যাক্ শান্তি পাথারে,
সব সুখ দুখ থামিয়া যাক্ হৃদয় মাঝারে ।
সকল বাক্য সকল শব্দ, সকল চেষ্টা হউক স্তব্ধ,
তোমার চিত্তজয়িনী বাণী আমার অন্তরে শুনাও ॥

আজি প্রণমি' তোমারে চলিব নাথ, সংসার-কাজে ।
তুমি আমার নয়নে নয়ন রেখো অন্তর মাঝে ॥
হৃদয় দেবতা র'য়েছো প্রাণে, মন যেন তাহা নিয়ত জানে,
পাপের চিন্তা মরে যেন দহি' দুঃসহ লাজে ॥
সব কলরবে সারা দিনমান, শুনি অনাদি সঙ্গীত গান,
সবার সঙ্গে যেন অবিরত তোমার সঙ্গ রাজে ।
নিমেষে নিমেষে নয়নে বচনে, সকল কর্ম্মে সকল মননে,
সকল হৃদয়তন্ত্রে যেন মঙ্গল বাজে ॥

আজি মম মন চাহে জীবন-বন্ধুরে,
সেই জনমে মরণে নিত্য সঙ্গী
নিশিদিন সুখে-শোকে,
সেই চির-আনন্দ, বিমল চির-সুধা,
যুগে যুগে কত নব নব লোকে নিয়ত শরণ।
পরা শান্তি পরম প্রেম,
পরা মুক্তি পরম ক্ষেম,
সেই অন্তরতম চির-সুন্দর প্রভু চিত্ত-সখা,
ধর্ম্মঅর্থকামভরণ রাজা হৃদয়-হরণ ॥

আছে দুঃখ আছে মৃত্যু,
বিরহদহন লাগে ;
তবুও শান্তি তবু আনন্দ,
তবু অনন্ত জাগে ॥
তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য্য চন্দ্র তারা,
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে ॥
তরঙ্গ মিলায়ে যায়, তরঙ্গ উঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে, কুসুম ফুটে ;
নাহি ক্ষয় নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্য লেশ,
সেই পূর্ণতারি পায়ে মন স্থান মাগে ॥

আনন্দ তুমি স্বামী, মঙ্গল তুমি,
তুমি হে মহাসুন্দর, জীবননাথ ॥
শোকে দুখে তোমারি বাণী
জাগরণ দিবে আনি',
নাশিবে দারুণ অবসাদ ॥

চিতমন অর্পিনু তব পদপ্রান্তে
শুভ্র শান্তি-শতদল-পুণ্য-মধুপানে ;
চাহি' আছে সেবক, তব সুদৃষ্টিপাতে
কবে হবে এ দুখ-রাত প্রভাত ॥

আমারে করো জীবন দান—
প্রেরণ করো অন্তরে তব আহ্বান।
আসিছে কত যায় কত
পাই শত হারাই শত,
তোমারি পায়ে রাখো অচল মোর প্রাণ।
দাও মোরে মঙ্গল ব্রত
স্বার্থ করো দূরে প্রহত,
থামায়ে বিফল সন্ধান
জাগাও চিত্তে সত্যজ্ঞান।
লাভে ক্ষতিতে সুখে শোকে
অন্ধকারে দিবা-আলোকে
নির্ভয়ে বহি নিশ্চল মনে তব বিধান।

আমি কী ব'লে করিব নিবেদন
আমার হৃদয় প্রাণমন ॥
চিত্তে আসি' দয়া করি'
নিজে লহো অপহরি',
করো তা'রে আপনারি ধন-
আমার হৃদয় প্রাণমন ॥

শুধু ধূলি শুধু ছাই,
মূল্য যার কিছু নাই,
মূল্য তা'রে করো সমর্পণ—
স্পর্শে তব পরশরতন।
তোমারি গৌরব যবে
আমার গৌরব হবে
সব তবে দিব বিসর্জ্জন,—
আমার হৃদয় প্রাণমন॥

আজি যত তারা তব আকাশে
সবে মোর প্রাণ ভরি' প্রকাশে॥
নিখিল তোমার এসেছে ছুটিয়া,
মোর মাঝে আজি প'ড়েছে টুটিয়া হে,
তব নিকুঞ্জের মঞ্জরী যত
আমারি অঙ্গে বিকাশে।
দিকে দিগন্তে যত আনন্দ,
লভিয়াছে এক গভীর গন্ধ,
আমার চিত্তে মিলি' একত্রে,
তোমার মন্দিরে উছাসে।
আজি কোনোখানে কারেও না জানি,
শুনিতে না পাই আজি কারো বাণী হে,
নিখিল নিশ্বাস আজি এ বক্ষে
বাঁশরীর সুরে বিলাসে॥

ইচ্ছা যবে হবে লইয়ো পারে ;
পূজা-কুসুমে রচিয়া অঞ্জলি
আছি ব'সে ভবসিন্ধু-কিনারে ॥
যত দিন রাখো তোমা মুখ চাহি',
ফুল্ল মনে রবো এ সংসারে ॥
ডাকিবে যখনি তোমার সেবকে,
দ্রুত চলি' যাইব ছাড়ি' সবারে ॥

এবার সখী, সোনার মৃগ
দেয় বুঝি দেয় ধরা ।
আয় গো তোরা পুরাঙ্গনা,
আয় সবে আয় ত্বরা ॥
ছুটেছিলো পিয়াস-ভরে
মরীচিকা বারির তরে,
ধ'রে তা'রে কোমল করে
কঠিন ফাঁসি পরা' ॥
দয়ামায়া করিস্‌নে গো,
ওদের নয় সে-ধারা ।
দয়ার দোহাই মান্‌বে না গো
একটু পেলেই ছাড়া ।
বাঁধন-কাটা বন্যটাকে
মায়ার ফাঁদে ফেলাও পাকে,
ভুলাও তাকে বাঁশীর ডাকে
বুদ্ধিবিচার-হরা ॥

ঐ-যে দেখা যায় আনন্দধাম,
অপূর্ব্ব-শোভন ভবজলধির পারে জ্যোতির্ম্ময়।
শোক-তাপিত জন সবে চলো
সকল দুখ হবে মোচন।
শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে
প্রেম জাগিবে অন্তরে॥
কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ
না জানি কী ধ্যানে মগন,
স্তিমিত লোচন কী অমৃত রসপানে
ভুলিল চরাচর।
কী সুধাময় গান গাইছে সুরগণ
বিমল বিভুগুণ-বন্দনা।
কোটি চন্দ্রতারা উলসিত
নৃত্য করিছে অবিরাম।

কী হ'লো আমার, বুঝি বা সজনী,
হৃদয় হারিয়েছি।
প্রভাত-কিরণে সকাল বেলাতে,
মন ল'য়ে সখী, গেছিনু খেলাতে,
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে,
মনের মাঝারে খেলি' বেড়াইতে,
মন-ফুল দলি' চলি' বেড়াইতে,
সহসা সজনী, চেতন পাইয়া,
সহসা সজনী, দেখিনু চাহিয়া,
রাশি রাশি ভাঙা হৃদয় মাঝারে
হৃদয় হারিয়েছি।

পথের মাঝেতে, খেলাতে খেলাতে,
হৃদয় হারিয়েছি ॥
যদি কেহ, সখী, দলিয়া যায়,
তা'র 'পর দিয়া চলিয়া যায়,
শুকায়ে পড়িবে, ছিঁড়িয়া পড়িবে,
দলগুলি তা'র ঝরিয়া পড়িবে,
যদি কেহ, সখী, দলিয়া যায়।
আমার কুসুম কোমল হৃদয়
কখনো সহেনি রবির কর,
আমার মনের কামিনী-পাপ্ড়ি
সহেনি ভ্রমর-চরণ-ভর।
চিরদিন সখী, বাতাসে খেলিত,
জ্যোৎস্না-আলোকে নয়ন মেলিত,
সুধা-পরিমলে অধর ভরিয়া,
লোলিত রেণুর সিঁদুর পরিয়া,
ভ্রমরে ডাকিত, হাসিতে হাসিতে,
কাছে এলে তা'রে দিত না বসিতে,
সহসা আজ সে-হৃদয় আমার
কোথায় হারিয়েছি ॥

কেন ধ'রে রাখা, ও যে যাবে চ'লে,
মিলন-যামিনী গত হ'লে ॥
স্বপন-শেষে নয়ন মেলো,
নিব-নিব দীপ নিবায়ে ফেলো,
কী হবে শুকানো ফুল-দলে,
মিলন-যামিনী গত হ'লে ॥

জাগে শুকতারা, ডাকিছে পাখী,
উষা সকরুণ অরুণ আঁখি।
এসো প্রাণপণ হাসিমুখে,
বলো "যাও সখা, থাকো সুখে।"
ডেকো না রেখো না আঁখিজলে,
মিলন-যামিনী গত হ'লে ॥

কেন সারা দিন ধীরে ধীরে
বালু নিয়ে শুধু খেলো তীরে।
চ'লে গেল বেলা, রেখে মিছে খেলা
ঝাঁপ দিয়ে পড়ো কালো নীরে।
অকূল ছানিয়ে যা পাস্ তা নিয়ে
হেসে কেঁদে চলো ঘরে ফিরে ॥
নাহি জানি মনে কী বাসিয়া
পথে ব'সে আছে কে আসিয়া ?
কী কুসুম-বাসে ফাগুন-বাতাসে
হৃদয় দিতেছে উদাসিয়া।
চল্ ওরে এই ক্ষ্যাপা-বাতাসেই
সাথে নিয়ে সেই উদাসীরে ॥

কে জানিত তুমি ডাকিবে আমারে,
ছিলাম নিদ্রামগন।
সংসার মোরে মহামোহঘোরে
ছিল সদা ঘিরে' সঘন ॥

আপনার হাতে দিবে-যে বেদনা,
ভাসাবে নয়ন-জলে ;
কে জানিত হবে আমার এমন
শুভ দিন শুভ লগন ॥
জানি না কখন করুণা-অরুণ
উঠিল উদয়াচলে ;
দেখিতে দেখিতে কিরণে পূরিল
আমার হৃদয়-গগন ॥
তোমার অমৃতসাগর হইতে
বন্যা আসিল কবে ;
হৃদয়ে বাহিরে যত বাঁধ ছিল
কখন হইল ভগন ॥
সুবাতাস তুমি আপনি দিয়েছো,
পরাণে দিয়েছো আশা ;
আমার জীবনতরণী হইবে
তোমার চরণে মগন ॥

কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে ভুবনেশ্বর প্রভু,
জাগাইলে অনুপম সুন্দর শোভা হে হৃদয়েশ্বর ।
সহসা ফুটিল ফুল মঞ্জরী শুকানো তরুতে,
পাষাণে বহে সুধা-ধারা ॥

কেমনে রাখিবি তোরা তাঁরে লুকায়ে
চন্দ্রমা তপন তারা আপন আলোক ছায়ে ॥
হে বিপুল সংসার সুখে দুঃখে আঁধার,
কত কাল রাখিবি ঢাকি' তাঁহারে কুহেলিকায় ॥

আত্মা-বিহারী তিনি হৃদয়ে উদয় তাঁর—
নব নব মহিমা জাগে, নব নব কিরণ-ভায়

কী সুর বাজে আমার প্রাণে,
আমিই জানি, মনই জানে।
কিসের লাগি' সদাই জাগি,
কাহার কাছে কী ধন মাগি,
তাকাই কেন পথের পানে
আমিই জানি, মনই জানে॥
দ্বারের পাশে প্রভাত আসে,
সন্ধ্যা নামে বনের বামে ;
সকাল-সাঁঝে বংশী বাজে,
বিকল করে সকল কাজে,
বাজায় কে যে কিসের তানে,
আমিই জানি, মনই জানে॥

গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে
আর কোলাহল নাই।
রহি' রহি' শুধু সুদূর সিন্ধুর
ধ্বনি শুনিবারে পাই॥
সকল বাসনা চিত্তে এলো ফিরে',
নিবিড় আঁধার ঘনালো বাহিরে,
প্রদীপ একটি নিভৃত অন্তরে
জ্বলিতেছে এক ঠাঁই॥

অসীম মঙ্গলে মিলিল মাধুরী,
খেলা হ'লো সমাধান ;
চপল চঞ্চল লহরীলীলা
পারাবারে অবসান।
নীরব মন্ত্রে হৃদয়মাঝে
শান্তি শান্তি শান্তি বাজে,
অরূপ কান্তি নিরখি' অন্তরে
মুদিতলোচনে চাই ॥

গরব মম হ'রেছো প্রভু, দিয়েছো বহু লাজ।
কেমনে মুখ সমুখে তব তুলিব আমি আজ ॥
তোমারে আমি পেয়েছি বলি'
মনে মনে-যে মনেরে ছলি,
ধরা পড়িনু, সংসারেতে
করিতে তব কাজ—
কেমনে মুখ সমুখে তব
তুলিব আমি আজ ॥
জানিনে নাথ, আমার ঘরে
ঠাঁই কোথা-যে তোমারি তরে,
নিজেরে তব চরণ-'পরে
সঁপিনি রাজরাজ।
তোমারে চেয়ে দিবস যামী
আমারি পানে তাকাই আমি,
তোমারে চোখে দেখিনে স্বামী,
তব মহিমা মাঝ,—
কেমনে মুখ সমুখে তব
তুলিব আমি আজ ॥

চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না।
সংসার-গহনে নির্ভয়-নির্ভর,
নির্জ্জন সজনে সঙ্গে রহো।
অধনের হও ধন, অনাথের নাথ হও হে,
অবলের বল।
জরা-ভারাতুরে নবীন করো,
ওহে সুধাসাগর॥

জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে।
থেকো না থেকো না, ওরে ভাই,
মগন মিথ্যা কাজে॥
অর্ঘ্য ভরিয়া আনি'
ধরো গো পূজার থালি,
রতন-প্রদীপখানি
যতনে আনো গো জ্বালি',
ভরি' ল'য়ে দুই পাণি
বহি' আনো ফুল-ডালি,
মা'র আহ্বান বাণী
রটাও ভুবন মাঝে।
জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে॥
আজি প্রসন্ন পবনে
নবীন জীবন ছুটিছে!
আজি প্রফুল্ল কুসুমে
নব সুগন্ধ ছুটিছে।

আজি উজ্জ্বল ভালে
তোলো উন্নত মাথা,
নব সঙ্গীত-তালে
গাও গম্ভীর গাথা,
পরো মাল্য কপালে
নবপল্লব-গাঁথা,
শুভ সুন্দর কালে
সাজো সাজো নব সাজে।
জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে ॥

ডাকো মোরে আজি এ নিশীথে।
নিদ্রামগন যবে বিশ্বজগত,
হৃদয়ে আসিয়ে নীরবে ডাকো হে,
তোমারি অমৃতে।
জ্বালো তব দীপ এ অন্তর-তিমিরে,
বারবার ডাকো মম অচেত চিতে ॥

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়,
কোন্‌খানে রে কোন্ পাষাণের ঘায় ?
নবীন তরী নতুন চলে,
দিইনি পাড়ি অগাধ জলে,
বাহি তা'রে খেলার ছলে কিনার কিনারায় ॥
ভেসেছিলো স্রোতের ভরে,
একা ছিলেম কর্ণ ধ'রে,
লেগেছিলো পালের 'পরে মধুর মৃদু বায়।

সুখে ছিলেম আপন মনে,
মেঘ ছিল না গগন-কোণে,
লাগ্‌বে তরী কুসুমবনে, ছিলেম সেই আশায় ॥

তোমারি নামে নয়ন মেলিনু পুণ্য প্রভাতে আজি,
তোমারি নামে খুলিল হৃদয়-শতদল-দলরাজি।
তোমারি নামে নিবিড় তিমিরে ফুটিল কনক-লেখা,
তোমারি নামে উঠিল গগনে কিরণ-বীণা বাজি'।
তোমারি নামে পূর্ব্ব-তোরণে খুলিল সিংহদ্বার,
বাহিরিল রবি নবীন আলোকে দীপ্ত মুকুট মাজি'।
তোমারি নামে জীবন-সাগরে জাগিল লহরী-লীলা,
তোমারি নামে নিখিল ভুবন বাহিরে আসিল সাজি' ॥

তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে,
তুমিই ধন্য ধন্য হে।
আমার প্রাণ তোমারি দান,
তুমিই ধন্য ধন্য হে।
পিতার বক্ষে রেখেছো মোরে,
জনম দিয়েছো জননী-ক্রোড়ে,
বেঁধেছো সখার প্রণয়-ডোরে,
তুমিই ধন্য ধন্য হে।
তোমার বিশাল বিপুল ভুবন
ক'রেছো আমার নয়ন-লোভন,

নদী গিরি বন সরস শোভন,
তুমিই ধন্য ধন্য হে।
হৃদয়ে বাহিরে, স্বদেশে বিদেশে,
যুগে যুগান্তে নিমেষে নিমেষে,
জনমে মরণে শোকে আনন্দে,
তুমিই ধন্য ধন্য হে॥

তোমারি সেবক করো হে আজি হ'তে আমারে
চিত্তমাঝে দিবারাত আদেশ তব দেহ নাথ,
তোমার কর্ম্মে রাখো বিশ্ব-দুয়ারে।
করো ছিন্ন মোহপাশ, সকল লুব্ধ আশ,
লোকভয়, দূর করি' দাও দাও।
রত রাখো কল্যাণে, নীরবে নিরভিমানে,
মগ্ন করো আনন্দ রসধারে॥

তুমি-যে আমারে চাও
আমি সে জানি।
কেন-যে মোরে কাঁদাও
আমি সে জানি।
এ আলোকে এ আঁধারে
কেন তুমি আপনারে
ছায়াখানি দিয়ে ছাও
আমি সে জানি॥

সারাদিন নানা কাজে
কেন তুমি নানা সাজে
কত সুরে ডাক দাও
আমি সে জানি।
সারা হ'লে দেয়া-নেয়া
দিনান্তের শেষ খেয়া
কোন্-দিক্-পানে যাও
আমি সে জানি॥

দিন ফুরালো হে সংসারী,
ডাকো তাঁরে ডাকো যিনি শ্রান্তিহারী।
ভোলো সব ভাবনা,
হৃদয়ে লও হে শান্তিবারি।

দিন যায়রে, দিন যায় বিষাদে,
স্বার্থ কোলাহলে, ছলনায়, বিফলা বাসনায়
এসেছো ক্ষণতরে, ক্ষণপরে যাইবে চ'লে,
জনম কাটে বৃথায়, বাদবিবাদে কুমন্ত্রণায়।

দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া
নিত্য কল্যাণ কাজে হে।
ফিরিব আহ্বান মানিয়া
তোমারি রাজ্যের মাঝে হে॥

মজিয়া অমুখন লালসে
রবো না পড়িয়া আলসে,
হ'য়েছে জর্জ্জর জীবন
ব্যর্থ দিবসের লাজে হে ॥
আমারে রহে যেন না ঘিরি'
সতত বহুতর সংশয়ে ;
বিবিধ পথে যেন না ফিরি
বহুল সংগ্রহ আশয়ে।
অনেক নৃপতির শাসনে
না রহি শঙ্কিত আসনে,
ফিরিব নির্ভয়-গৌরবে
তোমারি ভৃত্যের সাজে হে ॥

দুঃখরাতে হে নাথ, কে ডাকিলে,
জাগি' হেরিনু তব প্রেম-মুখ-ছবি ॥
হেরিনু উষালোকে বিশ্ব তব কোলে,
জাগে তব নয়নে প্রাতে শুভ্র রবি ॥
শুনিনু বনে উপবনে আনন্দ-গাথা,
আশা হৃদয়ে বহি' নিত্য গাহে কবি ॥

দাঁড়াও আমার আঁখির আগে।
যেন তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে ॥
সমুখ আকাশে চরাচরলোকে,
এই অপরূপ আকুল আলোকে,
দাঁড়াও হে ॥

আমার পরাণ পলকে পলকে,
চোখে চোখে তব দরশ মাগে ॥
এই-যে ধরণী চেয়ে ব'সে আছে,
ইহার মাধুরী বাড়াও হে।
ধূলায় বিছানো শ্যাম অঞ্চলে
দাঁড়াও হে নাথ, দাঁড়াও হে ॥
যাহা কিছু আছে সকলি ঝাঁপিয়া,
ভুবন ছাপিয়া জীবন ব্যাপিয়া,
দাঁড়াও হে।
দাঁড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া
তোমারি লাগিয়া একেলা জাগে

দু-জনে যেথায় মিলিছে, সেথায়
তুমি থাকো প্রভু, তুমি থাকো ॥
দু-জনে যাহারা চ'লেছে, তাদের
তুমি রাখো, প্রভু, সাথে রাখো।
যেথা দু-জনের মিলিছে দৃষ্টি সেথা হোক্ তব সুধার বৃষ্টি,
দোঁহে যারা ডাকে দোঁহারে, তাদের
তুমি ডাকো, প্রভু, তুমি ডাকো ॥
দু-জনে মিলিয়া গৃহের প্রদীপে
জ্বালাইছে যে-আলোক,
তাহাতে হে দেব, হে বিশ্বদেব,
তোমারি আরতি হোক্ ॥
মধুর মিলনে মিলি' দুটি হিয়া প্রেমের বৃন্তে উঠে বিকশিয়া,
সকল অশুভ হইতে তাহারে
তুমি ঢাকো, প্রভু, তুমি ঢাকো ॥

নব বৎসরে করিলাম পণ,
লবো স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রমে, তোমার চরণে,
হে ভারত, লবো শিক্ষা ॥
পরের ভূষণ পরের বসন
তেয়াগিব আজ পরের অশন,
যদি হই দীন, না হইব হীন,
ছাড়িব পরের ভিক্ষা।
নব বৎসরে করিলাম পণ,
লবো স্বদেশের দীক্ষা ॥
না থাকে প্রাসাদ, আছে তো কুটীর
কল্যাণে সুপবিত্র।
না থাকে নগর, আছে তব বন
ফলে ফুলে সুবিচিত্র।
তোমা হ'তে যত দূরে গেছি স'রে
তোমারে দেখেছি তত ছোটো ক'রে,
কাছে দেখি আজ হে হৃদয়রাজ,
তুমি পুরাতন মিত্র।
হে তাপস, তব পর্ণ-কুটীর
কল্যাণে সুপবিত্র ॥
পরের বাক্যে তব পর হ'য়ে
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা।
তোমারে ভুলিতে ফিরায়েছি মুখ,
প'রেছি পরের সজ্জা।
কিছু নাহি গণি' কিছু নাহি কহি'
জপিছ মন্ত্র অন্তরে রহি',
তব সনাতন ধ্যানের আসন
মোদের অস্থিমজ্জা।

পরের বুলিতে তোমারে ভুলিতে
দিয়েছি, পেয়েছি লজ্জা ॥
সে-সকল সাজ তেয়াগিব আজ,
লইব তোমার দীক্ষা।
তব পদতলে বসিয়া বিরলে
শিখিব তোমার শিক্ষা।
তোমার ধর্ম্ম, তোমার কর্ম্ম,
তব মন্ত্রের গভীর মর্ম্ম
লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া
ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা।
তব গৌরবে গরব মানিব,
লইব তোমার দীক্ষা ॥

নিবিড় ঘন আঁধারে
জ্বলিছে ধ্রুবতারা।
মন রে মোর, পাথারে
হোস্‌নে দিশেহারা ॥
বিষাদে হ'য়ে ম্রিয়মাণ
বন্ধ না করিয়ো গান,
সফল করি' তোলো প্রাণ
টুটিয়া মোহকারা ॥
রাখিয়ো বল জীবনে,
রাখিয়ো চির আশা,
শোভন এই ভুবনে
রাখিয়ো ভালোবাসা।

সংসারের সুখে দুখে
চলিয়া যেয়ো হাসিমুখে,
ভরিয়া সদা রেখো বুকে
তাঁহারি সুধাধারা।

পিপাসা হায় নাহি মিটিল, নাহি মিটিল।
গরল-রস-পানে জর-জর পরাণে
মিনতি করি হে করযোড়ে,
জুড়াও সংসার-দাহ তব প্রেমের অমৃতে॥

প্রভু, খেলেছি অনেক খেলা
এবে তোমার ক্রোড় চাহি।
শ্রান্ত হৃদয়ে হে তোমারি প্রসাদ চাহি।
আজি চিন্তাতপ্ত প্রাণে
তব শান্তিবারি চাহি,
আজি সর্ব্ববিত্ত ছাড়ি'
তোমায় নিত্য নিত্য চাহি॥

প্রেমানন্দে রাখো পূর্ণ আমারে দিবসরাত।
বিশ্বভুবনে নিরখি সতত সুন্দর তোমারে,
চন্দ্র-সূর্য্য-কিরণে তোমার করুণ নয়নপাত॥
সুখ-সম্পদে করি হে পান তব প্রসাদবারি,
দুখ-সঙ্কটে পরশ পাই তব মঙ্গল হাত॥

জীবনে জ্বালো অমর দীপ তব অনন্ত আশা,
মরণ অন্তে হোক্ তোমারি চরণে সুপ্রভাত ॥
লহো লহো মম সব আনন্দ সকল প্রীতি গীতি
হৃদয়ে বাহিরে একমাত্র তুমি আমার নাথ ॥

পান্থ, এখনো কেন অলসিত অঙ্গ,
হেরো পুষ্পবনে জাগে বিহঙ্গ।
গগন মগন নন্দন-আলোক-উল্লাসে,
লোকে লোকে উঠে প্রাণ-তরঙ্গ ॥
রুদ্ধ হৃদয়কক্ষে তিমিরে
কেন আত্মসুখদুঃখে শয়ান ;
জাগো জাগো চলো মঙ্গল পথে,
যাত্রীদলে মিলি' লহো বিশ্বের সঙ্গ ॥

ভক্ত-হৃদ্‌বিকাশ প্রাণবিমোহন,
নব নব তব প্রকাশ, নিত্য নিত্য চিত্তগগনে হৃদীশ্বর
কভু মোহ-বিনাশ মহারুদ্রজ্বালা,
কভু বিরাজো ভয়হর শান্তি সুধাকর।
চঞ্চল হর্ষশোকসঙ্কুল কল্লোল-'পরে
স্থির বিরাজে চিরদিন মঙ্গল তব রূপ ;
প্রেমমূর্তি নিরুপম প্রকাশ করো, নাথ হে,
ধ্যান-নয়নে পরিপূর্ণ রূপ তব সুন্দর ॥

ভুবন হইতে ভুবনবাসী, এসো আপন হৃদয়ে।
হৃদয়মাঝে হৃদয়নাথ
আছে নিত্য সাথ সাথ,
কোথা ফিরিছ দিবারাত
হেরো তাঁহারে অভয়ে।
হেথা চির আনন্দধাম,
হেথা বাজিছে অভয় নাম,
হেথা পূরিবে সকল কাম
নিভৃত অমৃত আলয়ে॥

মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী,
সখী, জাগো জাগো।
মেলি' রাগ-অলস আঁখি
সখী, জাগো জাগো॥
আজি চঞ্চল এ নিশীথে
জাগো ফাল্গুন-গুণ-গীতে
অয়ি প্রথম-প্রণয়-ভীতে,
মম নন্দন-অটবীতে
পিক মুহু মুহুঃ উঠে ডাকি'—
সখী, জাগো জাগো॥
জাগো নবীন গৌরবে,
নব বকুল-সৌরভে,
মৃদু মলয়-বীজনে
জাগো নিভৃত নির্জ্জনে।
জাগো আকুল ফুল-সাজে,
জাগো মৃদুকম্পিত লাজে,

মম হৃদয়-শয়ন-মাঝে,
শুন মধুর মুরলী বাজে
মম অন্তরে থাকি' থাকি',—
সখী, জাগো জাগো ॥

মহানন্দে হেরো গো সবে গীতরবে ;
চলে শ্রান্তিহারা—
জগতপথে পশুপ্রাণী রবি শশী তারা।
তাঁহা হ'তে নামে জড়জীবনমনপ্রবাহ ;
তাঁহারে খুঁজিয়া চ'লেছে ছুটিয়া
অসীম সৃজনধারা ॥

মন্দিরে মম কে আসিল হে।
সকল গগন অমৃতমগন,
দিশিদিশি গেল মিশি' অমানিশি দূরে দূরে।
সকল দুয়ার আপনি খুলিল,
সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল,
সব বীণা বাজিল নব নব সুরে সুরে ॥

মনোমোহন, গহন যামিনীশেষে
দিলে আমারে জাগায়ে।
মেলি' দিলে শুভ প্রাতে সুপ্ত এ আঁখি
শুভ্র আলোক লাগায়ে ॥

মিথ্যা স্বপনরাজি কোথা মিলাইল,
আঁধার গেল মিলায়ে ;
শান্তি সরসীমাঝে চিত্তকমল
ফুটিল আনন্দবায়ে ॥

মোরা সত্যের 'পরে মন
আজি করিব সমর্পণ,
জয় জয় সত্যের জয় ।
মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য,
খুঁজিব সত্য ধন ।
জয় জয় সত্যের জয় ॥
যদি দুঃখে দহিতে হয়
তবু মিথ্যা চিন্তা নয় ।
যদি দৈন্য বহিতে হয়
তবু মিথ্যা কর্ম্ম নয় ।
যদি দণ্ড সহিতে হয়,
তবু মিথ্যা বাক্য নয়,
জয় জয় সত্যের জয় ॥
মোরা মঙ্গল কাজে প্রাণ
আজি করিব সকলে দান,
জয় জয় মঙ্গলময় ।
মোরা লভিব পুণ্য, শোভিব পুণ্যে,
গাহিব পুণ্য গান ।
জয় জয় মঙ্গলময় ॥
যদি দুঃখে দহিতে হয়
তবু অশুভ চিন্তা নয় ।

যদি দৈন্য বহিতে হয়,
তবু অশুভ কর্ম্ম নয়।
যদি দণ্ড সহিতে হয়,
তবু অশুভ বাক্য নয়,
জয় জয় মঙ্গলময়॥
সেই অভয় ব্রহ্মনাম
আজি মোরা সবে লইলাম—
যিনি সকল ভয়ের ভয়।
মোরা করিব না শোক, যা হবার হোক,
চলিব ব্রহ্মধাম,
জয় জয় ব্রহ্মের জয়॥
যদি দুঃখে দহিতে হয়,
তবু নাহি ভয় নাহি ভয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয়,
তবু নাহি ভয় নাহি ভয়।
যদি মৃত্যু নিকট হয়,
তবু নাহি ভয় নাহি ভয়।
জয় জয় ব্রহ্মের জয়॥
মোরা আনন্দমাঝে মন,
আজি করিব বিসর্জ্জন,
জয় জয় আনন্দময়।
সকল দৃশ্যে সকল বিশ্বে
আনন্দ-নিকেতন।
জয় জয় আনন্দময়॥
আনন্দ চিত্ত-মাঝে,
আনন্দ সর্ব্বকাজে,
আনন্দ সর্ব্বকালে,
দুঃখে বিপদজালে,

আনন্দ সর্ব্বলোকে,
মৃত্যু বিরহে শোকে,
জয় জয় আনন্দময় ॥

মোরে ডাকি' ল'য়ে যাও মুক্তদ্বারে—
তোমার বিশ্বের সভাতে,
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে ॥
উদয়গিরি হ'তে উচ্চে কহো মোরে—
"তিমির লয় হ'লো দীপ্তিসাগরে,
স্বার্থ হ'তে জাগো, দৈন্য হ'তে জাগো,
সব জড়তা হ'তে জাগো জাগো রে,
সতেজ উন্নত শোভাতে ॥"
বাহির করো তব পথের মাঝে,
বরণ করো মোরে তোমার কাজে।
নিবিড় আবরণ করো বিমোচন,
মুক্ত করো সব তুচ্ছ শোচন,
ধৌত করো মম মুগ্ধ লোচন
তোমার উজ্জ্বল শুভ্ররোচন
নবীন নির্ম্মল বিভাতে ॥

মন তুমি নাথ, লবে হ'রে,
ব'সে আছি সেই আশা ধ'রে ॥
নীলাকাশে ওই তারা ভাসে,
নীরব নিশীথে শশী হাসে,

দু-নয়নে বারি আসে ভ'রে ;
ব'সে আছি আমি আশা ধ'রে ॥
স্থলে জলে তব ধূলিতলে,
তরুতে লতায় ফুলে ফলে,
নরনারীদের প্রেমডোরে—
নানা দিকে দিকে, নানা কালে,
নানা সুরে সুরে, নানা তালে,
নানা মতে তুমি লবে মোরে—
ব'সে আছি সেই আশা ধ'রে ॥

যে-কেহ মোরে দিয়েছো সুখ,
দিয়েছো তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি ।
যে-কেহ মোরে দিয়েছো দুখ
দিয়েছো তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি ॥
যে-কেহ মোরে বেসেছো ভালো
জ্বেলেছো ঘরে তাঁহারি আলো,
তাঁহারি মাঝে সবারি আজি
পেয়েছি আমি পরিচয়,
সবারে আমি নমি ॥
যা-কিছু কাছে এসেছে, আছে,
এনেছে তাঁরে প্রাণে,
সবারে আমি নমি ।
যা-কিছু দূরে গিয়েছে ছেড়ে,
টেনেছে তাঁরি পানে,
সবারে আমি নমি ।

জানি বা আমি নাহি বা জানি,
মানি বা আমি নাহি বা মানি,
নয়ন মেলি' নিখিলে আমি
পেয়েছি তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি ॥

রক্ষা করো হে।
আমার কর্ম্ম হইতে আমায় রক্ষা করো হে ॥
আপন ছায়া আতঙ্কে মোরে করিছে কম্পিত হে,
আপন চিন্তা গ্রাসিছে, আমায় রক্ষা করো হে।
প্রতিদিন আমি আপনি রচিয়া জড়াই মিথ্যা জালে,
ছলনা-ডোর হইতে মোরে রক্ষা করো হে ॥
অহঙ্কার হৃদয়দ্বার র'য়েছে রোধিয়া হে।
আপনা হ'তে আপনায় মোরে রক্ষা করো হে ॥

লহো লহো তুলি লও হে, ভূমিতল হ'তে ধূলিম্লান এ পরাণ,
রাখো তব কৃপা-চোখে, রাখো তব স্নেহ-করতলে।
রাখো তা'রে আলোকে, রাখো তা'রে অমৃতে,
রাখো তা'রে নিয়ত কল্যাণে, রাখো তা'রে কৃপা-চোখে,
রাখো তা'রে স্নেহ-করতলে ॥

বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা।
বাজে অসীম নভমাঝে অনাদি রব,
জাগে অগণ্য রবিচন্দ্রতারা ॥

একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যে
পরম এক সেই রাজরাজেন্দ্র রাজে ;
বিস্মিত নিমেষহত বিশ্ব চরণে বিনত,
লক্ষ শত ভক্তচিত্ত বাক্যহারা ॥

তব ধায় অনন্ত গগনে লোকে লোকে,
তব বাণী গ্রহচন্দ্র দীপ্ত তপনতারা।
সুখদুখ তব বাণী, জনমমরণ বাণী তোমার,
নিভৃত গভীর তব বাণী ভক্ত হৃদয়ে শান্তিধারা ॥

বিমল আনন্দে জাগো রে।
মগন হও সুধাসাগরে।
হৃদয়-উদয়াচলে দেখো রে চাহি'
প্রথম পরম জ্যোতি-রাগ রে।

বাজাও তুমি কবি, তোমার সঙ্গীত সুমধুর
গম্ভীরতর তানে প্রাণে মম,
দ্রব জীবন ঝরিবে ঝর ঝর নির্ঝর তব পায়ে।
বিসরিব সব সুখ দুখ চিন্তা অতৃপ্ত বাসনা,
বিচরিবে বিমুক্ত হৃদয় বিপুল বিশ্বমাঝে
অনুখন আনন্দ-বায়ে ॥

শান্ত হ'রে মম চিত্ত নিরাকুল,
শান্ত হ'রে ওরে দীন।
হেরো চিদম্বরে মঙ্গলে সুন্দরে
সর্ব্ব চরাচর লীন।
শুনরে নিখিল-হৃদয়-নিস্যন্দিত
শূন্যতলে উথলে জয়সঙ্গীত,
হেরো বিশ্ব চির-প্রাণ-তরঙ্গিত,
নন্দিত নিত্য নবীন।
নাহি বিনাশ বিকার বিশোচন,
নাহি দুঃখ সুখ তাপ;
নির্ম্মল নিষ্কল নির্ভর অক্ষয়,
নাহি জরাজ্বর পাপ।
চির আনন্দ বিরাম চিরন্তন,
প্রেম নিরন্তর, জ্যোতি নিরঞ্জন,
শান্তি নিরাময়, কান্তি সুনন্দন,
সান্ত্বনা অন্তবিহীন॥

শান্তি করো বরিষণ নীরব ধারে,
নাথ, চিত্তমাঝে,
সুখে দুখে সব কাজে,
নির্জ্জনে জনসমাজে।
উদিত রাখো, নাথ, তোমার প্রেমচন্দ্র
অনিমেষ মম লোচনে,
গভীর তিমির মাঝে॥

শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ, পথে পথে,
ফিরি হে দ্বারে দ্বারে,—
চিরভিখারী হৃদি মম নিশিদিন চাহে কারে ॥
চিত্ত না শান্তি জানে, তৃষ্ণা না তৃপ্তি মানে,
যাহা পাই তাই হারাই, ভাসি অশ্রুধারে।
সকল যাত্রী চলি' গেল, বহি' গেল সব বেলা,
আসে তিমির যামিনী ভাঙিয়া গেল মেলা,
কত পথ আছে বাকি, যাবো চ'লে ভিক্ষা রাখি',
কোথা জ্বলে গৃহপ্রদীপ কোন্ সিন্ধুপারে ॥

সজনী গো—
শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা
নিশীথ যামিনীরে।
কুঞ্জপথে সখী, কৈসে যাওব
অবলা কামিনীরে।
উন্মদ পবনে যমুনা তর্জ্জিত
ঘন ঘন গর্জ্জিত মেহ।
দমকত বিদ্যুত পথতরু লুণ্ঠত,
থর থর কম্পত দেহ।
ঘন ঘন রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্,
বরখত নীরদপুঞ্জ।
শাল পিয়ালে তাল তমালে
নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জ।
কহ রে সজনী এ দুরুযোগে
কুঞ্জে নিরদয় কান
দারুণ বাঁশী কাহে বজাওয়ত
সকরুণ রাধা নাম।

সজনী—

মোতিম হারে বেশ বনা দে,
সীঁথি লগা দে ভালে।
উরহি বিলোলিত শিথিল চিকুর মম
বাঁধহ চম্পক মালে।
গহন রয়নসে ন যাও বালা,
নওল কিশোরক পাশ।
গরজে ঘন ঘন, বহু ডর পাওব,
কহে ভানু তব দাস।

সদা থাকো আনন্দে, সংসারে নির্ভয়ে নির্ম্মল প্রাণে
জাগো প্রাতে আনন্দে, করো কর্ম্ম আনন্দে,
সন্ধ্যায় গৃহে চলো হে আনন্দগানে।
সঙ্কটে সম্পদে থাকো কল্যাণে,
থাকো আনন্দে নিন্দা অপমানে।
সবারে ক্ষমা করি' থাকো আনন্দে,
চির-অমৃত-নির্ঝরে শান্তিরসপানে॥

সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হ'য়ে,
ভ্রমিছ দীন প্রাণে।
সতত হায় ভাবনা শত শত, নিয়ত ভীত পীড়িত,
শির নত কত অপমানে।
জানো না রে অধো উর্দ্ধে বাহির অন্তরে
ঘেরি' তোরে নিত্য রাজে সেই অভয়-আশ্রয়।
তোলো আনত শির, ত্যজো রে ভয়ভার,
সতত সরল চিতে চাহো তাঁরি প্রেম-মুখপানে॥

সুন্দর বহে আনন্দ মন্দানিল,
সমুদিত প্রেমচন্দ্র, অন্তর পুলকাকুল্।
কুঞ্জে কুঞ্জে জাগিছে বসন্ত পুণ্যগন্ধ,
শূন্যে বাজিছে রে অনাদি বীণাধ্বনি।
অচল বিরাজ করে—
শশিতারামণ্ডিত সুমহান সিংহাসনে ত্রিভুবনেশ্বর।
পদতলে বিশ্বলোক রোমাঞ্চিত,
জয় জয় গীত গাহে সুরনর ॥

হে সখা, মম হৃদয়ে রহো।
সংসারে সব কাজে ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহো ॥
নাথ, তুমি এসো ধীরে, সুখদুখ হাসি নয়ননীরে,
লহো আমার জীবন ঘিরে’ ;—
সংসারে সব কাজে ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহো ॥

সফল করো হে প্রভু আজি সভা,
এ রজনী হোক্ মহোৎসবা ॥
বাহিরঅন্তর ভুবনচরাচর
মঙ্গলডোরে বাঁধি’ এক করো,
শুষ্ক হৃদয় করো প্রেমে সরসতর,
শূন্য নয়নে আনো পুণ্যপ্রভা ॥
অভয়দ্বার তব করো হে অবারিত,
অমৃত উৎস তব করো উৎসারিত,
গগনে গগনে করো প্রসারিত
অতি বিচিত্র তব নিত্যশোভা।

সব ভকতে তব আনো এ পরিষদে,
বিমুখ চিত্ত যত করো নত তব পদে,
রাজঅধীশ্বর তব চিরসম্পদে
সব সম্পদ করো হতগরবা ॥

স্বপন যদি ভাঙিলে রজনীপ্রভাতে
পূর্ণ করো হিয়া মঙ্গল কিরণে।
রাখো মোরে তব কাজে,
নবীন করো এ জীবন হে।
খুলি' মোর গৃহদ্বার
ডাকো তোমারি ভবনে হে ॥

সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে।
সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে ॥
শুধু আপনার মনে নয়,
আপন ঘরের কোণে নয়,
শুধু আপনার রচনার মাঝে নহে ;
তোমার মহিমা যেথা উজ্জ্বল রহে,
সেই সবামাঝে তোমারে স্বীকার করিব হে।
দ্যুলোকে ভূলোকে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে ॥

সকলি তেয়াগি' তোমারে স্বীকার করিব হে।
সকলি গ্রহণ করিয়া তোমারে বরিব হে ॥
কেবলি তোমার স্তবে নয়,
শুধু সঙ্গীতরবে নয়,

শুধু নির্জ্জনে ধ্যানের আসনে নহে ;
তব সংসার যেথা জাগ্রত রহে,
কর্ম্মে সেথায় তোমারে স্বীকার করিব হে ।
প্রিয়ে অপ্রিয়ে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে ॥

জানি না বলিয়া তোমারে স্বীকার করিব হে,
জানি ব'লে নাথ, তোমারে হৃদয়ে বরিব হে,
শুধু জীবনের সুখে নয়,
শুধু প্রফুল্ল মুখে নয়,
শুধু সুদিনের সহজ সুযোগে নহে—
দুখশোক যেথা আঁধার করিয়া রহে
নত হ'য়ে সেথা তোমারে স্বীকার করিব হে ।
নয়নের জলে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে ॥

হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে,
শুন এ কবির গান ।—
তোমার চরণে নবীন হর্ষে
এনেছি পূজার দান ।
এনেছি মোদের দেহের শকতি,
এনেছি মোদের মনের ভকতি,
এনেছি মোদের ধর্ম্মের মতি,
এনেছি মোদের প্রাণ ।
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য
তোমারে করিতে দান ॥
কাঞ্চন-থালি নাহি আমাদের,
অন্ন নাহিক জুটে ।

যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে
নবীন পর্ণপুটে।
সমারোহে আজি নাহি প্রয়োজন,
দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন,
চিরদারিদ্র্য করিব মোচন,
চরণের ধূলা লুটে'।
সুর-দুর্লভ তোমার প্রসাদ
লইব পর্ণপুটে॥
রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস,
তুমিই প্রাণের প্রিয়।
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব,
তোমারি উত্তরীয়॥
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে র'য়েছে গোপন,
তোমারি মন্ত্র অগ্নি-বচন,
তাই আমাদের দিয়ো।
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব,
তোমার উত্তরীয়॥
দাও আমাদের অভয়মন্ত্র,
অশোকমন্ত্র তব।
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র,
দাও গো জীবন নব।
যে-জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে-জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে-মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লবো।
মৃত্যু-তরণ শঙ্কা-হরণ
দাও সে-মন্ত্র তব॥

হে মন, তাঁরে দেখো আঁখি খুলিয়ে
যিনি আছেন সদা অন্তরে।
সবারে ছাড়ি' প্রভু করো তাঁরে,
দেহ মন ধন যৌবন রাখো তাঁর অধীনে।

হরষে জাগো আজি, জাগো রে তাঁহার সাথে,
প্রীতিযোগে তাঁর সাথে একাকী।
গগনে গগনে হেরো দিব্য নয়নে
কোন্ মহাপুরুষ জাগে মহা যোগাসনে,
নিখিল কালে জড়ে জীবে জগতে
দেহে প্রাণে হৃদয়ে॥

হৃদয় বাসনা পূর্ণ হ'লো, আজি মম পূর্ণ হ'লো
শুন সবে জগতজনে।
কী হেরিনু শোভা নিখিল ভুবননাথ,
চিত্তমাঝে বসি' স্থির আসনে॥

হৃদয়শশী হৃদিগগনে
উদিল মঙ্গল লগনে,
নিখিল সুন্দর ভুবনে
এ কী এ মহা মধুরিমা।

ডুবিল কোথা দুখ সুখ রে,
অপার শান্তির সাগরে,
বাহিরে অন্তরে জাগে রে
শুধুই সুধা-পূরণিমা ॥
গভীর সঙ্গীত দ্যুলোকে
ধ্বনিছে গম্ভীর পুলকে,
গগন-অঙ্গন-আলোকে
উদার দীপ-দীপ্তিমা।
চিত্তমাঝে কোন্ যন্ত্রে
কী গান মধুময় মন্ত্রে
বাজে রে অপরূপ তন্ত্রে,
প্রেমের কোথা পরিসীমা ॥

হৃদি-মন্দির দ্বারে বাজে সুমঙ্গল শঙ্খ।
শত মঙ্গল শিখা করে ভবন আলো ;
উঠে নির্মল ফুলগন্ধ।

মনোমন্দির-সুন্দরী,
মণিমঞ্জীর গুঞ্জরী
স্খলদঞ্চলা চলচঞ্চলা
অয়ি মঞ্জুলা মঞ্জরী ॥
রোষারুণ-রাগরঞ্জিতা
বঙ্কিম-ভুরু-ভঙ্গিতা,
গোপন-হাস্য- কুটিল-আস্য
কপট-কলহ-গঞ্জিতা ॥

সঙ্কোচ-নত-অঙ্গিনী
ভয়ভঙ্গুর-ভঙ্গিনী,
চকিত-চপল- নব কুরঙ্গ
যৌবন-বন-রঙ্গিণী॥
অয়ি খল-ছলগুণ্ঠিতা
মধুকর-ভর-কুণ্ঠিতা
লুব্ধ-পবন- ক্ষুব্ধ-লোভন-
মল্লিকা-অবলুণ্ঠিতা॥
চুম্বনধন-বঞ্চিনী
দুরূহ-গর্ব্ব-মঞ্চিনী
রুদ্ধ-কোরক- সঞ্চিত-মধু
কঠিন-কনককঞ্চিনী॥

নিশি না পোহাতে জীবন-প্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া,
তোমার অনল দিয়া॥
কবে যাবে তুমি সমুখের পথে
দীপ্ত শিখাটি বাহি'
আছি তাই পথ চাহি'॥
পুড়িবে বলিয়া র'য়েছে আশায়
আমার নীরব হিয়া
আপন আঁধার নিয়া॥
নিশি না পোহাতে জীবন-প্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া॥

অলকে কুসুম না দিয়ো
শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো ॥
কাজল-বিহীন সজল নয়নে
হৃদয় দুয়ারে ঘা দিয়ো ॥
আকুল-আঁচলে পথিক-চরণে
মরণের ফাঁদ ফাঁদিয়ো ॥
না করিয়া বাদ মনে যাহা সাধ
নিদয়া, নীরবে সাধিয়ো ॥
এসো, এসো, বিনা ভূষণেই,
দোষ নেই, তাহে দোষ নেই ;
যে আসে আসুক্, ঐ তব রূপ
অযতন-ছাঁদে ছাঁদিয়ো,
শুধু হাসিখানি আঁখি-কোণে হানি'
উতলা হৃদয় ধাঁদিয়ো ॥

আমার নাই বা হ'লো পারে যাওয়া ।
যে-হাওয়াতে চ'লতো তরী
অঙ্গেতে সেই লাগাই হাওয়া ॥
নেই যদি বা জ'মলো পাড়ি,
ঘাট আছে তো ব'সতে পারি,
আমার আশার তরী ডুবলো যদি
দেখবো তোদের তরী-বাওয়া ॥
হাতের কাছে কোলের কাছে
যা আছে সেই অনেক আছে,
আমার সারাদিনের এই কি রে কাজ
ওপার পানে কেঁদে চাওয়া ?

কম কিছু মোর থাকে হেথা
পূরিয়ে নেবো প্রাণ দিয়ে তা,
আমার সেইখানেতেই কল্প-লতা
যেখানে মোর দাবি-দাওয়া ॥

দুখের বেশে এসেছো ব'লে তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় ক'রে ধরিব হে ॥
আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী,
তোমারে তবু চিনিব আমি,
মরণরূপে আসিলে প্রভু, চরণ ধরি' মরিব হে।
যেমন ক'রে দাও না দেখা তোমারে নাহি ডরিব হে ॥

নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক্ জল নয়নে হে।
বাজিছে বুকে বাজুক, তব কঠিন বাহু বাঁধনে হে।
তুমি-যে আছ বক্ষে ধ'রে
বেদনা তাহা জানাক্ মোরে,
চাবো না কিছু, কবো না কথা, চাহিয়া রবো বদনে হে।
নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক্ জল নয়নে হে ॥

আমার গোধূলি-লগন এলো বুঝি কাছে
গোধূলি-লগন রে।
বিবাহের রঙে রাঙা হ'য়ে আসে
সোনার গগন রে।
শেষ ক'রে দিল পাখী গান-গাওয়া,
নদীর উপরে প'ড়ে এলো হাওয়া,

ওপারের তীর ভাঙা মন্দির
আঁধারে মগন রে।
আসিছে মধুর ঝিল্লি-নূপুরে
গোধূলি লগন রে।
আমার দিন কেটে গেছে কখনো খেলায়
কখনো কত কী কাজে।
এখন কী শুনি পূরবীর সুরে
কোন দূরে বাঁশী বাজে।
বুঝি দেরি নাই আসে বুঝি আসে,
আলোকের আভা লেগেছে আকাশে,
বেলাশেষে মোরে কে সাজাবে ওরে
নব মিলনের সাজে?
সারা হ'লো কাজ মিছে কেন আজ
ডাকো মোরে আর কাজে?
আমি জানি-যে আমার হ'য়ে গেছে গণা
গোধূলি লগন রে।
ধূসর আলোকে মুদিবে নয়ন
অস্ত-গগন রে,—
তখন এ ঘরে কে খুলিবে দ্বার,
কে লইবে টানি' বাহুটি আমার,
আমায় কে জানে কী মন্ত্রে গানে
করিবে মগন রে—
সব গান সেরে আসিবে যখন
গোধূলি লগন রে।

———

আমি কেমন করিয়া জানাবো আমার জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো—
আমার জুড়ালো হৃদয় প্রভাতে।
আমি কেমন করিয়া জানাবো আমার পরাণ কী নিধি কুড়ালো—
ডুবিয়া নিবিড় গভীর শোভাতে।
আজ গিয়েছি সবার মাঝারে—সেথায় দেখেছি আলোক-আসনে—
দেখেছি আমার হৃদয়-রাজারে!
আমি দুয়েকটি কথা ক'য়েছি তা' সনে, সে নীরব সভা-মাঝারে,—
দেখেছি চির-জনমের রাজারে।
এই বাতাস আমারে হৃদয়ে ল'য়েছে, আলোক আমার তনুতে—
কেমনে মিলে' গেছে মোর তনুতে—
তাই এ গগনভরা প্রভাত পশিল আমার অণুতে অণুতে।
আজ ত্রিভুবন-জোড়া কাহার বক্ষে, দেহ মন মোর ফুরালো—
যেন রে নিঃশেষে আজি ফুরালো।
আজ যেখানে যা হেরি, সকলেরি মাঝে জুড়ালো জীবন জুড়ালো—
আমার আদি ও অন্ত জুড়ালো॥

আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি,
আকাশেতে সোনার আলোয় ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী।
ওরে মন, খুলে' দে মন, যা আছে তোর খুলে দে,
অন্তরে যা ডুবে আছে আলোক পানে তুলে দে!
আনন্দে সব বাধা টুটে, সবার সাথে ওঠরে ফুটে',
চোখের 'পরে আলস ভরে রাখিস্ নে আর আঁধন টানি'।

এক মনে তোর একতারাতে
একটি যে তার সেইটি বাজা—
ফুলবনে তোর একটি কুসুম
তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা ॥
যেখানে তোর সীমা, সেথায়
আনন্দে তুই থামিস্ এসে,
যে-কড়ি তোর প্রভুর দেওয়া
সেই কড়ি তুই নিস্‌রে হেসে।
লোকের কথা নিস্‌নে কানে,
ফিরিস্‌নে আর হাজার টানে,
যেন রে তোর হৃদয় জানে
হৃদয়ে তোর আছেন রাজা—
একতারাতে একটি যে তার
আপন মনে সেইটি বাজা ॥

তুমি যত ভার দিয়েছো সে-ভার
করিয়া দিয়েছো সোজা।
আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি
সকলি হ'য়েছে বোঝা। (বন্ধু)
এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু, নামাও,
ভারের বেগেতে চ'লেছি কোথায়
এ যাত্রা তুমি থামাও ॥ (বন্ধু)
আপনি যে-দুখ ডেকে আনি সে-যে
জ্বালায় বজ্রানলে—
অঙ্গার ক'রে রেখে যায় সেথা
কোনো ফল নাহি ফলে—(বন্ধু)

তুমি যাহা দাও সে-যে দুঃখের দান
শ্রাবণধারায় বেদনার রসে
সার্থক করে প্রাণ। (বন্ধু)
যেখানে যা-কিছু পেয়েছি কেবলি
সকলি ক'রেছি জমা—
যে দেখে সে আজ মাগে-যে হিসাব
কেহ নাহি করে ক্ষমা। (বন্ধু)
এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু, নামাও,
ভারের বেগেতে ঠেলিয়া চ'লেছি
এ যাত্রা মোরে থামাও॥ (বন্ধু)

তুমি এপার ওপার করো কে গো
ওগো খেয়ার নেয়ে।
আমি ঘরের দ্বারে ব'সে ব'সে
দেখি-যে সব চেয়ে।
ভাঙিলে হাট দলে দলে,
সবাই যবে ঘরে চলে,
আমি তখন মনে ভাবি
আমিও যাই ধেয়ে।
দেখি সন্ধ্যাবেলা ওপার পানে,
তরণী যাও বেয়ে;
দেখে মন আমার কেমন করে,
ওঠে-যে গান গেয়ে,
ওগো খেয়ার নেয়ে।
কালো জলের কল কলে,
আঁখি আমার ছল ছলে,

ওপার হ'তে সোনার আভা
পরাণ ফেলে ছেয়ে।
দেখি তোমার মুখে কথাটি নাই,
ওগো খেয়ার নেয়ে;
কী-যে তোমার চোখে লেখা আছে
দেখি-যে সব চেয়ে,
ওগো খেয়ার নেয়ে,
আমার মুখে ক্ষণ তরে,
যদি তোমার আঁখি পড়ে,
আমি তখন মনে ভাবি
আমিও যাই ধেয়ে,
ওগো খেয়ার নেয়ে॥

ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভুলে মর্ ফি'রে।
খোলা আঁখি দুটো অন্ধ ক'রে দে
আকুল আঁখির নীরে॥
সে-ভোলা পথের প্রান্তে র'য়েছে
হারানো হিয়ার কুঞ্জ,
ঝ'রে প'ড়ে আছে কাঁটা-তরুতলে
রক্ত-কুসুম-পুঞ্জ;
সেথা দুই বেলা ভাঙা-গড়া-খেলা
অকূল-সিন্ধু-তীরে।
ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভুলে' মরু ফিরে॥

অনেক দিনের সঞ্চয় তোর
আগুলি' আছিস্ ব'সে,
ঝড়ের রাতের ফুলের মতন
ঝরুক্ পড়ুক্ খ'সে।
আয় রে এবার সব-হারাবার
জয়-মালা পর্ শিরে।
ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভুলে' মর্ ফিরে ॥

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি'
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি ॥
কী করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,
কোন্ মাঠে-যে ছুটে' বেড়াই
সকল ছেলে জুটি' ॥
কেয়া-পাতার নৌকা গ'ড়ে
সাজিয়ে দেবো ফুলে,
তালদীঘিতে ভাসিয়ে দেবো
চ'ল্‌বে দুলে' দুলে' ॥
রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু
চরাবো আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখ্‌বো গায়ে ফুলের রেণু
চাঁপার বনে লুটি'।
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি ॥

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র-ছায়ায়
লুকোচুরি খেলা,
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা ॥
আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে
উড়ে' বেড়ায় আলোয় মেতে,
আজ কিসের তরে নদীর চরে
চখাচখীর মেলা ॥
ওরে যাবো না আজ ঘরে রে ভাই,
যাবো না আজ ঘরে।
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেবো রে লুট্ ক'রে ॥
যেন জোয়ার জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুট্‌ছে হাসি',
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশী
কাট্‌বে সকল বেলা ॥

আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান।
দাঁড় ধ'রে আজ বোস্ রে সবাই, টান্ রে সবাই টান্ ॥
বোঝা যত বোঝাই করি'
ক'র্‌বো রে পার দুখের তরী,
ঢেউয়ের 'পরে ধ'র্‌বো পাড়ি
যায় যদি যাক্ প্রাণ ॥
কে ডাকে রে পিছন হ'তে কে করে রে মানা,
ভয়ের কথা কে বলে আজ ভয় আছে সব জানা।

কোন্ শাপে কোন্ গ্রহের দোষে
সুখের ডাঙায় থাক্‌বো ব'সে ?
পালের রশি ধ'র্‌বো কসি'
চ'ল্‌বো গেয়ে গান ॥

তোমার সোনার থালায় সাজাবো আজ
দুখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথ্‌বো তোমার
গলার মুক্তাহার ॥
চন্দ্র সূর্য্য পায়ের কাছে
মালা হ'য়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার
দুখের অলঙ্কার ॥
ধন ধান্য তোমারি ধন
কী ক'রবে তা কও।
দিতে চাও তো দিয়ো আমায়
নিতে চাও তো লও।
দুঃখ আমার ঘরের জিনিষ,
খাঁটি রতন তুই তো চিনিস,
তোর প্রসাদ দিয়ে তা'রে কিনিস,
এ মোর অহঙ্কার।

রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে।
ব্যাপ্ত পরতাপ তব বিশ্বময় হে ॥

দুষ্টদল-দলন তব দণ্ড ভয়কারী,
শত্রুজন-দর্পহর দীপ্ত তরবারি,
সঙ্কট-শরণ্য তুমি দৈন্যদুখহারী,
মুক্ত অবরোধ তব অভ্যুদয় হে ॥

নব কুন্দ-ধবলদল সুশীতলা।
অতি সুনির্ম্মলা, সুখ-সমুজ্জ্বলা,
শুভ সুবর্ণ-আসনে অচঞ্চলা ॥
স্মিত উদয়ারুণ-কিরণ-বিলাসিনী,
পূর্ণ-সিতাংশু-বিভাস বিকাশিনী,
নন্দন-লক্ষ্মী সুমঙ্গলা ॥

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা
গেঁথেছি শেফালি মালা ;
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি ডালা।
এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে,
এসো নির্ম্মল নীল পথে,
এসো ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল
বনগিরি পর্ব্বতে ;
এসো মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল
শীতল শিশির ঢালা ॥

ঝরা মালতীর ফুলে
আসন বিছানো নিভৃত কুঞ্জে
ভরা গঙ্গার কূলে,
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে
তোমার চরণমূলে।
গুঞ্জরতান তুলিয়ো তোমার
সোনার বীণার তারে
মৃদু মধু ঝঙ্কারে,
হাসি-ঢালা সুর গলিয়া পড়িবে
ক্ষণিক অশ্রুধারে।
রহিয়া রহিয়া যে-পরশমণি
ঝলকে অলক-কোণে,
পলকের তরে সকরুণ করে
বুলায়ো বুলায়ো মনে।
সোনা হ'য়ে যাবে সকল ভাবনা
আঁধার হইবে আলা॥

অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া।
দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া॥
কোন্ সাগরের পার হ'তে আনে
কোন সুদূরের ধন;
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া॥
পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল
গুরু গুরু দেয়া ডাকে,

মুখে এসে পড়ে অরুণ-কিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।
ওগো কাণ্ডারী, কে গো তুমি, কার
হাসি কান্নার ধন ;
ভেবে মরে মোর মন,
কোন সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র
কী মন্ত্র হবে গাওয়া ॥

আমার নয়ন-ভুলানো এলে,
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে।
শিউলি-তলার পাশে পাশে,
ঝরা ফুলের রাশে রাশে,
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে,
নয়ন-ভুলানো এলে ॥
আলো ছায়াব আঁচলখানি
লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,
ফুলগুলি ঐ মুখে চেয়ে
কী কথা কয় মনে মনে!
তোমায় মোরা ক'রবো বরণ
মুখের ঢাকা করো হরণ,
ঐটুকু ঐ মেঘাবরণ
দু-হাত দিয়ে ফেলো ঠেলে।
নয়ন-ভুলানো এলে ॥
বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি,

আকাশ-বীণার তারে তারে
জাগে তোমার আগমনী।
কোথায় সোনার নূপুর বাজে
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে,
সকল ভাবে সকল কাজে
পাষাণ-গালা সুধা ঢেলে—
নয়ন-ভুলানো এলে ॥

অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে।
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো
সুন্দর করো হে ॥
জাগ্রত করো, উদ্যত করো,
নির্ভয় করো হে।
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে।
অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে ॥

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে,
মুক্ত করো হে বন্ধ,
সঞ্চার করো সকল কর্ম্মে
শান্ত তোমার ছন্দ।
চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে,
নন্দিত করো, নন্দিত করো
নন্দিত করো হে।
অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে ॥

অসীম কালসাগরে ভুবন ভেসে চ'লেছে।
অমৃত-ভবন কোথা আছে তাহা কে জানে॥
হের, আপন হৃদয়-মাঝে ডুবিয়ে, এ কী শোভা!
অমৃতময় দেবতা সতত
বিরাজে এই মন্দিরে, এই সুধা-নিকেতনে॥

আঁখিজল মুছাইলে জননী,
অসীম স্নেহ তব, ধন্য তুমি গো,
ধন্য ধন্য তব করুণা।
অনাথ যে, তা'রে তুমি মুখ তুলে' চাহিলে
মলিন যে, তা'রে তুমি বসাইলে পাশে,
তোমার দুয়ার হ'তে কেহ নাহি ফিরে,
যে আসে অমৃত-পিয়াসে।
দেখেছি আজি তব প্রেমমুখ-হাসি,
পেয়েছি চরণচ্ছায়া,
চাহিনা আর কিছু পূরেছে কামনা,
ঘুচেছে হৃদয়-বেদনা।

আজি নাহি নাহি নিদ্রা আঁখিপাতে।
তোমার ভবনতলে হেরি প্রদীপ জ্বলে,
দূরে বাহিরে তিমিরে আমি জাগি জোড় হাতে॥

ক্রন্দন ধ্বনিছে পথহারা পবনে,
রজনী মূর্চ্ছাগত বিদ্যুত-ঘাতে।
দ্বার খোলো হে দ্বার খোলো—
প্রভু, করো দয়া, দেহ দেখা দুখ-রাতে॥

আজ বারি ঝরে ঝর ঝর,
ভরা বাদরে,
আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা
কোথাও না ধরে॥
শালের বনে থেকে থেকে
ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে,
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে
মাঠের 'পরে।
আজি মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে
নৃত্য কে করে॥
ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন,
লুটেছে এই ঝড়ে—
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর
কাহার পায়ে পড়ে॥
অন্তরে আজ কী কলরোল,
দ্বারে দ্বারে ভাঙ্‌লো আগল,
হৃদয়-মাঝে জাগ্‌লো পাগল
আজি ভাদরে;
আজ এমন ক'রে কে মেতেছে
বাহিরে ঘরে॥

———

আজি এ আনন্দ-সন্ধ্যা সুন্দর বিকাশে, আহা।
মন্দ পবনে আজি ভাসে আকাশে
বিধুর ব্যাকুল মধুমাধুরী, আহা।
স্তব্ধ গগনে গ্রহতারা নীরবে
কিরণ-সঙ্গীতে সুধা বরষে, আহা।
প্রাণ মন মম ধীরে ধীরে প্রসাদ-রসে আসে ভরি',
দেহ পুলকিত উদার হরষে, আহা॥

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ সম,
নাই-যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি', হে প্রিয়তম,
চাই-যে বার বার॥
বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই,
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।
সুদূর কোন্ নদীর পারে,
গহন কোন্ বনের ধারে,
গভীর কোন্ অন্ধকারে
হ'তেছো তুমি পার॥

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে
কখন্ আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হ'লে জননী?

ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে॥
ডান হাতে তোর খড়্‌গ জ্বলে,
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি,
ললাটে-নেত্র আগুন-বরণ।
ওগো মা—
তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে॥
তোমার মুক্ত-কেশের পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশ-তলে,
রৌদ্র-বসনী!
ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে।
যখন অনাদরে চাইনি মুখে,
ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা,
আছে ভাঙা ঘরে একলা প'ড়ে,
দুখের বুঝি নাইকো সীমা।
কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ,
কোথা সে তোর মলিন হাসি।
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল
ঐ চরণের দীপ্তিরাশি।

আজি দুখের রাতে, সুখের স্রোতে,
ভাসাও ধরণী।
তোমার অভয় বাজে হৃদয় মাঝে,
হৃদয়-হরণী।
ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে॥

আজি মম জীবনে নামিছে ধীরে
ঘন রজনী নীরবে নিবিড় গম্ভীরে।
জাগো আজি জাগো, জাগো রে তাঁরে ল'য়ে
প্রেম-ঘন হৃদয়-মন্দিরে॥

আজি শ্রাবণ-ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মতো নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে॥
প্রভাত আজি মুদেছে আঁখি বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি',
নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি' নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে॥
কূজন-হীন কাননভূমি, দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে;
একেলা কোন্ পথিক তুমি পথিক-হীন পথের 'পরে।
হে একা সখা, হে প্রিয়তম, র'য়েছে খোলা এ ঘর মম,
সমুখ দিয়ে স্বপন-সম যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে॥

অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চ'ল্‌বে না।
এবার হৃদয় মাঝে লুকিয়ে বোসো,
কেউ জান্‌বে না কেউ ব'ল্‌বে না।
বিশ্বে তোমার লুকোচুরি,
দেশ বিদেশে কতই ঘুরি,
এবার বলো আমার মনের কোণে
দেবে ধরা, ছ'ল্‌বে না।
আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চ'ল্‌বে না।

জানি আমার কঠিন হৃদয়
চরণ রাখার যোগ্য সে নয়,
সখা, তোমার হাওয়া লাগ্‌লে হিয়ায়
তবু কি প্রাণ গ'ল্‌বে না?
না হয় আমার নাই সাধনা,
ঝ'র্‌লে তোমার কৃপার কণা
তখন নিমিষে কি ফুট্‌বে না ফুল
চকিতে ফল ফ'ল্‌বে না?
আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চ'ল্‌বে না।

আপনি অবশ হ'লি, তবে
বল দিবি তুই কারে।
উঠে দাঁড়া উঠে দাঁড়া,
ভেঙে পড়িস্‌ না রে॥

করিস্‌নে লাজ, করিস্‌নে ভয়,
আপনাকে তুই ক'রে নে জয়,
সবাই তখন সাড়া দেবে
ডাক দিবি তুই যারে ॥
বাহির যদি হ'লি পথে
ফিরিস্‌নে তুই কোনো-মতে,
থেকে থেকে পিছনপানে
চাস্‌নে বারে বারে।
নেই-যে রে ভয় ত্রিভুবনে,
ভয় শুধু তোর নিজের মনে,
অভয়-চরণ শরণ ক'রে
বাহির হ'য়ে যা রে ॥

আবার মোরে পাগল ক'রে
দিবে কে!
হৃদয় যেন পাষাণ হেন
বিরাগ-ভরা বিবেকে।
আবার প্রাণে নূতন টানে
প্রেমের নদী
পাষাণ হ'তে উছল স্রোতে
বহায় যদি,
আবার দুটি নয়নে লুটি'
হৃদয় হ'রে নিবে কে?
আবার মোরে পাগল ক'রে
দিবে কে?

আবার কবে ধরণী হবে
তরুণা।
কাহার প্রেমে আসিবে নেমে
স্বরগ হ'তে করুণা।
নিশীথ-নভে শুনিব কবে
গভীর গান,
যে-দিকে চাবো দেখিতে পাবো
নবীন প্রাণ,
নূতন প্রীতি আনিবে নিতি
কুমারী উষা অরুণা;
আবার কবে ধরণী হবে
তরুণা?

দিবে কে খুলি' এ ঘোর ধূলি-
আবরণ,
কাহার হাতে আঁখির পাতে
জগত-জাগা জাগরণ।
কী হাসিখানি আনিবে টানি'
সবার হাসি
গড়িবে গেহ জাগাবে স্নেহ
জীবন রাশি;
প্রকৃতিবধূ চাহিবে মধু,
পরিবে নব আভরণ;
দিবে কে খুলি' এ ঘোর ধূলি-
আবরণ।

পাগল ক'রে দিবে সে মোরে
চাহিয়া।

হৃদয়ে এসে মধুর হেসে
প্রাণের গান গাহিয়া।
আপনা থাকি' ভাসিবে আঁখি
আকুল নীরে ;
ঝরণাসম জগৎ, মম
ঝরিবে শিরে।
তাহার বাণী দিবে গো আনি'
সকল বাণী বাহিয়া ;
পাগল ক'রে দিবে সে মোরে
চাহিয়া॥

আমরা পথে পথে যাবো সারে সারে,
তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে॥
ব'ল্‌বো, "জননীকে কে দিবি দান,
কে দিবি ধন তোরা, কে দিবি প্রাণ"—
তোদের মা ডেকেছে, কবো বারে বারে॥
তোমার নামে প্রাণের সকল সুর,
উঠ্‌বে আপনি বেজে সুধা-মধুর—
মোদের হৃদয়-যন্ত্রেরই তারে তারে।
বেলা গেলে শেষে তোমারি পায়ে,
এনে দেবো সবার পূজা কুড়ায়ে,
তোমার সন্তানেরি দান ভারে ভারে॥

আমরা ব'স্‌বো তোমার সনে।
তোমার সরিক হবো রাজার রাজা,
তোমার আধেক সিংহাসনে।

তোমার দ্বারী মোদের ক'রেছে শির নত,
তা'রা জানে না-যে মোদের গরব কত,
তাই বাহির হ'তে তোমায় ডাকি
তুমি ডেকে লও গো আপন জনে ॥

আমাকে যে বাঁধ্‌বে ধ'রে, এই হবে যার সাধন,
সে কি অম্‌নি হবে।
আপনাকে সে বাঁধা দিয়ে আমায় দেবে বাঁধন,
সে কি অম্‌নি হবে।
আমাকে যে দুঃখ দিয়ে আন্‌বে আপন বশে,
সে কি অম্‌নি হবে।
তা'র আগে তা'র পাষাণ-হিয়া গ'ল্‌বে করুণ রসে,
সে কি অম্‌নি হবে।
আমাকে যে কাঁদাবে তা'র ভাগ্যে আছে কাঁদন,
সে কি অম্‌নি হবে।

আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার
চরণ-ধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে ॥
নিজেরে করিতে গৌরব দান,
নিজেরে কেবলি করি অপমান,

আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে ;
তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে।

যাচি হে তোমার চরম শান্তি,
পরাণে তোমার পরম কান্তি
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়-পদ্ম-দলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে, (মরি হায়, হায় রে)—
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে,
কী দেখেছি মধুর হাসি।
কী শোভা কী ছায়া গো,
কী স্নেহ কী মায়া গো,
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে,
নদীর কূলে কূলে।

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে
লাগে সুধার মতো (মরি হায়, হায় রে)—
মা, তোর বদনখানি মলিন হ'লে,
আমি নয়নজলে ভাসি ॥

তোমার এই খেলাঘরে
শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি'
ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে
কী দীপ জ্বালিস্ ঘরে, (মরি হায়, হায় রে)—
তখন খেলাধূলা সকল ফেলে,
তোমার কোলে ছুটে আসি ॥

ধেনু-চরা তোমার মাঠে
পারে যাবার খেয়া-ঘাটে,
সারাদিন পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা
তোমার পল্লীবাটে,—
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে
জীবনের দিন কাটে, (মরি হায়, হায় রে)—
ও মা, আমার যে ভাই তা'রা সবাই,
তোমার রাখাল তোমার চাষী ॥

ও মা, তোর চরণেতে
দিলেম এই মাথা পেতে,
দে গো তোর পায়ের ধূলা, সে-যে আমার
মাথার মাণিক হবে।
ও মা, গরীবের ধন যা আছে তাই
দিব চরণতলে, (মরি হায়, হায় রে)—
আমি পরের ঘরে কিন্‌বো না আর
ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি ॥

আমারে, পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায়
কোন্ ক্ষ্যাপা সে।
ওরে আকাশ জুড়ে' মোহন সুরে
কী-যে বাজে কোন্ বাতাসে॥
গেল রে গেল বেলা, পাগলের কেমন খেলা—
ডেকে সে আকুল করে দেয় না ধরা।
তা'রে কানন গিরি খুঁজে' ফিরি,
কেঁদে মরি কোন্ হুতাশে॥

আমি ফিরবো না রে, ফিরবো না আর ফিরবো না রে—
(এমন) হাওয়ার মুখে ভাস্‌লো তরী (কূলে) ভিড়্‌বো না আর
ভিড়্‌বো না রে॥
ছড়িয়ে গেছে সুতো ছিঁড়ে
তাই খুঁটে' আজ মরবো কি রে,
(এখন) ভাঙা ঘরের কুড়িয়ে খুঁটি (বেড়া) ঘিরবো না আর
ঘিরবো না রে॥
ঘাটের রসি গেছে কেটে
কাঁদবো কি তাই বক্ষ ফেটে,
(এখন) পালের রসি ধ'রবো কসি' (এ রসি) ছিঁড়্‌বো না আর
ছিঁড়্‌বো না রে॥

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত ক'রে বাঁচালে মোরে।
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভ'রে॥

না চাহিতে মোরে যা ক'রেছো দান,
আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ,
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায়
সে-মহা দানেরই যোগ্য ক'রে ;
অতি-ইচ্ছার সঙ্কট হ'তে
বাঁচায়ে মোরে !

আমি কখনো বা ভুলি, কখনো বা চলি,
তোমার পথের লক্ষ্য ধ'রে ;
তুমি নিষ্ঠুর সম্মুখ হ'তে
যাও যে স'রে ॥
এ যে তব দয়া জানি জানি হায়,
নিতে চাও ব'লে ফিরাও আমায়,
পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন
তব মিলনেরই যোগ্য ক'রে,
আধা-ইচ্ছার সঙ্কট হ'তে
বাঁচায়ে মোরে ॥

আমি ভয় ক'র্‌বো না, ভয় ক'র্‌বো না।
দু-বেলা মরার আগে
ম'র্‌বো না, ভাই, ম'র্‌বো না।
তরীখানা বাইতে গেলে
মাঝে মাঝে তুফান মেলে ;
তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে
কান্নাকাটি ধ'র্‌বো না ॥
শক্ত যা তাই সাধ্‌তে হবে,
মাথা তুলে রইবো ভবে,

সহজ পথে চ'ল্‌বো ভেবে
পাঁকের 'পরে প'ড়্‌বো না॥
ধর্ম্ম আমার মাথায় রেখে
চল্‌বো সিধে রাস্তা দেখে,
বিপদ যদি এসে পড়ে
ঘরের কোণে স'র্‌বো না॥

আয় রে আয় রে সাঁঝের বা,
লতাটিরে দুলিয়ে যা।
ফুলের গন্ধ দেবো তোরে
আঁচলটা তোর ভ'রে ভ'রে।
আয় রে আয় রে মধুকর,
ডানা দিয়ে বাতাস কর্‌,
ভোরের বেলা গুন্‌গুনিয়ে
ফুলের মধু যাবি নিয়ে॥
আয় রে চাঁদের আলো, আয়,
হাত বুলিয়ে দে রে গায়,
পাতার কোলে মাথা থুয়ে
ঘুমিয়ে প'ড়্‌বি শুয়ে শুয়ে॥
পাখী রে, তুই ক'স্‌নে কথা
ঐ-যে ঘুমিয়ে প'লো লতা॥

———

আর নাইরে বেলা, নাম্‌লো ছায়া
ধরণীতে,
এখন চল্‌ রে ঘাটে, কলসখানি
ভ'রে নিতে ॥
জলধারার কলস্বরে
সন্ধ্যাগগন আকুল করে,
ওরে ডাকে আমায় পথের 'পরে
সেই ধ্বনিতে।
চল্‌ রে ঘাটে কলসখানি
ভ'রে নিতে ॥

এখন বিজন পথে করে না কেউ
আসা যাওয়া,
ওরে প্রেম-নদীতে উঠেছে ঢেউ
উতল হাওয়া।
জানিনে আর ফির্‌বো কিনা,
কার সাথে আজ হবে চিনা,
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা
তরণীতে।
চল্‌ রে ঘাটে কলসখানি
ভ'রে নিতে ॥

আরো আরো প্রভু, আরো আরো।
এমনি ক'রে আমায় মারো ॥
লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,
ধরা প'ড়ে গেছি আর কি এড়াই ?
যা-কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো ॥

এবার যা করবার তা সারো সারো ॥
আমি হারি কিম্বা তুমিই হারো।
হাটে ঘাটে বাটে করি মেলা,
কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা,
দেখি কেমনে কাঁদাতে পারো ॥

আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, গেল রে দিন ব'য়ে,
বাঁধন-হারা বৃষ্টি-ধারা ঝ'রছে র'য়ে র'য়ে।
একলা ব'সে ঘরের কোণে, কী ভাবি-যে আপন মনে,
সজল হাওয়া যূথীর বনে কী কথা যায় ক'য়ে ॥
হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে খুঁজে' না পাই কূল,
সৌরভে প্রাণ কাঁদিয়ে তোলে ভিজে বনের ফুল।
আঁধার রাতে প্রহরগুলি কোন্ সুরে আজ ভরিয়ে তুলি,
কোন্ ভুলে আজ সকল ভুলি আছি আকুল হ'য়ে ॥

এই-যে তোমার প্রেম ওগো
হৃদয়হরণ।
এই-যে পাতায় আলো নাচে
সোনার বরণ।
এই-যে মধুর আলস-ভরে
মেঘ ভেসে যায় আকাশ-'পরে,
এই-যে বাতাস দেহে করে
অমৃত ক্ষরণ।

এই-যে তোমার প্রেম, ওগো
হৃদয়হরণ ॥
প্রভাত আলোর ধারায় আমার
নয়ন ভেসেছে।
এই তোমারি প্রেমের বাণী
প্রাণে এসেছে।
তোমারি মুখ ঐ নুয়েছে,
মুখে আমার চোখ থুয়েছে,
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে
তোমারি চরণ ॥

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে,
জয় মা ব'লে ভাসা তরী ॥
ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি,
প্রাণপণে ভাই, ডাক্ দে আজি;
তোরা সবাই মিলে' বৈঠা নে রে,
খুলে ফেল্ সব দড়াদড়ি ॥
দিনে দিনে বাড়্‌লো দেনা,
ও ভাই, ক'র্‌লি নে কেউ বেচা কেনা,
হাতে নাইরে কড়া কড়ি।
ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে,
মুখ দেখাবি কেমন ক'রে,—
ওরে দে খুলে দে, পাল তুলে দে,
যা হয় হবে বাঁচি মরি ॥

এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভু,
তব শুভ আশীর্ব্বাদ,
তোমার অভয়,
তোমার অজিত অমৃত বাণী,
তোমার স্থির অমর আশা ॥
অনির্ব্বাণ ধর্ম্ম-আলো
সবার ঊর্দ্ধে জ্বালো জ্বালো,
সঙ্কটে দুর্দ্দিনে হে,
রাখো তা'রে অরণ্যে তোমারি পথে ॥
বক্ষে বাঁধি' দাও তা'র,
বর্ম্ম তব নির্বিদার,
নিঃশঙ্কে যেন সঞ্চরে নির্ভীক।
পাপের নিরখি' জয়,
নিষ্ঠা তবুও রয়,
থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে ॥

ও আমার দেশের মাটি,
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর,
(তোমাতে বিশ্বমায়ের)
আঁচল পাতা ॥
তুমি মিশেছো মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছো মোর প্রাণে মনে,
তোমার ঐ শ্যামলবরণ কোমলমূর্ত্তি
মর্ম্মে গাঁথা ॥

তোমার কোলে জনম আমার,
মরণ তোমার বুকে ;
তোমার 'পরেই খেলা আমার,
দুঃখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে' দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা
মাতার মাতা ॥
অনেক তোমার খেয়েছি গো,
অনেক নিয়েছি মা,
তবু জানিনে-যে কী বা তোমায়
দিয়েছি মা।
আমার জনম গেল মিছে কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে,
ও মা, বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা ॥

ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না,—ওকে
দাও ছেড়ে, দাও ছেড়ে।
মন নাই যদি দিল, নাই দিল, মন
নেয় যদি নিক্ কেড়ে ॥
এ কী খেলা মোরা খেলেছি,
শুধু নয়নের জল ফেলেছি
ওরি জয় যদি হয়, জয় হোক্, মোরা
হারি যদি যাই হেরে ॥
একদিন মিছে আদরে
মনে গরব সোহাগ না ধরে,

শেষে দিন না ফুরাতে ফুরাতে, সব
গরব দিয়েছে সেরে ।
ভেবেছিনু ওকে চিনেছি,
বুঝি বিনা পণে ওকে কিনেছি,
ও যে আমাদেরি কিনে নিয়েছে, ও যে
তাই আসে তাই ফেরে ॥

ও যে মানে না মানা।
আঁখি ফিরাইলে বলে—"না, না, না ॥"
যত বলি "নাই রাতি,
মলিন হ'য়েছে বাতি",
মুখ-পানে চেয়ে বলে—"না, না, না ॥"
বিধুর বিকল হ'য়ে ক্ষেপা পবনে
ফাগুন করিছে হা হা ফুলের বনে।
আমি যত বলি—"তবে
এবার-যে যেতে হবে,"
দুয়ারে দাঁড়ায়ে বলে,—"না, না, না ॥"

ওরে আগুন আমার ভাই
আমি তোমারি জয় গাই ;
তোমার শিকল-ভাঙা এমন রাঙা মূর্ত্তি দেখি নাই ।
তুমি দু-হাত তুলে আকাশ পানে
মেতেছো আজ কিসের গানে,
এ কী আনন্দময় নৃত্য অভয় বলিহারি যাই ।

যেদিন ভবের মেয়াদ ফুরাবে ভাই
আগল্ যাবে স'রে—
সেদিন হাতের দড়ি পায়ের বেড়ী
দিবি রে ছাই ক'রে।
সেদিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে
ঐ নাচনে নাচ্‌বে রঙ্গে,
সকল দাহ মিট্‌বে দাহে,
ঘুচ্‌বে সব বালাই ॥

ওরে তোরা
নেই বা কথা ব'ল্‌লি !
দাঁড়িয়ে হাটের মধ্যিখানে
নেই জাগালি পল্লী ॥
মরিস্ মিথ্যে ব'কে-ঝ'কে,
দেখে কেবল হাসে লোকে,
না হয়, নিয়ে আপন মনের আগুন,
মনে মনেই জ্ব'ল্‌লি—
নেই জাগালি পল্লী ॥
অন্তরে তোর আছে কী-যে
নেই রটালি নিজে নিজে,
না হয়, বাদ্যগুলো বন্ধ রেখে
চুপেচাপেই চ'ল্‌লি—
নেই জাগালি পল্লী ॥

কাজ থাকে তো কর্ গে না কাজ,
লাজ থাকে তো ঘুচা গে লাজ,
ওরে, কে-যে তোরে কী ব'লেছে,
নেই বা তা'তে ট'ল্‌লি—
নেই আগালি পল্লী ॥

ওরে শিকল, তোমায় কোলে ক'রে
দিয়েছি ঝঙ্কার।
তুমি আনন্দে ভাই রেখেছিলে
ভেঙে অহঙ্কার ॥
তোমায় নিয়ে ক'রে খেলা
সুখে দুঃখে কাট্‌লো বেলা,
অঙ্গ বেড়ি' দিল বেড়ী
বিনা দামের অলঙ্কার ॥
তোমার 'পরে করিনে রোষ,
দোষ থাকে তো আমারি দোষ,
ভয় যদি রয় আপন মনে
তোমায় দেখি ভয়ঙ্কর।
অন্ধকারে সারারাতি
ছিলে আমার সাথের সাথী,
সেই দয়াটি স্মরি' তোমায়
করি নমস্কার ॥

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই ॥

পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে
মনে ভেবে মরি কী জানি কী হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন,
সে-কথা যে ভুলে' যাই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই ॥

জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে,
যখনি যেখানে লবে,
চিরজনমের পরিচিত ওহে
তুমিই চিনাবে সবে ॥

তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর,
নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর,
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ
দেখা যেন সদা পাই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই ॥

কে ব'লেছে তোমায় বঁধু, এত দুঃখ সইতে।
আপনি কেন এলে বঁধু, আমার বোঝা বইতে ॥
প্রাণের বন্ধু, বুকের বন্ধু,
সুখের বন্ধু, দুখের বন্ধু,

(তোমায়) দেবো না দুখ পাবো না দুখ,
হেরবো তোমার প্রসন্ন মুখ,
(আমি) সুখে দুঃখে পারবো বন্ধু, চিরানন্দে রইতে—
তোমার সঙ্গে বিনা কথায় মনের কথা কইতে ॥

কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো।
বিরহানলে জ্বালো রে তা'রে জ্বালো ॥
র'য়েছে দীপ না আছে শিখা
এই কি ভালে ছিল রে লিখা,
ইহার চেয়ে মরণ সে-যে ভালো।
বিরহানলে প্রদীপখানি জ্বালো ॥
বেদনা-দূতী গাহিছে "ওরে প্রাণ,
তোমার লাগি' জাগেন ভগবান।
নিশীথে ঘন অন্ধকারে
ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে,
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।
তোমার লাগি' জাগেন ভগবান ॥"
গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি',
বাদল-জল পড়িছে ঝরি' ঝরি'।
এ ঘোর রাতে কিসের লাগি'
পরাণ মম সহসা জাগি'
এমন কেন করিছে মরি মরি।
বাদল-জল পড়িছে ঝরি' ঝরি'।
বিজুলি শুধু ক্ষণিক আভা হানে,
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।

জানি না কোথা অনেক দূরে
বাজিল গান গভীর স্বরে,
সকল প্রাণ টানিছে পথপানে ;
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।
কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো।
বিরহানলে জ্বালো রে তা'রে জ্বালো।
ডাকিছে মেঘ, হাঁকিছে হাওয়া,
সময় গেলে হবে না যাওয়া,
নিবিড় নিশা নিকষ-ঘন কালো।
পরাণ দিয়ে প্রেমের দীপ জ্বালো॥

কোথা হ'তে বাজে প্রেম-বেদনারে।
ধীরে ধীরে বুঝি অন্ধকারঘন
হৃদয়-অঙ্গনে আসে সখা মম।
সকল দৈন্য তব দূর করো, ওরে,
জাগো সুখে, ওরে প্রাণ।
সকল প্রদীপ তব জ্বালো রে জ্বালো রে
ডাকো আকুল স্বরে এসো হে প্রিয়তম॥

কোন্ শুভখনে উদিবে নয়নে
অপরূপ রূপ-ইন্দু ;
চিত্তকুসুমে ভরিয়া উঠিবে
মধুময় রসবিন্দু॥

নব-নন্দনতানে চিরবন্দনগানে
উৎসববীণা মন্দমধুর ঝঙ্কৃত হবে প্রাণে—
নিখিলের পানে উথলি' উঠিবে
উতলা চেতনাসিন্ধু ॥
জাগিয়া রহিবে রাত্রি
নিবিড় মিলনদাত্রী,
মুখরিয়া দিক্ চলিবে পথিক্
অমৃত সভার যাত্রী—
গগনে ধ্বনিবে "নাথ, নাথ,
বন্ধু, বন্ধু, বন্ধু" ॥

গোলাপ হোথা ফুটিয়ে আছে
মধুপ হোথা যাস্‌নে,
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে
কাঁটার ঘা খাস্‌নে।
হেথায় বেলা, হোথায় চাঁপা,
শেফালি হোথা ফুটিয়ে—
ওদের কাছে মনের ব্যথা
বল্‌ রে মুখ ফুটিয়ে।
ভ্রমর কহে, "হেঁথায় বেলা,
হোথায় আছে নলিনী,
ওদের কাছে, বলিব নাকো
আজিও যাহা বলিনি।
মরমে যাহা গোপন আছে
গোলাপে তাহা বলিব,
বলিতে যদি জ্বলিতে হয়
কাঁটারি ঘায়ে জ্বলিব।"

গ্রাম-ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে।
ওরে কার পানে মন হাত বাড়িয়ে
লুটিয়ে যায় ধুলায় রে॥
ও-যে আমায় ঘরের বাহির করে,
পায়ে পায়ে পায়ে ধ'রে—
ও-যে কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে
যায় রে কোন্ চুলায় রে॥
ও যে কোন্ বাঁকে কী ধন দেখাবে,
কোন্ খানে কী দায় ঠেবাবে,
কোথায় গিয়ে শেষ মেলে-যে—
ভেবেই না কুলায় রে॥

ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস্‌নে—ওরে ভাই,
বাইরে মুখ আঁধার দেখে টলিস্‌নে—ওরে ভাই॥
যা তোমার আছে মনে
সাধো তাই পরাণপণে,
শুধু তাই দশজনারে
বলিস্‌নে—ওরে ভাই॥
একই পথ আছে ওরে,
চল্ সেই রাস্তা ধ'রে,
যে আসে তারি পিছে
চলিস্‌নে—ওরে ভাই॥
থাক না আপন কাজে,
যা খুসি বলুক্ না যে,
তা নিয়ে গায়ের জ্বালায়
জ্বলিস্‌নে—ওরে ভাই।

চরণ-ধ্বনি শুনি তব নাথ, জীবন-তীরে,
কত নীরব নিরজনে, কত মধু-সমীরে।
গগনে গ্রহ-তারাচয় অনিমেষে চাহি' রয়,
ভাবনা-স্রোত হৃদয়ে বয় ধীরে একান্তে ধীরে॥
চাহিয়া রহে আঁখি মম তৃষ্ণাতুর পাখীসম,
শ্রবণ র'য়েছি মেলি' চিত্ত-গভীরে;
কোন্ শুভ প্রাতে দাঁড়াবে হৃদি-মাঝে,
ভুলিব সব দুঃখ সুখ ডুবিয়া আনন্দ-নীরে॥

ছি ছি চোখের জলে
ভেজাস্‌নে আর মাটি।
এবার কঠিন হ'য়ে থাক্ না ওরে
বক্ষ-দুয়ার আঁটি'—
জোরে বক্ষ-দুয়ার আঁটি'॥
পরাণটাকে গলিয়ে ফেলে
দিস্‌নে রে ভাই, পথেই ঢেলে,
মিথ্যে অকাজে।
ওরে নিয়ে তা'রে চ'ল্‌বি পারে
কতই বাধা কাটি'—
পথের কতই বাধা কাটি'॥
দেখ্‌লে ও তোর জলের ধারা
ঘরে পরে হাসবে যারা,
তা'রা চারিদিকে—
তাদের দ্বারেই গিয়ে কান্না জুড়িস্,
যায় না কি বুক ফাটি'—
লাজে যায় না কি বুক ফাটি'॥

দিনের বেলায় জগৎ-মাঝে
সবাই যখন চ'ল্‌ছে কাজে,
আপন গরবে—
তোরা পথের ধারে ব্যথা নিয়ে
করিস্‌ ঘাঁটাঘাঁটি—
কেবল করিস্‌ ঘাঁটাঘাঁটি।

জগৎ জুড়ে' উদার সুরে
আনন্দগান বাজে,
সে-গান কবে গভীর রবে
বাজিবে হিয়া মাঝে ?
বাতাস জল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয়-সভা জুড়িয়া তা'রা
বসিবে নানা সাজে।
নয়ন দুটি মেলিলে কবে
পরাণ হবে খুসি,
যে-পথ দিয়া চলিয়া যাবো
সবারে যাবো তুষি'।
র'য়েছো তুমি এ-কথা কবে
জীবন মাঝে সহজ হবে,
আপনি কবে তোমারি নাম
ধ্বনিবে সব কাজে॥

জননী, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণ-কিরণ রূপে।
জননী, তোমার মরণ-হরণ বাণী
নীরব গগনে ভরি' উঠে চুপে চুপে॥
তোমারে নমি হে সকল ভুবন মাঝে,
তোমারে নমি হে সকল জীবন-কাজে;
তনু মন ধন করি নিবেদন আজি
ভক্তিপাবন তোমার পূজার ধূপে।
জননী, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণ কিরণ রূপে॥

জোনাকি,
কী সুখে ঐ ডানা দুটি মেলেছো?
এই আঁধার সাঁঝে বনের মাঝে
উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছো।
তুমি নও তো সূর্য্য, নও তো চন্দ্র,
তাই ব'লেই কি কম আনন্দ?
তুমি আপন জীবন পূর্ণ ক'রে
আপন আলো জ্বেলেছো॥
তোমার যা আছে, তা তোমার আছে,
তুমি নও গো ঋণী কারো কাছে,
তোমার অন্তরে যে-শক্তি আছে
তারি আদেশ পেলেছো॥
তুমি আঁধার-বাঁধন ছাড়িয়ে ওঠো
তুমি ছোটো হ'য়ে নও গো ছোটো,
জগতে যেথায় যত আলো, সবায়
আপন ক'রে ফেলেছো॥

তব অমল পরশ-রস তব শীতল শান্ত পুণ্য-কর অন্তরে দাও
তব উজ্জ্বল জ্যোতি বিকাশি' হৃদয়মাঝে মম চাও ॥
তব মধুময় প্রেমরস সুন্দর সুগন্ধে জীবন ছাও ।
জ্ঞান ধ্যান তব ভক্তি অমৃত তব শ্রী আনন্দ জাগাও ॥

তিমির-দুয়ার খোলো—এসো, এসো নীরব চরণে ।
জননী আমার, দাঁড়াও এই নবীন অরুণ-কিরণে ॥
পুণ্যপরশ-পুলকে সব আলস যাক্ দূরে ।
গগনে বাজুক বীণা জগৎ-জাগানো-সুরে ।
জননী, জীবন জুড়াও তব প্রসাদ-সুধা-সমীরণে,
জননী আমার, দাঁড়াও মম জ্যোতি-বিভাসিত নয়নে ॥

তুমি কেমন ক'রে গান করো, হে গুণী,
আমি অবাক্ হ'য়ে শুনি, কেবল শুনি ॥
সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী ।
মনে করি অম্‌নি সুরে গাই,
কণ্ঠে আমার সুর খুঁজে না পাই ।
কইতে কী চাই, কইতে কথা বাধে ;
হার মেনে-যে পরাণ আমার কাঁদে,
আমায় তুমি ফেলেছো কোন্ ফাঁদে
চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি' ॥

তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।
এসো গন্ধে, বরণে, এসো গানে॥
এসো অঙ্গে পুলকময় পরশে,
এসো চিত্তে সুধাময় হরষে,
এসো মুগ্ধ মুদিত দু-নয়ানে।
তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে॥
এসো নির্ম্মল উজ্জ্বল কান্ত,
এসো সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত,
এসো এসো হে বিচিত্র বিধানে।
এসো দুঃখে সুখে এসো মর্ম্মে,
এসো নিত্য নিত্য সব কর্ম্মে;
এসো সকল কর্ম্ম অবসানে।
তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে॥

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,
তা ব'লে ভাবনা করা চ'লবে না।
তোর আশা লতা প'ড়বে ছিঁড়ে,
হয়তো রে ফল ফ'লবে না—
তা ব'লে ভাবনা করা চ'লবে না॥
আসবে পথে আঁধার নেমে,
তাই ব'লেই কি রইবি থেমে,
ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি,
হয়তো বাতি জ্ব'লবে না—
তা ব'লে ভাবনা করা চ'লবে না॥

শুনে' তোমার মুখের বাণী
আস্‌বে ঘিরে' বনের প্রাণী,
তবু হয়তো তোমার আপন ঘরে
পাষাণ হিয়া গ'ল্‌বে না—
তা ব'লে ভাবনা করা চ'ল্‌বে না॥
বন্ধ দুয়ার দেখ্‌লি ব'লে
অম্‌নি কি তুই আস্‌বি চ'লে,
তোরে বারে বারে ঠেল্‌তে হবে,
হয়তো দুয়ার ট'ল্‌বে না—
তা ব'লে ভাবনা করা চ'ল্‌বে না॥

ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়,
তবু জানো, মন তোমারে চায়॥
অন্তরে আছ হে অন্তর্যামী,
আমা চেয়ে আমায় জানিছ, স্বামী,
সব সুখে দুখে ভুলে থাকায়
জানো মম মন তোমারে চায়॥
ছাড়িতে পারিনি অহঙ্কারে,
ঘুরে মরি শিরে বহিয়া তা'রে,
ছাড়িতে পারিলে বাঁচি-যে হায়,
তুমি জানো, মন তোমারে চায়॥

যা আছে আমার সকলি কবে
নিজ হাতে তুমি তুলিয়া লবে,
সব ছেড়ে' সব পাবো তোমায়।
মনে মনে মন তোমারে চায়॥

নব নব পল্লবরাজি
সব বন উপবনে উঠে বিকশিয়া,
দখিন পবনে সঙ্গীত উঠে বাজি'॥
মধুর সুগন্ধে আকুল ভুবন,
হাহা করিছে মম জীবন,
এসো এসো সাধনার ধন,
মম মন করো পূর্ণ আজি॥

নয়ন মেলে' দেখি আমায় বাঁধন বেঁধেছে।
গোপনে কে এমন ক'রে এ ফাঁদ ফেঁদেছে॥
বসন্ত-রজনী-শেষে
বিদায় নিতে গেলেম হেসে',
যাবার বেলায় বঁধু আমায় কাঁদিয়ে কেঁদেছে॥

না ব'লে যেওনা চ'লে মিনতি করি,
গোপনে জীবন মোর লইয়া হরি'।
সারানিশি জেগে থাকি,
ঘুমে ঢুলে' পড়ে আঁখি,

ঘুমালে হারাই পাছে সে-ভয়ে মরি।
চকিতে চমকি', বঁধু, তোমায় খুঁজি
থেকে থেকে মনে হয় স্বপন বুঝি।
নিশিদিন চাহে হিয়া
পরাণ পসারি' দিয়া
অধীর চরণ তব বাঁধিয়া ধরি॥

নিবিড় অন্তরতর বসন্ত এলো প্রাণে,
জগত-জন-হৃদয়ধন, চাহি তব পানে।
হরষরস বরষি' যত তৃষিত ফুল-পাতে
কুঞ্জ-কানন-পবন পরশ তব আনে॥
মুগ্ধ কোকিল মুখর রাত্রি দিন যাপে,
মর্ম্মরিত পল্লবিত সকল বন কাঁপে।
দশদিশি সুরম্য সুন্দর মধুর হেরি,
দুঃখ হ'লো দূর সব দৈন্য-অবসানে॥

নিশিদিন ভরসা রাখিস্,
ওরে মন, হবেই হবে।
যদি পণ ক'রে থাকিস্
সে-পণ তোমার র'বেই র'বে॥
ওরে মন হবেই হবে॥
পাষাণ সমান আছে প'ড়ে
প্রাণ পেয়ে সে উঠ্‌বে ও রে,

আছে যারা বোবার মতন,
তা'রাও কথা ক'বেই ক'বে।
ওরে মন, হবেই হবে॥

সময় হ'লো, সময় হ'লো,
যে যার আপন বোঝা তোলো ;
দুঃখ যদি মাথায় ধরিস্
সে-দুঃখ তোর স'বেই স'বে।
ওরে মন, হবেই হবে॥

ঘণ্টা যখন উঠ্‌বে বেজে
দেখ্‌বি সবাই আস্‌বে সেজে ;
এক-সাথে সব যাত্রী যত
একই রাস্তা লবেই লবে।
ওরে মন, হবেই হবে॥

প্রচণ্ড গর্জ্জনে আসিল এ কী দুর্দ্দিন,
দারুণ ঘনঘটা, অবিরল অশনি-তর্জ্জন॥
ঘন ঘন দামিনী-ভুজঙ্গ-ক্ষত যামিনী,
অম্বর করিছে অন্ধ নয়নে অশ্রু বরিষণ॥
ছাড়ো রে শঙ্কা, জাগো ভীরু অলস,
আনন্দে জাগাও অন্তরে শকতি।
অকুণ্ঠ আঁখি মেলি' হেরো প্রশান্ত বিরাজিত,
মহাভয় মহাসনে অপরূপ মৃত্যুঞ্জয়রূপে ভয়হরণ॥

প্রভু, তোমা লাগি' আঁখি জাগে।
দেখা নাই পাই
পথ চাই,
সে-ও মনে ভালো লাগে।
ধূলাতে বসিয়া দ্বারে
ভিখারী হৃদয় হা রে—
তোমারি করুণা মাগে ;
কৃপা নাই পাই
শুধু চাই,
সে-ও মনে ভালো লাগে॥
আজি এ জগত মাঝে
কত সুখে কত কাজে
চ'লে গেল সবে আগে ;
সাথী নাই পাই
তোমায় চাই,
সে-ও মনে ভালো লাগে।
চারিদিকে সুধাভরা
ব্যাকুল শ্যামল ধরা
কাঁদায় রে অনুরাগে ;
দেখা নাই পাই
ব্যথা পাই,
সে-ও মনে ভালো লাগে॥

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ,
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া॥

চেতনা আমার কল্যাণ-রস-সরসে
শতদলসম ফুটিল পরম হরষে
সব মধু তা'র চরণে তোমার ধরিয়া।
নীরব আলোকে জাগিল হৃদয়প্রান্তে
উদার উষার উদয়-অরুণ-কান্তি,
অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া॥

বল দাও মোরে বল দাও,
প্রাণে দাও মোর শকতি,
সকল হৃদয় লুটায়ে
তোমারে করিতে প্রণতি॥
সরল সুপথে ভ্রমিতে,
সব অপকার ক্ষমিতে,
সকল গর্ব্ব দমিতে,
খর্ব্ব করিতে কুমতি॥
হৃদয়ে তোমারে বুঝিতে,
জীবনে তোমারে পূজিতে,
তোমার মাঝারে খুঁজিতে
চিত্তের চির-বসতি॥

তব কাজ শিরে বহিতে,
সংসার-তাপ সহিতে,
ভব-কোলাহলে রহিতে,
নীরবে করিতে ভকতি ॥
তোমার বিশ্বছবিতে
তব প্রেমরূপ লভিতে,
গ্রহ তারা শশী রবিতে
হেরিতে তোমার আরতি।
বচন মনের অতীতে,
ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে,
সুখে দুখে লাভে ক্ষতিতে
শুনিতে তোমার ভারতী ॥

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান ॥
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান ॥
বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা

সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান ॥
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন,
এক হউক
এক হউক
এক হউক
হে ভগবান ॥

বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি।
বলো ভাই, ধন্য হরি।
ধন্য হরি ভবের নাটে,
ধন্য হরি রাজ্যপাটে,
ধন্য হরি শ্মশানঘাটে
ধন্য হরি ধন্য হরি ॥
সুধা দিয়ে মাতান্ যখন
ধন্য হরি ধন্য হরি।
ব্যথা দিয়ে কাঁদান্ যখন
ধন্য হরি ধন্য হরি।
আত্মজনের কোলে বুকে
ধন্য হরি হাসিমুখে,
ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে
ধন্য হরি ধন্য হরি ॥
আপনি কাছে আসেন হেসে
ধন্য হরি ধন্য হরি।

ফিরিয়ে বেড়ান্ দেশে দেশে
ধন্য হরি ধন্য হরি।
ধন্য হরি স্থলে জলে,
ধন্য হরি ফুলে ফলে,
ধন্য হৃদয়-পদ্মদলে
চরণ আলোয় ধন্য করি'॥

বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে—
অমল কমলমাঝে, জ্যোৎস্না রজনীমাঝে,
কাজল ঘনমাঝে, নিশি-আঁধারমাঝে,
কুসুম-সুরভিমাঝে বীণ-রণন শুনি-যে
প্রেমে প্রেমে বাজে॥
নাচে নাচে রম্য তালে নাচে—
তপন তারা নাচে, নদী সমুদ্র নাচে,
জন্ম মরণ নাচে, যুগ যুগান্ত নাচে,
ভকত-হৃদয় নাচে বিশ্বছন্দে মাতিয়ে
প্রেমে প্রেমে নাচে॥
সাজে সাজে রম্য বেশে সাজে—
নীল অম্বর সাজে, উষা সন্ধ্যা সাজে,
ধরণীধূলি সাজে, দীন দুঃখী সাজে,
প্রণত চিত্ত সাজে বিশ্বশোভায় লুটায়ে—
প্রেমে প্রেমে সাজে॥

বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিলো
সে কি আমারি পানে ভুলে পড়িবে না।
দুটি অতুল পদতল রাতুল শতদল
জানিনা কী লাগিয়া পরশে ধরাতল,
মাটির 'পরে তা'র করুণা মাটি হ'লো
সে কি রে মোর পথে চলিবে না॥
তব কণ্ঠ-'পরে হ'য়ে দিশা-হারা
বিধি অনেক ঢেলেছিলো মধু-ধারা।
যদি ও মুখ মনোরম শ্রবণে রাখি' মম
নীরবে অতি ধীরে ভ্রমর-গীতিসম
দু-কথা বলো শুধু প্রিয় বা প্রিয়তম
তাহে তো কণা মধু ফুরাবে না।
হাসিতে সুধানদী বহিছে নিরবধি,
নয়নে ভরি' উঠে অমৃত-মহোদধি,
এত-যে সুধা কেন সৃজিল বিধি, যদি
আমারি তৃষাটুকু পূরাবে না॥

বিপদে মোরে রক্ষা করো,
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিতে
নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়॥
সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি
লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়॥

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ
এ নহে মোর প্রার্থনা,
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি'
নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়॥
নম্র শিরে সুখের দিনে
তোমারি মুখ লইব চিনে',
দুখের রাতে নিখিল ধরা
যে-দিন করে বঞ্চনা,
তোমারে যেন না করি সংশয়॥

বিপুল তরঙ্গ রে, বিপুল তরঙ্গ রে!
সব গগন উদ্বেলিয়া, মগন করি' অতীত অনাগত
আলোকে উজ্জ্বল, জীবনে চঞ্চল,
এ কী আনন্দ-তরঙ্গ॥
তাই, দুলিছে দিনকর চন্দ্র তারা,
চমকি' কম্পিছে চেতনাধারা,
আকুল চঞ্চল নাচে সংসার,
কুহরে হৃদয়-বিহঙ্গ॥

বীণা বাজাও হে মম অন্তরে।
সজনে বিজনে, বন্ধু, সুখে দুঃখে বিপদে,
আনন্দিত তান শুনাও হে মম অন্তরে।

বুকে বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি,
বারে বারে হেলিস্‌নে, ভাই।
শুধু তুই ভেবে ভেবেই
হাতের লক্ষ্মী ঠেলিস্‌নে, ভাই॥
একটা কিছু ক'রে নে ঠিক,
ভেসে ফেরা মরার অধিক,
বারেক এ দিক্ বারেক ও-দিক্
এ খেলা আর খেলিস্‌নে, ভাই॥
মেলে কি না মেলে রতন,
ক'র্‌তে তবু হবে যতন,
না যদি হয় মনের মতন,
চোখের জলটা ফেলিস্‌নে, ভাই॥
ভাসাতে হয় ভাসা ভেলা,
করিস্‌নে আর হেলাফেলা,
পেরিয়ে যখন যাবে বেলা
তখন আঁখি মেলিস্‌নে, ভাই॥

ভুবনেশ্বর হে—
মোচন করো বন্ধন সব
মোচন করো হে॥
প্রভু, মোচন করো ভয়,
সব দৈন্য করহ লয়,
নিত্য চকিত চঞ্চল চিত
করো নিঃসংশয়।
তিমির রাত্রি অন্ধ যাত্রী
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধরো হে॥

ভুবনেশ্বর হে—
মোচন করো জড় বিষাদ
মোচন করো হে।
প্রভু, তব প্রসন্ন মুখ
সব দুঃখ করুক সুখ,
ধূলিপতিত দুর্ব্বল চিত
করহ জাগরূক।
তিমির রাত্রি অন্ধ যাত্রী
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধরো হে ॥
ভুবনেশ্বর হে—
মোচন করো স্বার্থপাশ
মোচন করো হে।
প্রভু, বিরস বিকল প্রাণ,
করো প্রেম-সলিল দান ;
ক্ষতিপীড়িত শঙ্কিত চিত
করো সম্পদবান।
তিমির রাত্রি অন্ধ যাত্রী
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধরো হে ॥

মম অঙ্গনে স্বামী আনন্দে হাসে,
সুগন্ধ ভাসে আনন্দ-রাতে।
খুলে' দাও দুয়ার সব
সবারে ডাকো ডাকো,
নাহি রেখো কোথাও কোনো বাধা,
অহো আজি সঙ্গীতে মনপ্রাণ মাতে।

মা কি তুই পরের দ্বারে
পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে ?
তা'রা যে করে হেলা, মারে ঢেলা,
ভিক্ষাঝুলি দেখ্‌তে পেলে ॥
ক'রেছি মাথা নীচু,
চ'লেছি যাহার পিছু
যদি বা দেয় সে কিছু অবহেলে—
তবু কি এম্‌নি ক'রে, ফির্‌বো ওরে,
আপন মায়ের প্রসাদ ফেলে ॥
কিছু মোর নেই ক্ষমতা,
সে-যে ঘোর মিথ্যে কথা,
এখনো হয়নি মরণ শক্তিশেলে—
আমাদের আপন শক্তি, আপন ভক্তি,
চরণে তোর দেবো মেলে ॥
নেবো গো মেগে পেতে
যা আছে তোর ঘরেতে,
দে গো তোর আঁচল পেতে চিরকেলে—
আমাদের সেইখেনে মান, সেইখেনে প্রাণ,
সেইখেনে দিই হৃদয় ঢেলে ॥

মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে আয়—
তা'রে এগিয়ে নিয়ে আয় ।
চোখের জলে মিশিয়ে হাসি ঢেলে দে তা'র পায়—
ওরে ঢেলে দে তা'র পায় ॥

আস্‌ছে পথে ছায়া প'ড়ে,
আকাশ এলো আঁধার ক'রে,
শুষ্ক কুসুম প'ড়্‌বে ঝ'রে
সময় ব'হে যায়,
ওরে সময় ব'হে যায়॥

মেঘের পরে মেঘ জ'মেছে আঁধার ক'রে আসে;
আমায় কেন বসিয়ে রাখো একা দ্বারের পাশে।
কাজের দিনে নানা কাজে থাকি নানা লোকের মাঝে,
আজ আমি-যে ব'সে আছি তোমারি আশ্বাসে॥
তুমি যদি না দেখা দাও করো আমায় হেলা,
কেমন ক'রে কাটে আমার এমন বাদল্‌ বেলা।
দূরের পানে মেলে আঁখি কেবল আমি চেয়ে থাকি;
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে॥

মোরে বারে বারে ফিরালে।
পূজাফুল না ফুটিল,
দুখনিশা না ছুটিল,
না টুটিল আবরণ।
জীবন ভরি' মাধুরী
কী শুভ লগনে জাগিবে?
নাথ, ওহে নাথ,
কবে লবে তনু মন ধন॥

যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু,
এবার এ জীবনে,
তবে তোমায় আমি পাইনি যেন
সে-কথা রয় মনে।
যেন ভুলে' না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে ॥

এ সংসারের হাটে
আমার যতই দিবস কাটে,
আমার যতই দু-হাত ভ'রে উঠে ধনে,
তবু কিছুই আমি পাইনি যেন
সে-কথা রয় মনে,
যেন ভুলে' না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে ॥

যদি আলসভরে
আমি বসি পথের 'পরে,
যদি ধূলায় শয়ন পাতি সযতনে,
যেন সকল পথই বাকি আছে
সে-কথা রয় মনে,
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে ॥

যতই উঠে হাসি,
ঘরে যতই বাজে বাঁশি,

ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,
যেন তোমায় ঘরে হয়নি আনা
সে-কথা রয় মনে,
যেন ভুলে' না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে ॥

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো,
একলা চলো রে ॥
যদি কেউ কথা না কয়—
(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে,
সবাই করে ভয়—
তবে পরাণ খুলে',
ও তুই মুখ ফুটে' তোর মনের কথা,
একলা বলো রে ॥
যদি সবাই ফিরে' যায়—
(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি গহন পথে যাবার কালে
কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে
একলা দলো রে ॥
যদি আলো না ধরে—
(ওরে ওরে ও অভাগা !)

যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে
একলা জ্বলো রে ॥
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চলো রে ॥
একলা চলো, একলা চলো,
একলা চলো রে ॥

যদি তোর ভাবনা থাকে,
ফিরে যা না—
তবে তুই ফিরে যা না।
যদি তোর ভয় থাকে তো
করি মানা ॥
যদি তোর ঘুম জড়িয়ে থাকে গায়ে,
ভুল্‌বি-যে পথ পায়ে পায়ে,
যদি তোর হাত কাঁপে তো নিবিয়ে আলো,
সবায় ক'র্‌বি কাণা ॥
যদি তোর ছাড়্‌তে কিছু না চাহে মন,
করিস্‌ ভারী বোঝা আপন,
তবে তুই সইতে কভু পার্‌বিনে রে
বিষম পথের টানা ॥
যদি তোর আপন হ'তে অকারণে
সুখ সদা না জাগে মনে,
তবে কেবল, তর্ক ক'রে সকল কথা
ক'র্‌বি নানা-খানা ॥

যে-তরণীখানি ভাসালে দু-জনে,
আজি হে নবীন সংসারী।
কাণ্ডারী কোরো তাঁহারে তাহার,
যিনি এ ভবের কাণ্ডারী।
কালপারাবার যিনি চিরদিন করিছেন পার বিরামবিহীন,
শুভ যাত্রায় আজি তিনি দিন্
প্রসাদপবন সঞ্চারি'।
নিয়ো নিয়ো চিরজীবন-পাথেয়,
ভরি নিয়ো তরী কল্যাণে।
সুখে দুঃখে শোকে, আঁধারে আলোকে,
যেয়ো অমৃতের সন্ধানে।
বাঁধা নাহি থেকো আলসে আবেশে, ঝড়ে ঝঞ্চায় চ'লে যেয়ো হেসে
তোমাদের প্রেম দিয়ো দেশে দেশে
বিশ্বের মাঝে বিস্তারি'॥

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক,
আমি তোমায় ছাড়্‌বো না, মা॥
আমি তোমার চরণ ক'র্‌বো শরণ,
আর কারো ধার ধার্‌বো না, মা।
কে বলে তোর দরিদ্র ঘর,
হৃদয়ে তোর রতনরাশি,
জানি গো তোর মূল্য জানি,
পরের আদর কাড়্‌বো না, মা;
আমি তোমায় ছাড়্‌বো না, মা॥
মানের আশে দেশ বিদেশে,
যে মরে সে মরুক ঘুরে,

তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা—
ভুল্‌তে সে-যে পার্‌বো না, মা।
আমি তোমায় ছাড়্‌বো না, মা ॥
ধনে মানে লোকের টানে,
ভুলিয়ে নিতে চায়-যে আমায়—
ওমা, ভয়-যে জাগে শিয়র বাগে;
কারো কাছে হার্‌বো না, মা।
আমি তোমায় ছাড়বো না, মা ॥

যে তোরে পাগল বলে,
তা'রে তুই বলিস্‌নে কিছু।
আজকে তোরে কেমন ভেবে
অঙ্গে যে তোর ধূলো দেবে,
কাল সে প্রাতে মালা হাতে
আস্‌বে রে তোর পিছু পিছু ॥
আজ্‌কে আপন মানের ভরে
থাক্ সে ব'সে গদির 'পরে;
কাল্‌কে প্রেমে আসবে নেমে,
ক'র্‌বে সে তা'র মাথা নীচু ॥

রইলো ব'লে রাখ্‌লে কারে
হুকুম তোমার ফ'ল্‌বে কবে।
(তোমার) টানাটানি টি'ক্‌বে না ভাই,
র'বার যেটা সেটাই র'বে ॥

যা খুসি তাই ক'রতে পারো—
গায়ের জোরে রাখো মারো—
যাঁর গায়ে সব ব্যথা বাজে
তিনি যা স'ন সেটাই স'বে ॥
অনেক তোমার টাকা কড়ি,
অনেক দড়া অনেক দড়ি,
অনেক অশ্ব অনেক করী,
অনেক তোমার আছে ভবে।
ভাব্‌ছো হবে তুমিই যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও,
দেখ্‌বে হঠাৎ নয়ন খুলে'
হয় না যেটা সেটাও হবে ॥

শক্তিরূপ হেরো তাঁর,
আনন্দিত, অতন্দ্রিত,
ভূর্লোকে, ভুবর্লোকে,
বিশ্বকাজে, চিত্তমাঝে
দিনে রাতে ॥
জাগো রে জাগো জাগো,
উৎসাহে উল্লাসে,
পরাণ বাঁধো রে মরণ-হরণ
পরমশক্তি সাথে ॥
শ্রান্তি অলস বিষাদ
বিলাস দ্বিধা বিবাদ
দূর করো রে ॥

চলো রে,—চলো রে কল্যাণে,
চলো রে অভয়ে, চলো রে আলোকে,
চলো বলে।
দুখ শোক পরিহরি'
মিল' রে নিখিলে নিখিলনাথে॥

সকল ভয়ের ভয় যে তা'রে
কোন্ বিপদে কাড়্‌বে?
প্রাণের সঙ্গে যে-প্রাণ গাঁথা
কোন্ কালে সে ছাড়্‌বে?
না হয় গেল সবই ভেসে
রইবে তো সেই সর্ব্বনেশে,
যে-লাভ সকল ক্ষতির শেষে
সে-লাভ কেবল বাড়্‌বে।
সুখ নিয়ে ভাই, ভয়ে থাকি,
আছে আছে দেয় সে ফাঁকি,
দুঃখে যে-সুখ থাকে বাকি
কেই বা সে-সুখ নাড়্‌বে?
যে প'ড়েছে পড়ার শেষে
ঠাঁই পেয়েছে তলায় এসে,
ভয় মিটিয়ে বেঁচেছে সে
তা'রে কে আর পার্‌বে?

সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এ দেশে।
সার্থক জনম মা গো,
তোমায় ভালোবেসে॥
জানিনে তোর ধন রতন,
আছে কি না রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে॥
কোন্ বনেতে জানিনে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ
এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে
মুদ্‌বো নয়ন শেষে॥

সোনার পিঞ্জর ভাঙিয়ে আমার
প্রাণের পাখীটি উড়িয়া যাক্।
সে-যে হেথা গান গাহে না,
সে-যে মোরে আর চাহে না,
সুদূর কানন হইতে সে-যে
শুনেছে কাহার ডাক্,
পাখীটি উড়িয়ে যাক্॥
মুদিত নয়ন খুলিয়ে আমার
সাধের স্বপন যায় রে যায়;

হাসিতে অশ্রুতে গাঁথিয়া গাঁথিয়া
দিয়েছিনু তা'র বাহুতে বাঁধিয়া,
আপনার মনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ছিঁড়িয়া ফেলেছে হায় রে হায়,
সাধের স্বপন যায় রে যায়॥
যে যায় সে যায় ফিরিয়া না চায়,
যে থাকে সে শুধু করে হায় হায়,
নয়নের জল নয়নে শুকায়
মরমে লুকায় আশা।
বাঁধিতে পারে না আদরে সোহাগে,
রজনী পোহায়, ঘুম হ'তে জাগে;
হাসিয়া কাঁদিয়া বিদায় সে মাগে,
আকাশে তাহার বাসা।
যায় যদি তবে যাক্,
একবার তবু ডাক্;
কী জানি যদি রে প্রাণ কাঁদে তা'র,
তবে থাক্ তবে থাক্॥

হাসিরে কি লুকাবি লাজে ?
চপলা সে বাঁধা পড়ে না যে॥
রুধিয়া অধর-দ্বারে
ঝাঁপিয়া রাখিলি যারে
কখন্ সে ছুটে এলো নয়ন-মাঝে॥

হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই।
সংসারে যা দিবে মানিব তাই।
হৃদয়ে দয়া যেন পাই॥
তব দয়া জাগিবে স্মরণে
নিশিদিন জীবনে মরণে,
দুঃখে সুখে সম্পদে বিপদে
তোমারি দয়া পানে চাই,
তোমারি দয়া যেন পাই॥
তব দয়া শান্তিনীরে
অন্তরে নামিবে ধীরে।
তব দয়া মঙ্গল আলো
জীবন-আঁধারে জ্বালো—
প্রেম ভক্তি মম সকল শক্তি মম
তোমারি দয়ারূপে পাই,
আমার ব'লে কিছু নাই।

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ
ভুবনে ভুবনে রাজে হে।
কত রূপ ধ'রে কাননে ভূধরে
আকাশে সাগরে সাজে হে।
সারা নিশি ধরি' তারায় তারায়
অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়,
পল্লবদলে শ্রাবণ-ধারায়
তোমার বিরহ বাজে হে।

ঘরে ঘরে আজি কত বেদনায়
তোমারি গভীর বিরহ ঘনায়,

কত প্রেমে হায় কত বাসনায়

কত সুখে দুখে কাজে হে।

সকল জীবন উদাস করিয়া

কত গানে সুরে গলিয়া ঝরিয়া

তোমার বিরহ উঠেছে ভরিয়া

আমার বিরহ মাঝে হে॥

আজি শুভ শুভ্র প্রাতে কিবা শোভা দেখালে,

শান্তিলোক জ্যোতির্লোক প্রকাশি'।

নিখিল নীল অম্বর বিদারিয়া দিক্ দিগন্তে,

আবরিয়া রবি শশী তারা—

পুণ্য মহিমা উঠে বিভাসি'॥

মলিন মুখে ফুটুক্ হাসি

জুড়াক্ দু-নয়ন।

মলিন বসন ছাড়ো, সখী,

পরো আভরণ॥

অশ্রু-ধোয়া কাজল-রেখা

আবার চোখে দিক্ না দেখা,

শিথিল বেণী তুলুক্ বেঁধে

কুসুম-বন্ধন॥

আজি গন্ধ-বিধুর সমীরণে
কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে ?
আজি ক্ষুব্ধ নীলাম্বর মাঝে
এ কী চঞ্চল ক্রন্দন বাজে !
সুদূর দিগন্তের সকরুণ সঙ্গীত
লাগে মোর চিন্তায় কাজে—
আমি খুঁজি কারে অন্তরে মনে,
গন্ধ-বিধুর সমীরণে ॥

ওগো জানি না কী নন্দনরাগে
সুখে উৎসুক যৌবন জাগে।
আজি আম্রমুকুল-সৌগন্ধ্যে,
নব পল্লব-মর্ম্মর ছন্দে,
চন্দ্র-কিরণ-সুধা-সিঞ্চিত অম্বরে
অশ্রু-সরস মহানন্দে,
আমি পুলকিত কার পরশনে,
গন্ধ-বিধুর সমীরণে ॥

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তা'রে।
আজি খুলিয়ো হৃদয়-দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো,
এই সঙ্গীত-মুখরিত গগনে
তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।
এই বাহির ভুবনে দিশা হারায়ে
দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে।

অতি নিবিড় বেদনা বনমাঝে রে
আজি পল্লবে পল্লবে বাজে রে,—
দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া
আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে রে।
মোর পরাণে দখিন বায়ু লাগিছে,
কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি' মাগিছে,
এই সৌরভ-বিহ্বল রজনী
কার চরণে ধরণী-তলে জাগিছে?
ওগো সুন্দর, বল্লভ, কান্ত,
তব গম্ভীর আহ্বান কারে?

আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে
তখন কে তুমি তা কে জান্‌তো!
তখন ছিল না ভয় ছিল না লাজ মনে
জীবন ব'হে যেতো অশান্ত।
তুমি ভোরের বেলা ডাক দিয়েছো কত,
যেন আমার আপন সখার মতো,
হেসে তোমার সাথে ফিরেছিলেম ছুটে
সেদিন কত না বন-বনান্ত।
ওগো সেদিন তুমি গাইতে যে-সব গান
কোনো অর্থ তাহার কে জান্‌তো!
শুধু সঙ্গে তারি গাইতো আমার প্রাণ,
সদা নাচ্‌তো হৃদয় অশান্ত।

হঠাৎ খেলার শেষে আজ কী দেখি ছবি,
স্তব্ধ আকাশ, নীরব শশী রবি,
তোমার চরণ পানে নয়ন করি' নত
ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত ॥

আমার মিলন লাগি' তুমি
আস্‌ছো কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য্য তোমায়
রাখ্‌বে কোথায় ঢেকে ॥
কত কালের সকাল সাঁঝে,
তোমার চরণধ্বনি বাজে,
গোপনে দূত হৃদয় মাঝে
গেছে আমায় ডেকে ॥
ওগো পথিক আজকে আমার
সকল পরাণ ব্যেপে,
থেকে থেকে হরষ যেন
উঠ্‌ছে কেঁপে কেঁপে ॥
যেন সময় এসেছে আজ,
ফুরালো মোর যা ছিল কাজ,
বাতাস আসে হে মহারাজ,
তোমার গন্ধ মেখে ॥

আমারে যদি জাগালে আজি, নাথ,
ফিরো না তবে ফিরো না, করো
করুণ আঁখিপাত।

নিবিড় বন-শাখার 'পরে
আষাঢ় মেঘে বৃষ্টি ঝরে,
বাদলভরা আলস ভরে
ঘুমায়ে আছে রাত।
ফিরো না তুমি ফিরো না, করো
করুণ আঁখিপাত॥

বিরামহীন বিজুলিঘাতে
নিদ্রাহারা প্রাণ
বরষা জলধারার সাথে
গাহিতে চাহে গান।
হৃদয় মোর চোখের জলে
বাহির হ'লো তিমির-তলে,
আকাশ খোঁজে ব্যাকুল বলে
বাড়ায়ে দুই হাত।
ফিরো না তুমি ফিরো না, করো
করুণ আঁখিপাত॥

আমি হেথায় থাকি শুধু
গাইতে তোমার গান,
দিয়ো তোমার জগৎ-সভায়
এইটুকু মোর স্থান॥
আমি তোমার ভুবন মাঝে
লাগিনি নাথ কোনো কাজে,
শুধু কেবল সুরে বাজে
অকাজের এই প্রাণ॥

নিশায় নীরব দেবালয়ে
তোমার আরাধন,
তখন মোরে আদেশ কোরো
গাইতে হে রাজন ॥
ভোরে যখন আকাশ জুড়ে'
বাজ্‌বে বীণা সোনার সুরে,
আমি যেন না রই দূরে
এই দিয়ো মোর মান ॥

আরো আঘাত সইবে আমার
সইবে আমারো।
আরো কঠিন সুরে জীবন-তারে ঝঙ্কারো ॥
যে-রাগ জাগাও আমার প্রাণে
বাজে নি তা চরমতানে,
নিঠুর মূর্চ্ছনায় সে-গানে
মূর্ত্তি সঞ্চারো ॥
লাগে না গো কেবল যেন
কোমল করুণা,
মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ
ব্যর্থ ক'রো না।
জ্বলে' উঠুক সকল হুতাশ,
গর্জ্জি' উঠুক সকল বাতাস,
জাগিয়ে দিয়ে সকল আকাশ
পূর্ণতা বিস্তারো ॥

আবার এরা ঘিরেছে মোর মন।
আবার চোখে নামে আবরণ॥
আবার এ-যে নানা কথাই জমে,
চিত্ত আমার নানা দিকেই ভ্রমে,
দাহ আবার বেড়ে ওঠে ক্রমে
আবার এ-যে হারাই শ্রীচরণ॥

তব নীরব বাণী হৃদয়তলে
ডোবে না যেন লোকের কোলাহলে।
সবার মাঝে আমার সাথে থাকো,
আমায় সদা তোমার মাঝে ঢাকো,
নিয়ত মোর চেতনা-'পরে রাখো
আলোকে-ভরা উদার ত্রিভুবন॥

আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে,
আসে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে।
এই পুরাতন হৃদয় আমার আজি
পুলকে দুলিয়া উঠিছে আবার বাজি',
নূতন মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে।
আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে।

রহিয়া রহিয়া বিপুল মাঠের 'পরে
নব তৃণদলে বাদলের ছায়া পড়ে।
"এসেছে এসেছে" এই কথা বলে প্রাণ,
"এসেছে এসেছে" উঠিতেছে এই গান,
নয়নে এসেছে, হৃদয়ে এসেছে ধেয়ে।
আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে॥

আলোয় আলোকময় ক'রে হে
এলে আলোর আলো।
আমার নয়ন হ'তে আঁধার
মিলালো মিলালো।
সকল আকাশ সকল ধরা
আনন্দে হাসিতে ভরা,
যে-দিক পানে নয়ন মেলি
ভালো সবি ভালো॥

তোমার আলো গাছের পাতায়
নাচিয়ে তোলে প্রাণ।
তোমার আলো পাখীর বাসায়
জাগিয়ে তোলে গান।
তোমার আলো ভালোবেসে
প'ড়েছে মোর গায়ে এসে,
হৃদয়ে মোর নির্ম্মল হাত
বুলালো বুলালো॥

আসনতলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রবো
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হবো॥
কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখো?
চিরজনম এমন ক'রে ভুলিয়োনাকো।
অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তব,
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হবো॥
আমি তোমার যাত্রীদলের রবো পিছে,
স্থান দিয়ো হে আমায় তুমি সবার নীচে।

প্রসাদ লাগি' কত লোকে আসে ধেয়ে
আমি কিছুই চাইবো না তো রইবো চেয়ে ;
সবার শেষে বাকি যা রয় তাহাই লবো।
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হবো ॥

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ঐ-যে তিনি, ঐ-যে বাহির পথে ॥
আয়রে ছুটে, টান্‌তে হবে রসি,
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি' ?
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে গিয়ে
ঠাঁই ক'রে তুই নে রে কোনোমতে ॥
কোথায় কী তোর আছে ঘরের কাজ,
সে-সব কথা ভুল্‌তে হবে আজ।
টান্‌ রে দিয়ে সকল চিত্তকায়া,
টান্‌ রে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া,
চল্‌ রে টেনে আলোয় অন্ধকারে
নগর গ্রামে অরণ্যে পর্ব্বতে ॥
ঐ-যে চাকা ঘুরছে ঝনঝনি,
বুকের মাঝে শুন্‌ছো কি সেই ধ্বনি ?
রক্তে তোমার দুল্‌ছে না কি প্রাণ ?
গাইছে না মন মরণজয়ী গান ?
আকাঙ্ক্ষা তোর বন্যাবেগের মতো
ছুট্‌ছে না কি বিপুল ভবিষ্যতে ॥

এই ক'রেছো ভালো, নিঠুর,
এই ক'রেছো ভালো।
এম্‌নি ক'রে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো॥
আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছু নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো॥

যখন থাকে অচেতনে
এ চিত্ত আমার,
আঘাত সে-যে পরশ তব
সেই তো পুরস্কার।
অন্ধকারে মোহে লাজে
চোখে তোমায় দেখি না-যে,
বজ্রে তোলো আগুন ক'রে
আমার যত কালো॥

এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে,
হবে গো এইবার
আমার এই মলিন অহঙ্কার॥
দিনের কাজে ধূলা লাগি'
অনেক দাগে হ'লো দাগী,
এম্‌নি তপ্ত হ'য়ে আছে
সহ্য করা ভার
আমার এই মলিন অহঙ্কার॥

এখন তো কাজ সাঙ্গ হ'লো
দিনের অবসানে,
হ'লো রে তাঁর আসার সময়
আশা এলো প্রাণে ॥
স্নান ক'রে আয় এখন তবে
প্রেমের বসন প'র্‌তে হবে,
সন্ধ্যাবনের কুসুম তুলে'
গাঁথ্‌তে হবে হার।
ওরে আয় সময় নেই-যে আর ॥

একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক্
তোমার এ সংসারে।
ঘন শ্রাবণ-মেঘের মতো
রসের ভারে নম্র নত
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত মন পড়িয়া থাক্
তব ভবন-দ্বারে।
নানা সুরের আকুলধারা
মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক্
নীরব পারাবারে।

হংস যেমন মানসযাত্রী,
তেমনি সারা দিবসরাত্রি
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক্
মহামরণ-পারে ॥

এবার নীরব ক'রে দাও হে তোমার
মুখর কবিরে।
তা'র হৃদয়-বাঁশি আপনি কেড়ে
বাজাও গভীরে।
নিশীথ রাতের নিবিড় সুরে
বাঁশিতে তান দাওহে পূরে',
যে-তান দিয়ে অবাক্ করো
গ্রহ শশীরে।
যা-কিছু মোর ছড়িয়ে আছে
জীবন মরণে
গানের টানে মিলুক্ এসে
তোমার চরণে।
বহুদিনের বাক্যরাশি
এক নিমেষে যাবে ভাসি',
একলা ব'সে শুন্‌বো বাঁশি
অকূল তিমিরে ॥

এসো হে এসো সজল ঘন,
বাদল বরিষণে ;
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে
এসো হে এ জীবনে ॥
এসো হে গিরিশিখর চুমি',
ছায়ায় ঘিরি' কাননভূমি ;
গগন ছেয়ে এসো হে তুমি
গভীর গরজনে ॥
ব্যথিয়া উঠে নীপের বন
পুলকভরা ফুলে।
উছলি' উঠে কল-রোদন
নদীর কূলে কূলে ॥
এসো হে এসো হৃদয়ভরা,
এসো হে এসো পিপাসাহরা,
এসো হে আঁখি-শীতল-করা
ঘনায়ে এসো মনে ॥

ঐরে তরী দিল খুলে'।
তোর বোঝা কে নেবে তুলে' ॥
সাম্‌নে যখন যাবি ওরে,
থাক্ না পিছন পিছে প'ড়ে,
পিঠে তা'রে বইতে গেলি,
একলা প'ড়ে রইলি কূলে ॥
ঘরের বোঝা টেনে টেনে
পারের ঘাটে রাখ্‌লি এনে,
তাই-যে তোরে বারে বারে
ফির্‌তে হ'লো গেলি ভুলে' ॥

ডাক্ রে আবার মাঝিরে ডাক্,
বোঝা তোমার যাক্ ভেসে যাক্,
জীবনখানি উজাড় ক'রে
সঁপে দে তা'র চরণ-মূলে ॥

ওরে মাঝি, ওরে আমার
মানবজন্মতরীর মাঝি,
শুন্‌তে কি পাস্ দূরের থেকে
পারের বাঁশি উঠ্‌ছে বাজি'।
তরী কি তোর দিনের শেষে
ঠেক্‌বে এবার ঘাটে এসে?
সেথায় সন্ধ্যা-অন্ধকারে
দেয় কি দেখা প্রদীপরাজি?

যেন আমার লাগ্‌ছে মনে,
মন্দ মধুর এই পবনে
সিন্ধুপারের হাসিটি কার
আঁধার বেয়ে আস্‌ছে আজি।
আসার বেলায় কুসুমগুলি
কিছু এনেছিলেম তুলি',
যেগুলি তা'র নবীন আছে
এই বেলা নে সাজিয়ে সাজি ॥

কবে আমি বাহির হ'লেম তোমারি গান গেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আস্‌ছি তোমায় চেয়ে
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ঝর্না যেমন বাহিরে যায়,
জানে না সে কাহারে চায়,
তেমনি ক'রে ধেয়ে এলেম
জীবনধারা বেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।

কতই নামে ডেকেছি-যে,
কতই ছবি এঁকেছি-যে,
কোন আনন্দে চ'লেছি, তা'র
ঠিকানা না পেয়ে—
সে-তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
পুষ্প যেমন আলোর লাগি'
না জেনে রাত কাটায় জাগি',
তেম্‌নি তোমার আশায় আমার
হৃদয় আছে চেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।

কোন্‌ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো।
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো, ধরায় আসো।

এই অকূল সংসারে
দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝঙ্কারে।
ঘোর বিপদ মাঝে
কোন্ জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাসো॥
তুমি কাহার সন্ধানে
সকলে সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে।
এমন ব্যাকুল ক'রে
কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালোবাসো॥
তোমার ভাবনা কিছু নাই—
কে-যে তোমার সাথের সাথী ভাবি মনে তাই।
তুমি মরণ ভুলে'
কোন্ অনন্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাসো॥

———

গায়ে আমার পুলক লাগে,
চোখে ঘনায় ঘোর,
হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে
রাঙা রাখীর ডোর॥

আজিকে এই আকাশ-তলে
জলে স্থলে ফুলে ফলে
কেমন ক'রে মনোহরণ
ছড়ালে মন মোর॥

কেমন খেলা হ'লো আমার
আজি তোমার সনে।
পেয়েছি কি খুঁজে বেড়াই
ভেবে না পাই মনে॥

আনন্দ আজ কিসের ছলে
কাঁদিতে চায় নয়নজলে,
বিরহ আজ মধুর হ'য়ে
ক'রেছে প্রাণ ভোর ॥

চিত্ত আমার হারালো আজ
মেঘের মাঝখানে,
কোথায় ছুটে চ'লেছে সে
কোথায় কে জানে।
বিজুলী তা'র বীণার তারে
আঘাত করে বারে বারে
বুকের মাঝে বজ্র বাজে
কী মহাতানে।

পুঞ্জ পুঞ্জ ভারে ভারে
নিবিড় নীল অন্ধকারে
জড়ালো রে অঙ্গ আমার
ছড়ালো প্রাণে।
পাগল হাওয়া নৃত্যে মাতি'
হ'লো আমার সাথের সাথী,
অট্ট হাসে ধায় কোথা সে
বারণ না মানে ॥

জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হ'লো ধন্য হ'লো মানব-জীবন ॥
নয়ন আমার রূপের পুরে,
সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে',
শ্রবণ আমার গভীর সুরে
হ'য়েছে মগন ॥

তোমার যজ্ঞে দিয়েছো ভার
বাজাই আমি বাঁশি
গানে গানে গেঁথে বেড়াই
প্রাণের কান্না হাসি।
এখন সময় হ'য়েছে কি?
সভায় গিয়ে তোমায় দেখি
জয়ধ্বনি শুনিয়ে যাবো
এ মোর নিবেদন ॥

জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই,
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।
মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই
চাহিতে গেলে মরি লাজে ॥
জানি হে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম,
এমন ধন আর নাহি-যে তোমাসম,
তবু যা ভাঙাচোরা ঘরেতে আছে পোরা
ফেলিয়া দিতে পারি না-যে ॥
তোমারে আবরিয়া ধূলাতে ঢাকে হিয়া
মরণ আনে রাশি রাশি,

আমি যে প্রাণ ভরি' তাদের ঘৃণা করি
তবুও তাই ভালোবাসি।
এতই আছে বাকি, জ'মেছে এত ফাঁকি,
কত-যে বিফলতা, কত-যে ঢাকাঢাকি,
আমার ভালো তাই চাহিতে যবে যাই
ভয়-যে আসে মনোমাঝে ॥

জানি জানি কোন্ আদি কাল হ'তে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে,
সহসা হে প্রিয়, কত গৃহে পথে
রেখে গেছো প্রাণে কত হরষণ ॥

কতবার তুমি মেঘের আড়ালে
এমনি মধুর হাসিয়া দাঁড়ালে,
অরুণকিরণে চরণ বাড়ালে,
ললাটে রাখিলে শুভ পরশন ॥

সঞ্চিত হ'য়ে আছে এই চোখে
কত কালে কালে কত লোকে লোকে
কত নব নব আলোকে আলোকে
অরূপের কত রূপ দরশন ॥
কত যুগে যুগে কেহ নাহি জানে
ভরিয়া ভরিয়া উঠেছে পরাণে
কত সুখে দুখে কত প্রেমে গানে
অমৃতের কত রস বরষণ ॥

জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণা-ধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়,
গীত-সুধারসে এসো।
কর্ম্ম যখন প্রবল আকার
গরজি' উঠিয়া ঢাকে চারিধার,
হৃদয়প্রান্তে হে জীবননাথ,
শান্ত চরণে এসো।
আপনারে যবে করিয়া কৃপণ
কোণে প'ড়ে থাকে দীনহীন মন,
দুয়ার খুলিয়া, হে উদার নাথ,
রাজ-সমারোহে এসো।
বাসনা যখন বিপুল ধূলায়
অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়,
ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র,
রুদ্র আলোকে এসো॥

জীবনে যত পূজা
হ'লো না সারা,
জানিহে জানি তাও
হয়নি হারা।
যে-ফুল না ফুটিতে
ঝ'রেছে ধরণীতে,
যে-নদী মরুপথে
হারালো ধারা
জানিহে জানি তাও
হয়নি হারা॥

জীবনে আজো যাহা
রয়েছে পিছে,
জানি হে জানি তাও
হয়নি মিছে।
আমার অনাগত,
আমার অনাহত
তোমার বীণা-তারে
বাজিছে তা'রা,
জানি হে জানি তাও
হয়নি হারা॥

তব সিংহাসনের আসন হ'তে
এলে তুমি নেমে,
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ, থেমে।
একলা ব'সে আপন মনে
গাইতেছিলেম গান,
তোমার কানে গেল সে-সুর
এলে তুমি নেমে,—
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ, থেমে।
তোমার সভায় কত না গান
কতই আছেন গুণী;
গুণহীনের গানখানি আজ
বাজ্‌লো তোমার প্রেমে।

লাগ্‌লো বিশ্বতানের মাঝে
একটি করুণ সুর,
হাতে ল'য়ে বরণমালা
এলে তুমি নেমে,
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ, থেমে ॥

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছো নীচে।
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হ'তো-যে মিছে ॥

আমায় নিয়ে মেলেছো এই মেলা,
আমার হিয়ায় চ'ল্‌ছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধ'রে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে ॥

তাই তো তুমি রাজার রাজা হ'য়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি'
ফিরছো কত মনোহরণ বেশে,
প্রভু, নিত্য আছ জাগি।

তাই তো, প্রভু, যেথায় এলো নেমে
তোমারি প্রেম ভক্ত-প্রাণের প্রেমে,
মূর্ত্তি তোমার যুগল সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে ॥

তুমি এবার আমায় লহো হে নাথ, লহো।
এবার তুমি ফিরো না হে—
হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহো।

যে-দিন গেছে তোমা বিনা
তা'রে আর ফিরে' চাহি না,
যাক্ সে ধূলাতে।
এখন তোমার আলোয় জীবন মেলে
যেন জাগি অহরহ ॥

কী আবেশে, কিসের কথায়
ফিরেছি হে যথায় তথায়
পথে প্রান্তরে,
এবার বুকের কাছে ও মুখ রেখে
তোমার আপন বাণী কহো।

কত কলুষ কত ফাঁকি
এখনো-যে আছে বাকি
মনের গোপনে,
আমায় তা'র লাগি' আর ফিরায়ো না,
তা'রে আগুন দিয়ে দহো ॥

তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্ নি তা'র পায়ের ধ্বনি,
ঐ-যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিনরজনী
সে-যে আসে, আসে, আসে ॥
গেয়েছি গান যখন যত
আপন মনে খ্যাপার মতো

সকল সুরে বেজেছে তা'র
আগমনী—
সে-যে, আসে, আসে, আসে ॥

কত কালের ফাগুন দিনে বনের পথে
সে-যে আসে, আসে, আসে।
কত শ্রাবণ অন্ধকারে মেঘের রথে
সে-যে আসে, আসে, আসে ॥

দুখের 'পরে পরম দুখে
তারি চরণ বাজে বুকে,
সুখে কখন্ বুলিয়ে সে দেয়
পরশমণি।
সে-যে আসে, আসে, আসে।

দয়া দিয়ে হবে গো মোর
জীবন ধুতে।
নইলে কি আর পারবো তোমার
চরণ ছুঁতে।
তোমায় দিতে পূজার ডালি
বেরিয়ে পড়ে সকল কালী,
পরাণ আমার পারিনে তাই
পায়ে থুতে ॥

এতদিন তো ছিল না মোর
কোনো ব্যথা,
সর্ব্ব অঙ্গে মাখা ছিল
মলিনতা।

আজ ঐ শুভ্র কোলের তরে
ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে,
দিয়ো না গো দিয়ো না আর
ধূলায় শুতে ॥

দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও।
আমার দিকে ও মুখ ফিরাও ॥
পাশে থেকে চিন্‌তে নারি,
কোন্ দিকে-যে কী নেহারি,
তুমি আমার হৃদ্‌বিহারী
হৃদয়-পানে হাসিয়া চাও ॥
বলো আমায় বলো কথা
গায়ে আমার পরশ করো।
দক্ষিণ হাত বাড়িয়ে দিয়ে
আমায় তুমি তুলে ধরো।
যা বুঝি সব ভুল বুঝি হে,
যা খুঁজি সব ভুল খুঁজি হে,
হাসি মিছে কান্না মিছে
সাম্‌নে এসে এ ভুল ঘুচাও ॥

দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে,
আপন জেনে আদর করিনে।
পিতা ব'লে প্রণাম করি পায়ে,
বন্ধু ব'লে দু-হাত ধরিনে।

আপনি তুমি অতি সহজ প্রেমে
আমার হ'য়ে এলে যেথায় নেমে
সেথায় সুখে বুকের মধ্যে ধ'রে
সঙ্গী ব'লে তোমায় বরি নে।

ভাই তুমি-যে ভাইয়ের মাঝে প্রভু,
তাদের পানে তাকাই না-যে তবু,
ভাইয়ের সাথে ভাগ ক'রে মোর ধন
তোমার মুঠা কেন ভরিনে।

ছুটে এসে সবার সুখে দুখে
দাঁড়াইনে তো তোমারি সম্মুখে,
সঁপিয়ে প্রাণ ক্লান্তিবিহীন কাজে
প্রাণ-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়িনে॥

ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা
প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।
যায় যেন মোর সকল গভীর আশা
প্রভু, তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে।
চিত্ত মম যখন যেথায় থাকে
সাড়া যেন দেয় সে তোমার ডাকে,
যত বাঁধা সব টুটে যায় যেন
প্রভু, তোমার টানে, তোমার টানে, তোমার টানে।
বাহিরের এই ভিক্ষা-ভরা থালি,
এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি,

অন্তর মোর গোপনে যায় ভ'রে
প্রভু তোমার দানে, তোমার দানে, তোমার দানে।
হে বন্ধু মোর, হে অন্তরতর,
এ জীবনে যা-কিছু সুন্দর
সকলি আজ বেজে উঠুক্ সুরে
প্রভু, তোমার গানে, তোমার গানে, তোমার গানে॥

———

নদীপারের এই আষাঢ়ের
প্রভাতখানি
নে রে, ও মন, নে রে আপন
প্রাণে টানি'।
সবুজ নীলে সোনায় মিলে'
যে সুধা এই ছড়িয়ে দিলে,
জাগিয়ে দিলে আকাশতলে
গভীর বাণী
নে রে, ও মন, নে রে আপন
প্রাণে টানি'॥
এমনি ক'রে চ'ল্‌তে পথে
ভবের কূলে
দুই ধারে যা ফুল ফুটে সব
নিস্ রে তুলে'।
সেগুলি তোর চেতনাতে
গেঁথে তুলিস্ দিবসরাতে,
প্রতিদিনটি যতন ক'রে
ভাগ্য মানি'
নে রে, ও মন, নে রে আপন
প্রাণে টানি'।

নিভৃত প্রাণের দেবতা
যেখানে জাগেন একা,
ভক্ত, সেথায় খোলো দ্বার,
আজ লবো তাঁর দেখা।
সারা দিন শুধু বাহিরে
ঘুরে ঘুরে কারে চাহি রে,
সন্ধ্যাবেলার আরতি
হয়নি আমার শেখা।
তব জীবনের আলোতে
জীবন-প্রদীপ জ্বালি'
হে পূজারি, আজ নিভৃতে
সাজাবো আমার থালি।
যেথা নিখিলের সাধনা
পূজা-লোক করে রচনা,
সেথায় আমিও ধরিব
একটি জ্যোতির রেখা॥

নিশার স্বপন ছুট্‌লো রে, এই
ছুট্‌লো রে।
টুট্‌লো বাঁধন টুট্‌লো রে॥
রইলো না আর আড়াল প্রাণে,
বেরিয়ে এলেম জগৎ পানে,
হৃদয়-শতদলের সকল
দলগুলি এই ফুট্‌লো রে, এই
ফুট্‌লো রে॥

দুয়ার আমার ভেঙে শেষে
দাঁড়ালে যেই আপনি এসে
নয়নজলে ভেসে হৃদয়
চরণ-তলে লুট্‌লো রে॥
আকাশ হ'তে প্রভাত-আলো
আমার পানে হাত বাড়ালো,
ভাঙা-কারার দ্বারে আমার,
জয়ধ্বনি উঠ্‌লো রে, এই
উঠ্‌লো রে॥

পার্‌বি নাকি যোগ দিতে এই ছন্দে রে,
খ'সে যাবার ভেসে যাবার
ভাঙ্‌বারই আনন্দে রে॥
পাতিয়া কান শুনিস্‌ না-যে
দিকে দিকে গগন মাঝে
মরণ-বীণায় কী সুর বাজে
তপন-তারা চন্দ্রে রে,
জালিয়ে আগুন ধেয়ে ধেয়ে
জল্‌বারই আনন্দে রে॥
পাগল-করা গানের তানে
ধায়-যে কোথা কেই বা জানে,
চায় না ফিরে' পিছন পানে
রয় না বাঁধা বন্ধে রে,
লুটে যাবার ছুটে যাবার
চল্‌বারই আনন্দে রে॥

সেই আনন্দ-চরণপাতে
ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে,
প্লাবন ব'হে যায় ধরাতে
বরণ গীতে গন্ধে রে,
ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার
মরবারই আনন্দে রে ॥

প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ হাত
রেখো না ঢাকি'।
এসেছি তোমারে, হে নাথ,
পরাতে রাখী ॥
যদি বাঁধি তোমার হাতে
প'ড়বো বাঁধা সবার সাথে,
যেখানে যে আছে, কেহই
র'বে না বাকি ॥
আজি যেন ভেদ নাহি রয়
আপনা পরে,
আমায় যেন এক দেখি হে
বাহিরে ঘরে।
তোমার সাথে যে-বিচ্ছেদে
ঘুরে' বেড়াই কেঁদে কেঁদে,
ক্ষণেক তরে ঘুচাতে তাই
তোমারে ডাকি ॥

বক্ষে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান ?
সেই সুরেতে জাগ্‌বো আমি
দাও মোরে সেই কান।
ভুল্‌বো না আর সহজেতে,
সেই প্রাণে মন উঠ্‌বে মেতে
মৃত্যু মাঝে ঢাকা আছে
যে-অন্তহীন প্রাণ।
সে-ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্ত-বীণার তারে
সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত
নাচাও যে-ঝঙ্কারে।
আরাম হ'তে ছিন্ন ক'রে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান॥

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে, নয় বিজনে,
নয়কো আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।
সবার পানে যেথায় বাহু পসারো,
সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারো।

গোপনে প্রেম রয় না ঘরে,
আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে,
সবার তুমি আনন্দধন, হে প্রিয়,
আনন্দ সেই আমারো ॥

বিশ্ব যখন নিদ্রামগন
গগন অন্ধকার ;
কে দেয় আমার বীণার তারে
এমন ঝঙ্কার।
নয়নে ঘুম নিল কেড়ে,
উঠে বসি শয়ন ছেড়ে,
মেলে আঁখি চেয়ে থাকি
পাইনে দেখা তা'র।
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া
প্রাণ উঠিল পূরে,
জানিনে কোন্ বিপুল বাণী
বাজে ব্যাকুল সুরে।
কোন্ বেদনায় বুঝিনারে
হৃদয়-ভরা অশ্রুভারে,
পরিয়ে দিতে চাই কাহারে
আপন কণ্ঠহার ॥

যতবার আলো জ্বালাতে চাই
নিবে যায় বারে বারে।
আমার জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে।

যে-লতাটি আছে শুকায়েছে মূল
কুঁড়ি ধরে শুধু, নাহি ফোটে ফুল,
আমার জীবনে তব সেবা তাই
বেদনার উপহারে।

পূজাগৌরব পুণ্যবিভব
কিছু নাহি, নাহি লেশ,
এ তব পূজারি পরিয়া এসেছে
লজ্জার দীন বেশ।
উৎসবে তা'র আসে নাই কেহ,
বাজে নাই বাঁশি সাজে নাই গেহ,
কাঁদিয়া তোমায় এনেছে ডাকিয়া
ভাঙা মন্দির দ্বারে॥

যা হারিয়ে যায় তা আগলে ব'সে
রইবো কত আর।
আর পারিনে রাত জাগ্‌তে, হে নাথ,
ভাব্‌তে অনিবার॥

আছি রাত্রি দিবস ধ'রে
দুয়ার আমার বন্ধ ক'রে,
আস্‌তে যে চায় সন্দেহে তায়
তাড়াই বারে বার॥

তাইতো কারো হয় না আসা
আমার একা ঘরে।
আনন্দময় ভুবন তোমার
বাইরে খেলা করে।

তুমিও বুঝি পথ নাহি পাও,
এসে এসে ফিরিয়া যাও,
রাখ্‌তে যা চাই রয় না তাও
ধূলায় একাকার।

যাত্রী আমি ওরে।
পার্‌বে না কেউ রাখতে আমায় ধ'রে।
দুঃখ সুখের বাঁধন সবই মিছে,
বাঁধা এ ঘর রইবে কোথায় পিছে,
বিষয়-বোঝা টানে আমায় নীচে,
ছিন্ন হ'য়ে ছড়িয়ে যাবে প'ড়ে।
যাত্রী আমি ওরে।
চ'ল্‌তে পথে গান গাহি প্রাণ ভ'রে।
দেহ-দুর্গে খুল্‌বে সকল দ্বার,
ছিন্ন হবে শিকল বাসনার,
ভালোমন্দ কাটিয়ে হবো পার
চ'ল্‌তে রবো লোকে লোকান্তরে।

যাত্রী আমি ওরে।
যা-কিছু ভার যাবে সকল স'রে।
আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে,
ভাষাবিহীন অজানিতের পানে,
সকাল সাঁঝে পরাণ মম টানে
কাহার বাঁশি এমন গভীর স্বরে॥

যাত্রী আমি ওরে—
বাহির হ'লেম না জানি কোন্ ভোরে।
তখন কোথাও গায়নি কোনো পাখী,
কী জানি রাত কতই ছিল বাকি,
নিমেষ-হারা শুধুই একটি আঁখি
জেগেছিলো অন্ধকারের 'পরে।

যাত্রী আমি ওরে।
কোন্ দিনান্তে পৌছবো কোন্ ঘরে।
কোন্ তারকা দীপ জ্বালে সেইখানে,
বাতাস কাঁদে কোন্ কুসুমের ঘ্রাণে,
কে গো সেথায় স্নিগ্ধ দু-নয়ানে,
অনাদিকাল চাহে আমার তরে॥

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দীন
সেইখানে-যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি,
প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় থামি',
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।

অহঙ্কার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফেরো
রিক্তভূষণ দীন দরিদ্র সাজে—
সবার পিছে, সবার নীচে
সব-হারাদের মাঝে।
সঙ্গী হ'য়ে আছ যেথায় সঙ্গীহীনের ঘরে
সেথায় আমার হৃদয় নামে না-যে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।

যেথায় তোমার লুট হ'তেছে ভুবনে
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে॥
সোনার ঘটে সূর্য্য তারা
নিচ্ছে তুলে' আলোর ধারা,
অনন্ত প্রাণ ছড়িয়ে পড়ে গগনে।
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে॥
যেথায় তুমি বসো দানের আসনে,
চিত্ত আমার সেথায় যাবে কেমনে।
নিত্য নূতন রসে ঢেলে
আপনাকে যে দিচ্ছো মেলে,
সেথা কি ডাক প'ড়্‌বে না গো জীবনে।
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে॥

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি';
ঘাটে ঘাটে ঘুর্‌বো না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী॥

সময় যেন হয়রে এবার
ঢেউ-খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে
অমর হ'য়ে রবো মরি'॥

যে-গান কানে যায় না শোনা
সে-গান যেথায় নিত্য বাজে,
প্রাণের বীণা নিয়ে যাবো
সেই অতলের সভা মাঝে।
চিরদিনের সুরটি বেঁধে
শেষ গানে তা'র কান্না কেঁদে,
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে
নীরব বীণা দিব ধরি'॥

শরতে আজ কোন্ অতিথি
এলো প্রাণের দ্বারে।
আনন্দগান গা রে হৃদয়,
আনন্দ গান গা রে॥
নীল আকাশের নীরব কথা,
শিশির-ভেজা ব্যাকুলতা,
বেজে উঠুক্ আজি তোমার
বীণার তারে তারে॥
শস্যক্ষেতের সোনার গানে
যোগ দে রে আজ সমান তানে,
ভাসিয়ে দে সুর ভরা নদীর
অমল জলধারে॥

যে এসেছে তাহার মুখ
দেখ রে চেয়ে গভীর সুখে,
দুয়ার খুলে' তাহার সাথে
বাহির হ'য়ে যা রে ॥

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে,
কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়-পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর ॥

তোমায় আমায় মিলন হ'লে
সকলি যায় খুলে',—
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে
উঠে তখন দুলে'।
তোমার আলোয় নাই তো ছায়া,
আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে
সুন্দর বিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর ॥

সে-যে পাশে এসে ব'সেছিলো
তবু জাগি নি।
কী ঘুম তোরে পেয়েছিলো
হতভাগিনী।
এসেছিলো নীরব রাতে,
বীণাখানি ছিল হাতে;
স্বপনমাঝে বাজিয়ে গেল
গভীর রাগিণী।
জেগে দেখি দখিন হাওয়া
পাগল করিয়া
গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায়
আঁধার ভরিয়া।
কেন আমার রজনী যায়
কাছে পেয়ে কাছে না পায়,
কেন গো তা'র মালার পরশ
বুকে লাগে নি॥

হেথা যে-গান গাইতে আসা আমার
হয়নি সে-গান গাওয়া,
আজো কেবলি সুর সাধা, আমার
কেবল গাইতে চাওয়া॥
আমার লাগে নাই সে-সুর, আমার
বাঁধে নাই সে-কথা,
শুধু প্রাণেরই মাঝখানে আছে
গানের ব্যাকুলতা।
আজো ফোটে নাই সে-ফুল, শুধু
ব'হেছে এক হাওয়া॥

আমি দেখি নাই তা'র মুখ, আমি
শুনি নাই তা'র বাণী,
কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার
পায়ের ধ্বনিখানি।
আমার দ্বারের সমুখ দিয়ে সে-জন
করে আসা-যাওয়া।
শুধু আসন পাতা হ'লো আমার
সারাটি দিন ধ'রে,
ঘরে হয়নি প্রদীপ জ্বালা, তা'রে
ডাক্‌বো কেমন ক'রে।
আছি পাবার আশা নিয়ে, তা'রে
হয়নি আমার পাওয়া॥

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ,
কী অমৃত তুমি চাহো করিবারে পান।
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি'
শুনিয়া লইতে চাহো আপনার গান।
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ,
কী অমৃত তুমি চাহো করিবারে পান।

আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।

তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি,
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহো করিবারে পান।

হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে
জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে
নমি নর-দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যান-গম্ভীর এই-যে ভূধর,
নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র
ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে।
কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হ'তে
সমুদ্রে হ'লো হারা।

হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
শক হূন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হ'লো লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে'
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে॥
এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য,
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক্ অপনীত
সব অপমান-ভার।
মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয়নি-যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র-করা
তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে॥